বার্ষিক প্রতিবেদন
২০২২-২৩

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

বার্ষিক প্রতিবেদন
২০২২-২৩

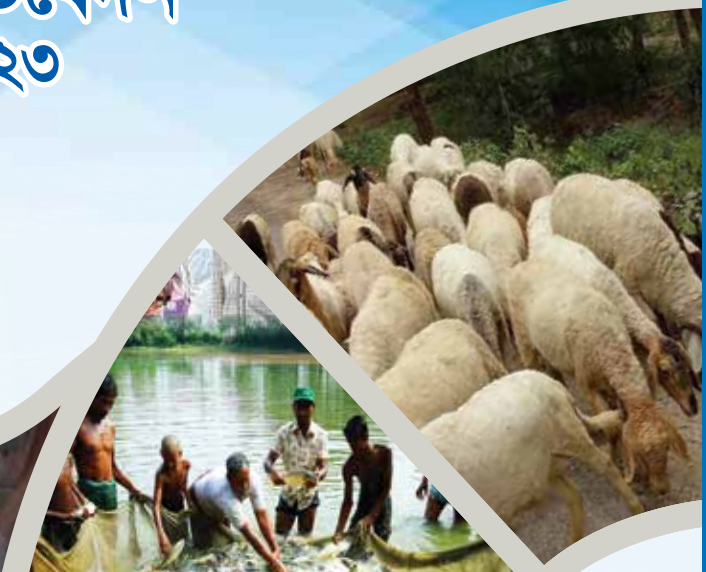

প্রকাশনায়
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর
বিএফডিসি ভবন
২৩-২৪, কারওয়ান বাজার, ঢাকা।
www.flid.gov.bd

বার্ষিক প্রতিবেদন

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

বার্ষিক প্রতিবেদন
২০২২-২০২৩
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

প্রকাশকাল
অক্টোবর, ২০২৩

মুদ্রণে
পায়রা ইন্টারন্যাশনাল
১৭৩, ফকিরাপুল, আরামবাগ
মতিঝিল, ঢাকা-১০০০

প্রচ্ছদ ভাবনা
ডা. সঞ্জীব সূত্রধর
(উপসচিব)
উপপরিচালক

ডা. মো. এনামুল কবীর
তথ্য কর্মকর্তা (প্রাণিসম্পদ)
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর ।

প্রকাশনায়
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর
বিএফডিসি ভবন
২৩-২৪, কারওয়ান বাজার, ঢাকা ।
www.flid.gov.bd

"I have a very good exportable commodities like jute, like tea, like hide and skins, fish. I have forest goods. I can export many things.".....

Bangabandhu, father of the nation.

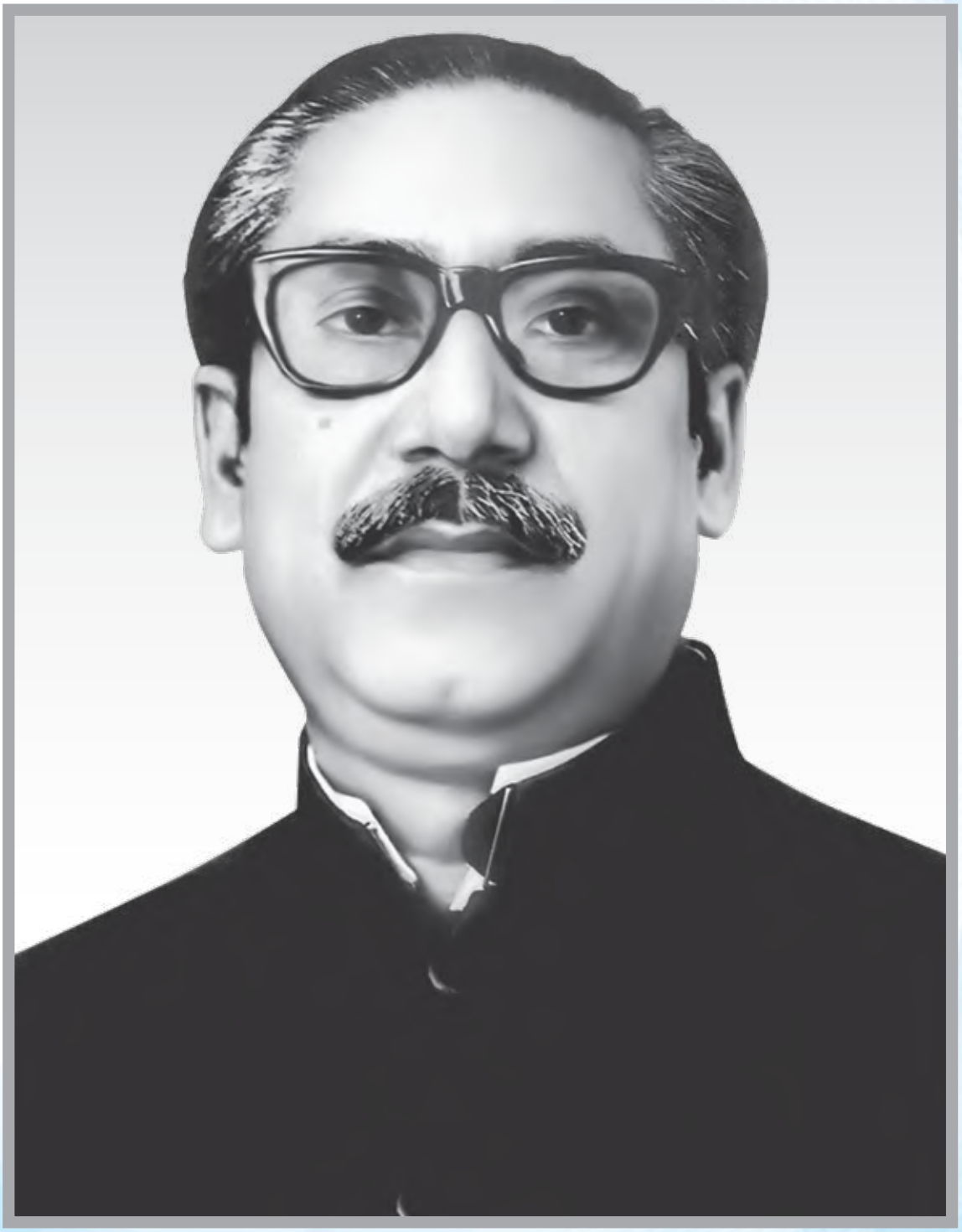

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

শেখ হাসিনা

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শ ম রেজাউল করিম এমপি
মন্ত্রী
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

দেশের আপামর জনসাধারণের খাদ্য ও পুষ্টি চাহিদা পূরণ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, বেকারত্ব হ্রাস, দারিদ্র্য বিমোচন, রপ্তানি আয়ের মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনসহ দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ খাতের উন্নয়ন ও ক্রমবিকাশে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় ও আওতাধীন দপ্তর-সংস্থা নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় ও আওতাধীন দপ্তর-সংস্থার উন্নয়ন কার্যক্রম তুলে ধরার প্রয়াসে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হচ্ছে, যা অত্যন্ত কার্যকর ও সময়োপযোগী উদ্যোগ বলে আমি মনে করি।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা **বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান** স্বাধীনতার পর দেশ পুনর্গঠন পরিকল্পনায় মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতকে গুরুত্ব দিয়ে এ খাতের উন্নয়ন ও বিকাশে নানা দূরদর্শী পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। সে সময় তিনি বলেছিলেন, "আমরা বাংলাদেশের মানুষ, আমার মাটি আছে, আমার সোনার বাংলা আছে, আমার পাট আছে, আমার মাছ আছে, আমার লাইভস্টক আছে। যদি ডেভেলপ করতে পারি ইনশাল্লাহ, এই দিন আমাদের থাকবে না"। বঙ্গবন্ধুর সূচিত পথ ধরে তাঁরই সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্বে যুগোপযোগী পরিকল্পনা প্রণয়ন ও তা যথাযথ বাস্তবায়নের ফলে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতের অভূতপূর্ব উন্নয়ন হয়েছে। ২০২১ থেকে ২০২৫ মেয়াদে অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন, ২০৩০ সালে টেকসই অভীষ্ট অর্জন এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত-সমৃদ্ধ স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তোলার জন্য মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাত অন্যতম অংশীদার। এ বিষয়টি মাথায় রেখে সরকারের সময়োপযোগী নীতির প্রয়োগ ও আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে এ খাতের টেকসই বিকাশে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় ও আওতাধীন দপ্তরসমূহ নিরলস কাজ করে যাচ্ছে।

মাছের অভয়াশ্রম তৈরি ও ব্যবস্থাপনা, বিল নার্সারি স্থাপন, হাওড়-বাওড় ও হ্রদে মৎস্যসম্পদের সঠিক ব্যবস্থাপনা, প্রজনন মৌসুমে মৎস্য আহরণ বন্ধ রাখা, জেলেদের ভিজিএফ প্রদান ও বিকল্প কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা, দেশীয় বিলুপ্তপ্রায় মাছের প্রজনন কৌশল ও চাষ পদ্ধতি উদ্ভাবন, মাছের উন্নত জাত উদ্ভাবন, মাছের লাইভ জিন ব্যাংক প্রতিষ্ঠা, সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনাসহ নানা কার্যকর পদক্ষেপের কারণে বাংলাদেশ আজ মাছ উৎপাদনে শুধু স্বয়ংসম্পূর্ণ নয় বরং উদ্বৃত্ত। ২০২২-২৩ অর্থবছরে দেশে মোট মাছ উৎপাদন হয়েছে ৪৯ দশমিক ১৫ লক্ষ মেট্রিক টন। মৎস্য উৎপাদনে বাংলাদেশের সাফল্য আজ আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলেও স্বীকৃত। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার প্রতিবেদন অনুযায়ী, বাংলাদেশ এখন অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ের মাছ উৎপাদনে বিশ্বে তৃতীয়, চাষের মাছ উৎপাদনে বিশ্বে পঞ্চম এবং ইলিশ আহরণে প্রথম স্থানে রয়েছে। বাংলাদেশের ইলিশ ও বাগদা চিংড়ি এখন ভৌগলিক নির্দেশক পণ্য। জাতীয় অর্থনীতিতে মৎস্য খাত যেমন অবদান রাখছে, রপ্তানি বাণিজ্যেও রাখছে উল্লেখযোগ্য অবদান। ২০২২-২৩ অর্থবছরে দেশের মোট জিডিপির ২ দশমিক ৪১ শতাংশ এবং কৃষিজ জিডিপির ২১ দশমিক ৫২ শতাংশ মৎস্য খাতের অবদান। বর্তমানে বিশ্বের ৫২টি দেশে বাংলাদেশের মাছ রপ্তানি হচ্ছে। বিশ্ববাজারে আর্থিক মন্দা সত্ত্বেও ২০২২-২৩ অর্থবছরে ৬৯ হাজার ৮ শত ৮০ দশমিক ৫৯ মেট্রিক টন মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানি করে দেশের আয় হয়েছে ৪ হাজার ৭৯০ কোটি ৩০ লাখ টাকা।

সরকারের যুগোপযোগী নীতি নির্ধারণ, কৃত্রিম প্রজনন প্রযুক্তি সম্প্রসারণ, গবেষণার মাধ্যমে উন্নত জাত উদ্ভাবনসহ নানা পদক্ষেপের ফলে মাংস ও ডিম উৎপাদনে বাংলাদেশ আজ স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং দুধ উৎপাদনে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে মোট দুধ উৎপাদন হয়েছে ১৪০ দশমিক ৬৮ লক্ষ মেট্রিক টন এবং প্রতিদিন মাথাপিছু দুধের প্রাপ্যতা বেড়ে ২২১ দশমিক ৮৯ মিলিমিটারে উন্নীত হয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে মাংস উৎপাদন হয়েছে মোট ৮৭ দশমিক ১০ লাখ মেট্রিক টন এবং মাংসের প্রাপ্যতা প্রতিদিন মাথাপিছু বেড়ে ১৩৭ দশমিক ৩৮ গ্রামে উন্নীত হয়েছে। এছাড়া ২০২২-২৩ অর্থবছরে ডিম উৎপাদন হয়েছে মোট ২ হাজার ৩৩৭ দশমিক ৬৩ কোটি এবং ডিমের প্রাপ্যতা প্রতিদিন মাথাপিছু বেড়ে ১৩৪ দশমিক ৫৮ টিতে উন্নীত হয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে জিডিপিতে স্থিরমূল্যে প্রাণিসম্পদ খাতের অবদান ১ দশমিক ৮৫ শতাংশ এবং কৃষিজ জিডিপিতে প্রাণিসম্পদ খাতের অবদান ১৬ দশমিক ৫২ শতাংশ।

সকলের জন্য নিরাপদ, পর্যাপ্ত ও মানসম্মত প্রাণিজ আমিষ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় প্রতিবছর যে উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে তার প্রতিফলন হিসেবে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়। এ প্রতিবেদন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাত সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের জন্য যেমন প্রয়োজনীয়, তেমনি এর মাধ্যমে দেশের আপামর জনসাধারণও এ খাত সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভে সক্ষম হবে। আমি এ প্রতিবেদন প্রকাশের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(শ ম রেজাউল করিম এমপি)

ধীরেন্দ্র দেবনাথ শম্ভু এমপি
সভাপতি
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত
সংসদীয় স্থায়ী কমিটি

বাণী

কৃষি প্রধান বাংলাদেশে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ একটি দ্রুত আয় বর্ধনশীল খাত। বর্তমান সরকারের 'রূপকল্প-২০৪১' বাস্তবায়নের মাধ্যমে স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সপ্নের সোনার বাংলা গড়তে তারই সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে যুগোপযুগী টেকসই পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে কাজ করে যাচ্ছে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়। প্রতি বছরের ন্যায় এবারও মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে এ মন্ত্রণালয়ের কর্মকাণ্ড ও অর্জিত সাফল্যসমূহ "বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২২-২০২৩" আকারে প্রকাশ করা হচ্ছে।

জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবেলা এবং ক্লাইমেট স্মার্ট এগ্রিকালচার বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাত। করোনা মহামারি ও ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধের প্রভাব মোকাবেলা করে দেশীয় উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টির যোগান নিশ্চিতে এই খাতের অবদান অসামান্য। প্রাণিজ আমিষের চাহিদাপূরণের পাশাপাশি বৈদেশিক মুদ্রা আয়ে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাত। অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ণ, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জন, ডেল্টা প্যান-২১০০ বাস্তবায়ন, ২০৪১ সালের মধ্যে ডিজিটাল বাংলাদেশ থেকে স্মার্ট বাংলাদেশে রূপান্তর, আর্থসামাজিক উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে এ খাতের অবদান অনস্বীকার্য। বর্তমানে বাংলাদেশ মাছ, মাংস ও ডিম উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ। দেশের মোট জিডিপিতে মৎস্য খাতের অবদান ৩.৫৭ শতাংশ যা কৃষিজ জিডিপি'র ২৫.৩৭ শতাংশ এবং মোট জিডিপিতে প্রাণিসম্পদ খাতের অবদান ১.৮৫ শতাংশ যা কৃষিজ জিডিপি'র ১৬.৫২ শতাংশ।

দেশরত্ন শেখ হাসিনার দূরদর্শী পদক্ষেপে একটি ক্ষুধা ও দারিদ্র্য মুক্ত স্বয়ংসম্পূর্ণ বাংলাদেশ বিনির্মাণে অন্তর্ভূক্তিমূলক উন্নয়ন নিশ্চিতে অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাত। বর্তমানে জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশ ইলিশ আহরণে বিশ্বে প্রথম, স্বাদু পানির মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির হারে দ্বিতীয়, অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ে মাছ আহরণে তৃতীয় এবং তেলাপিয়া চাষে চতুর্থ অবস্থানে রয়েছে। অপরদিকে মাংস ও ডিম উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের পাশাপাশি দুধ উৎপাদনেও আশানুরূপ অগ্রগতি সাধন করেছে প্রাণিসম্পদ খাত। জিডিপিতে এ খাতে প্রবৃদ্ধির হার ৩.২৩ শতাংশ। জনসংখ্যার প্রায় ২০ শতাংশ প্রত্যক্ষ এবং ৫০ শতাংশ পরোক্ষভাবে প্রাণিসম্পদ খাতের উপর নির্ভরশীল।

"বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২২-২০২৩" মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাত সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে একটি গুরুত্বপূর্ণ সহায়িকা হিসেবে কাজ করবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

এ প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও সাধুবাদ জানাই।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(ধীরেন্দ্র দেবনাথ শম্ভু, এমপি)

ড. নাহিদ রশীদ
সচিব
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ্য কন্যা শেখ হাসিনার দূরদর্শী ও প্রাজ্ঞ নেতৃত্বে স্মার্ট বাংলাদেশ-২০৪১ বিনির্মাণে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলছে। এ মন্ত্রণালয়ের লক্ষ্য বাস্তবায়নে উন্নয়ন কার্যক্রম তুলে ধরার নিমিত্ত বার্ষিক সংকলন/প্রতিবেদন প্রকাশের উদ্যোগ অত্যন্ত প্রশংসনীয় এবং সময়োপযোগী।

দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন নির্ভর করে দেশীয় সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহারের উপর। আর সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করে সুস্থ-সবল জনগোষ্ঠি। সুস্থ-সবল জাতিসত্ত্বা গঠনের মূল উপাদান হচ্ছে সুষম মাত্রায় প্রাণিজ প্রোটিন গ্রহণ। নদীমাতৃক বাংলাদেশে রয়েছে বিভিন্ন প্রজাতির সুস্বাদু মাছ। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে মোট মৎস্য উৎপাদন হয়েছে ৪৭.৫৯ লক্ষ মে.টন এবং মাথাপিছু দৈনিক মাছ গ্রহণের পরিমাণ ৬৭.৮০ গ্রাম। দেশের মোট জিডিপিতে মৎস্য খাতের অবদান ২.৪৩ শতাংশ যা কৃষিজ জিডিপি'র ২২.১৪ শতাংশ। বাংলাদেশ বিশ্বে ইলিশ আহরণে ১ম, অভ্যন্তরীন মুক্ত জলাশয়ে মাছ আহরণে ৩য়, তেলাপিয়া উৎপাদনে ৪র্থ, বদ্ধ জলাশয়ে চাষকৃত মাছ উৎপাদনে ৫ম এবং সামুদ্রিক ও উপকূলীয় ক্রাস্টাসিয়া আহরণে ৮ম অবস্থানে রয়েছে। দেশের ১৪ লক্ষ নারীসহ প্রায় ১২ শতাংশ লোক মৎস্য সেক্টরে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জীবিকা নির্বাহ করে। ইউরোপীয় ইউনিয়ন, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য ও জাপানসহ বিশ্বের ৫২টি দেশে মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানি করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা রেখেছে মৎস্য সেক্টর। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ৬৯.৮৮ হাজার মে.টন মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানির মাধ্যমে ৪৭৯০ কোটি টাকার সমপরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা আয়/অর্জন করে। জিআই পণ্য হিসেবে খ্যাত ইলিশ বিশ্বের সুস্বাদু মাছের মধ্যে অন্যতম এবং উহাতে রয়েছে কোলেস্টেরল প্রতিরোধক উপাদান ওমেগা-৩ ফ্যাটি এসিড। জিডিপি'তে ইলিশের অবদান ১% এর বেশি এবং মোট উৎপাদিত মাছের প্রায় ১২%। ইলিশ উৎপাদনে বাংলাদেশ রোল মডেল এবং পৃথিবীর প্রায় দুই-তৃতীয়াংশের অধিক ইলিশ আহরণকারী বাংলাদেশ ইলিশের দেশ হিসেবে খ্যাত।

অপরদিকে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের জিডিপি'তে স্থিরমূল্যে প্রাণিসম্পদ খাতের অবদান ১.৮৫%, প্রবৃদ্ধির হার ৩.২৩% ও চলতি মূল্যে জিডিপি'র আকার ৭৩,৫৭১ কোটি টাকা। কৃষিজ জিডিপি'তে প্রাণিসম্পদ খাতের অবদান ১৬.৫২% (বিবিএস, ২০২৩)। প্রাণিজ প্রোটিনের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস্য হচ্ছে প্রাণিসম্পদ খাত (গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া, হাঁস, মুরগি এবং কবুতরসহ নানা জাতীয় পাখি ইত্যাদি)। এছাড়াও দুধ, ডিম, পনির, ছানা ও দুগ্ধজাত বিভিন্ন দ্রব্য প্রাণিসম্পদ খাতের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। প্রাগৈতিহাসিকযুগ থেকে মঙ্গলগ্রহ আবিষ্কারে সক্ষম বর্তমান আধুনিক সভ্যতার চরম উৎকর্ষ সাধনে বিকাশমান কম্পিউটার যুগেও আমিষের (প্রোটিনের) অবদানকে অস্বীকার করার সাধ্য কারো নেই। মেধা বিকাশ, উর্বর মস্তিষ্ক গঠন, খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা অর্জন, বেকার সমস্যার সমাধান, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দারিদ্র্য দূরীকরণ, নারীর ক্ষমতায়ন, গ্রামীণ অর্থনীতি সচল রাখা, রপ্তানি বাণিজ্য সম্প্রসারণ, দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও উন্নয়ন ইত্যাদি বাস্তবতা অনুধাবন করেই বর্তমান সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতের উন্নয়নে গুরুত্বারোপ করেছেন। এ উন্নয়নের অন্যতম অংশীদার হলো মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়। মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রী জনাব শ ম রেজাউল করিম এমপি এ মন্ত্রণালয়ের অধিনস্ত অধিদপ্তর, পরিদপ্তর ও সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহে নিয়োজিত কর্মচারীদের নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালনে সার্বক্ষণিক উৎসাহ দিয়ে যাচ্ছেন। এরই ধারাবাহিকতায়, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদের উন্নয়নে ব্যাপক প্রচার-প্রচারণার মাধ্যমে দেশের সাধারণ মানুষের মধ্যে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদের উন্নয়নে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। আমি আশা করি এ প্রকাশনা মৎস্য ও প্রাণিসম্পদের উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে এবং দেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে অগ্রণী ভূমিকা রাখবে।

বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

(ড. নাহিদ রশীদ)

সূচিপত্র

০১.	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	০১-১৬
০২.	মৎস্য অধিদপ্তর	১৭-৩৬
০৩.	প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর	৩৭-৬২
০৪.	বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট	৬৩-৮২
০৫.	বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট	৮৩-১০২
০৬.	বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন	১০৩-১২২
০৭.	বাংলাদেশ মেরিন ফিশারিজ একাডেমি	১২৩-১৩০
০৮.	বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিল	১৩১-১৪০
০৯.	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর	১৪১-১৫৪

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
(www.mofl.gov.bd)

১. ভূমিকা:

দেশের ক্রমবর্ধমান জনগোষ্ঠীর খাদ্য ও পুষ্টি চাহিদা তথা প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন সর্বোপরি আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অবদান অনস্বীকার্য। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় মৎস্য, গবাদিপশু, হাঁস-মুরগি ও দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধিসহ এদের সংরক্ষণ, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও জাত উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। ক্ষুধা, দারিদ্র্যমুক্ত সোনার বাংলা বিনির্মাণের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্বে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে।

রূপকল্প (Vision):

সকলের জন্য নিরাপদ, পর্যাপ্ত ও মানসম্মত প্রাণিজ আমিষ নিশ্চিতকরণ।

অভিলক্ষ্য (Mision):

মৎস্য ও প্রাণিজ পণ্যের উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং মূল্য সংযোজনের মাধ্যমে প্রাণিজ আমিষের চাহিদাপূরণ।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য (Aim and Objectives):

- টেকসই সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মৎস্য সম্পদের উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি;
- আইন-বিধিমালা প্রণয়ন, মানবসম্পদ উন্নয়ন ও মুজিব বর্ষ উপলক্ষ্যে জনহিতকর কার্যক্রম গ্রহণ;
- নিরাপদ মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য এবং প্রাণী ও প্রাণিজাত পণ্য অভ্যন্তরীণ বাজারে বিপণন ও রপ্তানিতে সহায়তা;
- গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি।

প্রধান কার্যাবলী (Main Functions):

- আমিষে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনে মাছ, মাংস, দুধ ও ডিমের উৎপাদন বৃদ্ধি করা;
- গবাদিপশু-পাখির কৃত্রিম প্রজনন সম্প্রসারণ;
- মৎস্য, গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ;
- মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ সংক্রান্ত আইন, বিধিমালা ও নীতিমালা প্রণয়ন, হালনাগাদকরণ ও বাস্তবায়ন;

- মৎস্য, গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির কৌলিতাত্ত্বিক গুণাগুণ সংরক্ষণ ও জাত উন্নয়ন;
- দুগ্ধ ও গবাদিপশু এবং হাঁস-মুরগির খামার ব্যবস্থাপনা, মৎস্য ও পশুজাত পণ্যের রপ্তানি ও মান নিয়ন্ত্রণ;
- মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উন্নয়নে সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা, গবেষণা কার্যক্রম ও মানবসম্পদ উন্নয়ন;
- অভ্যন্তরীণ, উপকূলীয় ও সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা;
- মৎস্য, গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির পুষ্টি উন্নয়ন ।

সাংগঠনিক কাঠামো:

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের বিদ্যমান সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী এখানে ০৬ টি অনুবিভাগ রয়েছে । অনুবিভাগগুলো হচ্ছে ১. প্রশাসন, ২. মৎস্য, ৩. প্রাণিসম্পদ, ৪. সমন্বয় ও আইসিটি, ৫. ব্লু-ইকোনমি, ৬. পরিকল্পনা । ০৬ (ছয়) টি অনুবিভাগের অধীনে বর্তমানে ১১টি অধিশাখা ও ২৯টি শাখা রয়েছে । মন্ত্রণালয়ের অনুমোদিত মোট জনবল ১৭১ ।

০১. জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০২২ উদ্‌যাপন:

'নিরাপদ মাছে ভরবো দেশ, বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ' এই শ্লোগানকে সামনে রেখে ২৩-২৯ জুলাই, ২০২২ পর্যন্ত দেশব্যাপী জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০২২ উদ্‌যাপিত হয় । ২৩ জুলাই ২০২২ তারিখে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী শ ম রেজাউল করিম, এমপি'র নেতৃত্বে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এবং আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ, মৎস্যচাষি, মৎস্যজীবীদের অংশগ্রহণে মানিক মিয়া এভিনিউতে বর্ণাঢ্য সড়ক র‍্যালি এবং একই দিন হাতিরঝিলে একটি বর্ণাঢ্য নৌ-র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয় । ২৪ জুলাই ২০২২ তারিখে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, এমপি জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০২২-এর শুভ উদ্বোধন (ভার্চুয়ালি) ঘোষণা করেন ।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব শ ম রেজাউল করিম এমপি, পবিত্র রমজান উপলক্ষ্যে ঢাকা মহানগরীতে সুলভ মূল্যে দুধ, ডিম ও মাংস বিক্রয় কার্যক্রম উদ্বোধন করেন

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে কৃষি মন্ত্রী উপস্থিত ছিলেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মৎস্য ক্ষেত্রে অবদানের জন্য ০৩ জন ব্যক্তি ও ১৮টি প্রতিষ্ঠানকে মৎস্য পদক প্রদান করা হয়। জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ উপলক্ষ্যে ২৫ জুলাই, ২০২২ তারিখে মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক বঙ্গভবনস্থ পুকুরে মাছের পোনা অবমুক্ত করা হয়।

০২. দেশব্যাপী প্রাণিসম্পদ সেবা সপ্তাহ পালনঃ

'স্মার্ট লাইভস্টক, স্মার্ট বাংলাদেশ' শিরোনামকে প্রতিপাদ্য করে দেশের প্রাণিসম্পদ খাতের সবচেয়ে বড় আয়োজন 'প্রাণিসম্পদ সেবা সপ্তাহ ও প্রদর্শনী-২০২৩' গত ২৫ ফেব্রুয়ারি থেকে ১ মার্চ ২০২৩ দেশব্যাপী পালন করা হয়। প্রাণিসম্পদের উন্নয়নে ব্যবহৃত বিভিন্ন প্রযুক্তি, ঔষধ সামগ্রী, টিকা, প্রাণীজাত পণ্য উৎপাদন ও সংরক্ষণ সরঞ্জাম, মোড়কজাত পণ্য, বাজারজাতকরণ প্রযুক্তি ইত্যাদির স্টল প্রদর্শনীতে স্থান পায়। প্রাণিসম্পদ সেবা সপ্তাহের অংশ হিসেবে ৪৬,৪২১টি পশুপাখিকে টিকা প্রদান এবং ৫৫,৯৭৬টি প্রাণিকে কৃমিনাশক ঔষধ খাওয়ানো হয়। এ সময়ে ৬৭,৬৯৯ জন খামারি বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ সেবা গ্রহণ করেছেন। তাছাড়া প্রদর্শনীতে প্রায় নয় কোটি টাকার প্রাণিজাত পণ্য বেচাকেনা হয়।

০৩. বিশ্ব দুগ্ধ দিবস উদ্‌যাপন ও ডেইরি আইকন সেলিব্রেশনঃ

গবাদিপশুর জাত উন্নয়নের মাধ্যমে দুধ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন, দুধ ও দুগ্ধজাত পণ্যের বাজার ব্যবস্থা জোরদারকরণ, দুগ্ধ জাতীয় পণ্যের মাননিয়ন্ত্রণসহ দুধ পানের অভ্যাস গড়ে তোলার লক্ষ্যে 'টেকসই দুগ্ধ শিল্প, সুস্থ মানুষ, সবুজ পৃথিবী' প্রতিপাদ্যে গত ১ জুন ২০২৩ তারিখে দেশব্যাপী দুগ্ধ দিবস উদযাপন করা হয়েছে। দিবস উপলক্ষ্যে ঢাকার এগারটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে স্কুল মিল্ক ফিডিং কার্যক্রম পরিচালনা এবং দেশের ডেইরি শিল্পের বিকাশ ও দুগ্ধ উৎপাদনে অবদানের জন্য ৪১ জন ডেইরি আইকনকে পুরস্কার ও সম্মাননা প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আ.ক.ম মোজাম্মেল হক, এমপি।

মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আ.ক.ম মোজাম্মেল হক, এমপি
বিশ্ব দুগ্ধ দিবস উপলক্ষ্যে ডেইরি আইকন সেলিব্রেশন ও সম্মাননা প্রদান করছেন

০৪. "জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ-২০২৩" উদ্‌যাপন:

০১-০৭ এপ্রিল ২০২৩ পর্যন্ত "করলে জাটকা সংরক্ষণ-বাড়বে ইলিশের উৎপাদন" এই শ্লোগানকে সামনে রেখে জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ-২০২৩ উদ্‌যাপিত হয়েছে। পিরোজপুর জেলার পিরোজপুর সদর উপজেলায় জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ-২০২৩ এর শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠান ও নৌর‍্যালী অনুষ্ঠিত হয়। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব শ ম রেজাউল করিম এমপি ৩০ মার্চ, ২০২৩ তারিখ সংবাদ সম্মেলন করেন। সংবাদ সম্মেলনে জাটকা রক্ষার গুরুত্বসহ জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ-২০২৩ এর কর্মসূচি দেশবাসীকে অবহিত করেন। জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ-২০২৩ উপলক্ষ্যে সারা দেশে মাছ বাজার ও আড়তে মোবাইল কোর্ট ও অভিযান পরিচালনা করা হয়। এছাড়া দেশের বহুল প্রচারিত দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয় এবং প্রচারণার অংশ হিসেবে সপ্তাহব্যাপি সরকারি-বেসরকারি টেলিভিশনে বিজ্ঞাপন, স্ক্রল, সংবাদ, বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান প্রচার করা হয়।

০৫. প্রধান প্রজনন মৌসুমে মা-ইলিশ রক্ষা কার্যক্রম:

- ইলিশের প্রধান প্রজনন মৌসুমে ইলিশের ডিম ছাড়া নির্বিঘ্ন করতে প্রতিবছরের ন্যায় ২০২২ সালেও ০৭-২৮ অক্টোবর, ২০২২ খ্রি. পর্যন্ত মোট ২২ দিন সারাদেশে ইলিশ আহরণ, পরিবহণ, মজুদ, ক্রয়-বিক্রয়, বাজারজাতকরণ বন্ধে জনসচেতনতা সৃষ্টি, মোবাইল কোর্ট ও অভিযান পরিচালিত হয়েছে।
- 'মা ইলিশ সংরক্ষণ অভিযান-২০২২' এর আওতায় মোট ২,০৬২টি মোবাইল কোর্ট ও ১০,৮২১টি অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে। এ সকল মোবাইল কোর্ট ও অভিযানের মাধ্যমে ৩১.৪১ মেট্রিক টন ইলিশ জব্দ, ৯১৯.৮৫ লক্ষ মিটার জাল আটক, ২,৯০৮টি মামলা দায়ের, ৪৭.৩২ লক্ষ টাকা জরিমানা আদায় এবং ২,১০৭ জনকে জেল প্রদান করা হয়েছে।
- প্রধান প্রজনন মৌসুমে ৩৭ জেলার ১৫৫ উপজেলায় মা ইলিশ আহরণে বিরত ৫,৫৪,৮৮৭টি জেলে পরিবারকে ২৫ কেজি হারে ১৩,৮৭২.১৮ মেট্রিক টন চাল প্রদান করা হয়।

০৬. জাটকা সংরক্ষণ কার্যক্রম:

- ২০২২-২৩ অর্থবছরে জাটকা সংরক্ষণ কার্যক্রমের আওতায় নভেম্বর/২২ হতে জুন/২৩ পর্যন্ত ২,০৪১ টি মোবাইল কোর্ট ও ১৩,১৬০টি অভিযান পরিচালনার মাধ্যমে ৩৮৯.৯১ মেট্রিক টন জাটকা, ৮৯০ লক্ষ মিটার কারেন্ট জাল জব্দ এবং ১,৩৭৬টি মামলা দায়ের করার মাধ্যমে ৭১.৪৬ লক্ষ টাকা জরিমানা ও ৫৮৫ জনকে জেল প্রদান করা হয়েছে এবং জব্দকৃত মালামাল নিলামে বিক্রির মাধ্যমে ৭১.৪৬ লক্ষ টাকা সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করা হয়েছে;
- জাটকা আহরণে বিরত জেলেদের মানবিক সহায়তা কর্মসূচীর আওতায় ফেব্রুয়ারি-মে/২০২৩ চার মাস ৩,৬০,৮৬৯ টি জেলে পরিবারকে প্রতি মাসে ৪০ কেজি হারে মোট ৫৭,৭৩৯.০ মেট্রিক টন চাল প্রদান করা হয়েছে।

০৭. সুনীল অর্থনীতিতে মৎস্য খাত:

সুনীল অর্থনীতির বিকাশে সমুদ্রে প্রচলিত ও অপ্রচলিত মৎস্য সম্পদ অনুসন্ধান, সংরক্ষণ ও টেকসই আহরণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদি সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ উন্নয়ন কর্মকৌশল প্রণয়ন ও তা এসডিজির সাথে সমন্বয় করে হালনাগাদ করা হয়েছে। সামুদ্রিক মৎসের টেকসই আহরণ ও ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে সামুদ্রিক মৎস্য আইন ২০২০ ও সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ নীতিমালা ২০২২ প্রণয়ন করা হয়েছে। উপকূলীয় ও সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে 'সাসটেইনেবল কোস্টাল এন্ড মেরিন ফিসারিজ' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় বাংলাদেশের সমুদ্রসীমায় মনিটরিং, কন্ট্রোল ও সার্ভিল্যান্স জোরদারকরণে বঙ্গবন্ধু-১ স্যাটেলাইটের ব্যান্ডউইথ ব্যবহার করে ভেসেল মনিটরিং সিস্টেম প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এ জন্য চট্টগ্রামে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে জয়েন্ট মনিটরিং সেন্টার। এ পর্যন্ত ১০ হাজার আর্টিসানাল মৎস্য নৌযান ও ৫টি বাণিজ্যিক মৎস্য নৌযান প্রযুক্তিভিত্তিক ভেসেল মনিটরিং সিস্টেমের আওতায় আনা হয়েছে। সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদের টেকসই ব্যবহার এবং ব্যবস্থাপনাসহ সামগ্রিক পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং ভবিষ্যত নীতি নির্ধারণে তৈরি করা হচ্ছে মেরিন স্পেশাল প্যানিং, যা সামুদ্রিক মৎস্য খাতে একটি মাইলফলক হিসেবে কাজ করবে। সুনীল অর্থনীতির সম্ভাবনা কাজে লাগাতে 'গভীর সমুদ্রে টুনা ও সমজাতীয় পেলাজিক মাছ আহরণে পাইলট প্রকল্প' বাস্তবায়ন করা হচ্ছে যা সুনীল অর্থনীতিতে নতুন মাত্রা সংযোজনের পাশাপাশি দেশের খাদ্য নিরাপত্তায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে। তাছাড়া ইতোমধ্যে বাংলাদেশ Indian Ocean Tuna Commission (IOTC)- এর সদস্যপদ অর্জন করেছে। সামুদ্রিক মাছের মজুদ নিরূপণে মৎস্য গবেষণা ও জরিপ জাহাজ 'আর ভি মীন সন্ধানী' বঙ্গোপসাগরে ৩৮টি সার্ভে ক্রুজ পরিচালনা করেছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে সামুদ্রিক মাছের উৎপাদন ৬.৮১ লাখ মেট্রিক টন যা ২০১০-১১ অর্থবছরে মোট উৎপাদনের (৫.৪৬ লাখ মেট্রিক টন) চেয়ে ২৪.৭২ শতাংশ বেশি।

০৮. নিহত/নিখোঁজ ও স্থায়ীভাবে অক্ষম মৎস্যজীবীদের আর্থিক সহায়তা প্রদান:

'নিহত/নিখোঁজ জেলে পরিবার বা স্থায়ীভাবে অক্ষম জেলেদের আর্থিক সহায়তা প্রদান নীতিমালা-২০১৯' এর আলোকে ২০২২-২৩ আর্থিক সালে নিহত জেলেদের ৩৫টি পরিবারকে মোট ১৭.৫০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।

০৯. মৎস্য গবেষণা সংক্রান্ত কার্যক্রম:

- বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনিস্টিটিউট বিলুপ্তপ্রায় প্রজাতিসহ দেশীয় মাছের জিনপুল সংরক্ষণ ও মৎস্য জীববৈচিত্র রক্ষার গবেষণা কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। ইতোমধ্যে ৩৯টি বিপন্ন দেশীয় প্রজাতির মাছের কৃত্রিম প্রজনন ও চাষাবাদ কৌশল উদ্ভাবন করেছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে পিয়ালী, দাতিনা মাছের কৃত্রিম প্রজনন ও নার্সারি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছে। ফলে নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগসহ আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতি হয়েছে। তাছাড়া ইনস্টিটিউট বলেশ্বর ও বলেশ্বর নদীর মোহনায় ইলিশ মাছের নতুন প্রজননক্ষেত্র চিহ্নিতকরণ করেছে।
- ইনস্টিটিউটে স্থাপিত লাইভ জিন ব্যাংকে বর্তমানে বিলুপ্তপ্রায় ১১০ প্রজাতির মাছ সংরক্ষিত আছে। অতি আহরণ, পরিবেশগত বিপর্যয় ও অন্য যে কোন কারণে প্রকৃতিতে কোন মাছ হারিয়ে গেলে কিংবা হারিয়ে যাওয়ার উপক্রম হলে জিন ব্যাংকের মাছকে হ্যাচারিতে কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে পোনা উৎপাদন করে দেশব্যাপী পোনা ছড়িয়ে দেয়া হবে।

১০. বিশ্ব ডিম দিবস উদ্‌যাপন:

প্রতি বছরের ন্যায় এবারও গত ১৪ অক্টোবর, ২০২২ তারিখে 'প্রতিদিন একটি ডিম, পুষ্টিময় সারাদিন' এ প্রতিপাদ্য নিয়ে অন্যান্য বছরের ন্যায় এবারও ১৪ অক্টোবর ২০২২ তারিখ বিশ্ব ডিম দিবস উদ্‌যাপন করা হয়। প্রাণিজ আমিষের চাহিদাপূরণ, সুস্থ, সবল ও মেধাবী জাতি গঠনে ডিমের প্রয়োজনীয়তা সর্ম্পকে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর দেশব্যাপী ডিম দিবস পালন করে আসছে।

১১. স্কুল মিল্ক ফিডিং:

নিরাপদ ও পুষ্টিকর দুগ্ধজাত পণ্য গ্রহণে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় দেশের ৩০০টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদেরকে বছরব্যাপী তরল দুধ পান করানোর কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।

১২. পবিত্র রমজান মাস উপলক্ষ্যে সুলভ মূল্যে দুধ, ডিম ও মাংস বিক্রি:

- পবিত্র রমজান মাস উপলক্ষ্যে নিম্ন আয়ের মানুষের নিরাপদ প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণ ও দ্রব্যমূল্য সহনীয় রাখার লক্ষ্যে ঢাকা মহানগরীর ২০টি স্থানে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর ভ্রাম্যমাণ বিক্রয় কেন্দ্রের মাধ্যমে সুলভ মূল্যে দুধ, ডিম ও মাংস সরবরাহ করেছে। প্রতি লিটার দুধ ৮০ টাকা, প্রতি কেজি গরুর মাংস ৬৪০ টাকা, খাসীর মাংস ৯৪০ টাকা, ড্রেসড ব্রয়লার ৩০০ টাকা এবং ডিম প্রতিটি প্রায় ৯ টাকা মূল্যে গত ২৩/০৩/০২০২৩ থেকে ২০/০৪/২০২৩ তারিখ পর্যন্ত মোট ২৯ দিনে ৭৭,০৩৫ লিটার দুধ, ৪৭,৫২০ কেজি গরুর মাংস, ১,৮২৫ কেজি খাসীর মাংস, ১৬,৮৫৫ কেজি ড্রেসড ব্রয়লার এবং ৭,৫১,১৫২ টি ডিম ভোক্তাগণের নিকট সরবরাহ করা হয়েছে। উক্ত কার্যক্রমের আওতায় মোট ২,২৯,৬৬৫ জন ভোক্তা সাকুল্যে ৫.০৭ কোটি টাকার প্রাণিজ পণ্য সুলভ মূল্যে ক্রয় করতে পেরেছেন।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব শ ম রেজাউল করিম, এমপি
পবিত্র রমজান উপলক্ষ্যে ঢাকা মহানগরীতে সুলভ মূল্যে দুধ, ডিম ও মাংস বিক্রয় কার্যক্রম উদ্বোধন করেন

ক্রঃ নং	সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির ধরন	প্রতিবেদনাধীন বছর (২০২২-২৩)		পূর্ববর্তী বছর (২০২১-২২)	
		সুবিধাভোগী ব্যক্তি/পরিবার প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	আর্থিক সংশ্লেষ (লক্ষ টাকায়)	সুবিধাভোগী ব্যক্তি/পরিবার প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	আর্থিক সংশ্লেষ (লক্ষ টাকায়)
১	২	৩	৪	৫	৬
০১	মা ইলিশ আহরণে বিরত মৎস্যজীবীদের ভিজিএফ এর আওতায় খাদ্যশস্য বিতরণ	৫,৫৪,৮৮৭টি পরিবার	৬৯০১.১৬	৫,৫৫,৯৪৪টি পরিবার	৫২৫৪.৭৪
০২	জাটকা আহরণে বিরত মৎস্যজীবীদের ভিজিএফ এর আওতায় খাদ্যশস্য বিতরণ	৩,৬০,৮৬৯টি পরিবার	২৮,৭২৪.১৪	৩,৯০,৭০০টি পরিবার	২৭৯৪৯.৮৫
০৩	৬৫ দিন সমুদ্রে মৎস্য আহরণ নিষিদ্ধকালীন সময়ে উপকূলীয় এবং চট্টগ্রাম মহানগরীর মৎস্যজীবীদের ভিজিএফ এর আওতায় খাদ্যশস্য বিতরণ	৩,১১,০৬২টি পরিবার	১৩,৩০৬.৮২	২,৯৯,১৩৫টি পরিবার	১২,১৫৭.৮৪
০৪	কাপ্তাই হ্রদে মৎস্য আহরণ নিষিদ্ধকালীন কাপ্তাই হ্রদ তীরবর্তী মৎস্যজীবীদের ভিজিএফ এর আওতায় খাদ্যশস্য প্রদান	২৬,৪৫৯টি পরিবার	৭৭৪.৭৯	২৫,০৩১টি পরিবার	৯৪৬.৩৬
০৫	ইলিশ সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা প্রকল্প এর আওতায় জাল বিতরণ ও জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে উপকরণ সহায়তা প্রদান	৮,৪৬৫ জন	২১০১.০০	২,৪০৪ জন	৫৭৫.৬৬
০৬	প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প	৫৪,৪৩৯ জন	৩৫৫৯.০০	-	-
০৭	উপকূলীয় চরাঞ্চলে সমন্বিত প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প	২৩,৩৩৪ জন	৫০৩৪.০০	৮,২০০ জন	২০৫০.৩৩
০৮	সমতল ভূমিতে বসবাসরত অনগ্রসর ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠির আর্থ-সামাজিক ও জীবন মানোন্নয়নের লক্ষ্যে সমন্বিত প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প	৮৫,১১০ জন	৬৭৪২.৯৭	৭,৯৭৫ জন	৩১৯৯.৪৯
০৯	দেশীয় প্রজাতির মাছ এবং শামুক সংরক্ষণ ও উন্নয়ন প্রকল্প এর আওতায় বিকল্প আয়বর্ধনমূলক কার্যক্রমে উপকরণ সহায়তা	৮,০৯৫ জন	১৩৫৬.৪০	১,০০০ জন	২০২.৪৫
১০	পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে মৎস্যসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প এর আওতায় বিকল্প আয়বর্ধনমূলক কার্যক্রমে উপকরণ সহায়তা	২৫০টি পরিবার	৫০.০০	১৭৫টি পরিবার	৩৫.০০

ক্রঃ নং	সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির ধরন	প্রতিবেদনাধীন বছর (২০২২-২৩)		পূর্ববর্তী বছর (২০২১-২২)	
		সুবিধাভোগী ব্যক্তি/পরিবার প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	আর্থিক সংশ্লেষ (লক্ষ টাকায়)	সুবিধাভোগী ব্যক্তি/পরিবার প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	আর্থিক সংশ্লেষ (লক্ষ টাকায়)
১	২	৩	৪	৫	৬
১১	হাওর অঞ্চলে সমন্বিত প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প	২৫২৭ জন	২৭৮০.০০	৩৯০ জন	৪৩০.০০
১২	উত্তরাঞ্চলের সীমান্তবর্তী সুবিধাবঞ্চিত ৮৬টি এলাকা ও নদীবিধৌত চরাঞ্চলে সমন্বিত প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প	২৬৫৮ জন	৫২২.৫২	২৬২৩ জন	৩৫১.৬৫
১৩	ক্লাইমেট স্মার্ট এগ্রিকালচার এন্ড ওয়াটার ম্যানেজম্যান্ট প্রজেক্ট এর আওতায় এআইজিএ উপকরণ সহায়তা প্রদান	১০০ জন	২৫.০০	--	--
	মোট ১৩টি কর্মসূচি	**১,৮৪,৭২৮ জন ১২,৫৩,৫২৭টি পরিবার**	**৭১,৮৭৭.৮০**	**২২,৫৯২ জন ১২,৭০,৯৮৫টি পরিবার**	**৫৩,১৫৩.৩৭**

বিকল্প কর্মসংস্থানের নিমিত্ত উপকরণ বিতরণ হিসেবে সুফলভোগীদের মাঝে ভেড়া বিতরণ

আইন ও বিধি প্রণয়ন:

বাংলাদেশ জাতীয় চিড়িয়াখানা আইন, ২০২৩ এবং ডেইরি ডেভেলপমেন্ট বোর্ড আইন, ২০২৩ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের চূড়ান্ত অনুমোদন এবং মহামান্য রাষ্ট্রপতির সুপারিশ গ্রহণপূর্বক জাতীয় সংসদে প্রেরণ করা হয়েছে। তাছাড়া সামুদ্রিক মৎস্য বিধিমালা, ২০২৩; প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের ৯ম ও তদুর্ধ্ব গ্রেডভুক্ত কর্মকর্তাগণের বদলি/পদায়ন নীতিমালা, ২০২২; জাতীয় প্রাণিসম্পদ পদক নীতিমালা, ২০২২; সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ নীতিমালা, ২০২২; সামুদ্রিক মৎস্য ব্যবস্থাপনা ও আহরণ সংক্রান্ত কারিগরি নির্দেশমালা, ২০২৩ গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়েছে।

২০২২-২৩ অর্থবছরে ব্যাপক উদ্যোগ ও ঐকান্তিক কর্ম প্রচেষ্টার ফলে এ সকল আইন, নীতিমালা ও নির্দেশিকা চূড়ান্ত রূপ লাভ করেছে। এ সকল আইন, নীতিমালা ও নির্দেশিকা অনুসৃত হলে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতে অধিকতর সুশাসন নিশ্চিত হবে এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদের উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে।

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ):

সরকারের ঘোষিত নীতি ও কর্মসূচীর অধীনে সরকারি কর্মকান্ডে স্বচ্ছতা, দায়বদ্ধতা এবং সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ২০১৪-২০১৫ অর্থবছর হতে সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি চালু করা হয়। রূপকল্প (Vision) এবং অভীলক্ষ্য (Mission) বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে মোট ০৫টি কৌশলগত উদ্দেশ্যের ২৪টি কার্যক্রম ও ৪৩টি সূচক এবং আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্য অংশে জাতীয় শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা, ইগভর্নেন্স ও ইনোভেশন, অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা কর্মপরিকল্পনা, সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি কর্মপরিকল্পনা এবং তথ্য অধিকার কর্মপরিকল্পনা অন্তর্ভূক্ত ছিল। রূপকল্প ২০৪১, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) ২০৩০, অষ্টম পঞ্চ-বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা (২০২১-২০২৫) এবং সরকারের সার্বিক উন্নয়ন অগ্রাধিকারের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এ মন্ত্রণালয় এবং আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থা বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করছে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা অনুসারে নিয়মিতভাবে কর্মসম্পাদনসহ অগ্রগতি প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হচ্ছে।

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি):

২০১৫ সনের ২৫ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৭০ তম অধিবেশনে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট "২০৩০ এজেন্ডা" গৃহিত হয়। জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন, কৃষি ও শিল্পের উন্নয়নসহ এর যথাযথ ব্যবহার, অতিদারিদ্র্যসহ সব ধরনের দ্রারিদ্র্যের অবসান ঘটানো ছাড়াও বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার সমাধানই ছিল এ এজেন্ডার মূল লক্ষ্য। পরিকল্পনা কমিশন হতে ২০১৮ সালে প্রকাশিত এসডিজি Mapping সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগের মতামতের আলোকে ২০২১ সালে তা সংশোধন করা হয়। সংশোধিত Mapping অনুযায়ী এ মন্ত্রণালয় ১২টি অভীষ্টের বিপরীতে ০৭টি লক্ষ্যমাত্রায় Lead, ০৩টিতে Co-lead এবং ৩০টিতে Associate হিসেবে অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। SDG-এর কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের জন্য অতিরিক্ত সচিব (প্রাণিসম্পদ-২ অনুবিভাগ) কে ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা এবং যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা-১ অধিশাখা) কে বিকল্প ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছে। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট-১৪ (পানির নিচের জীবন) এর লিড মন্ত্রণালয় হিসেবে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ দায়িত্ব পালন করছে। অভীষ্ট-১৪ এর বিষয়ে গত ১৩ আগস্ট ২০২৩ তারিখ বর্তমান অগ্রগতি, চ্যালেঞ্জ ও ভবিষ্যৎ করণীয় সম্পর্কে কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

কর্মশালায় মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব শ ম রেজাউল করিম এমপি প্রধান অতিথি এবং প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এসডিজি বিষয়ক মূখ্য সমন্বয়ক জনাব আখতার হোসেন বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। কর্মশালায় অভীষ্ট-১৪ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, দপ্তর/সংস্থা, উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠান, এনজিও, কাস্টোডিয়ান এজেন্সির প্রতিনিধিগণ অংশগ্রহণ করেন।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সংক্রান্ত কার্যক্রম:

০১. ই-ফাইলিং:

দ্রুততম সময়ে নথি অনুমোদন, নথি ব্যবস্থপনায় স্বচ্ছতা আনয়ন এবং পেপারলেস দপ্তর বিনির্মাণের লক্ষ্যে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সকল শাখায় ই-ফাইলিং সিস্টেম চালু করা হয়েছে। অত্র মন্ত্রণালয়ে ৯০%-এর অধিক কার্যক্রম ই-নথিতে নিষ্পত্তি করা হচ্ছে। ই-নথি: https://www.nothi.gov.bd/

০২. ই-প্রকিউরমেন্ট:

সরকারি ক্রয় কার্যক্রমে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং উন্মুক্ত প্রতিযোগিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় মার্চ/২০১৮ হতে ই-প্রকিউরমেন্ট কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।
ই-প্রকিউরমেন্ট: https://www.eprocure.gov.bd/

০৩. দাপ্তরিক ই-মেইল সিস্টেম ডেভেলপ:

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের নিজস্ব ডোমেইন ওয়েবমেইল সার্ভিস চালু করেছে। ব্যবহারকারী ই-মেইল আইডি তৈরিসহ গ্রুপ মেইল প্রেরণের ব্যবস্থা আছে।
দাপ্তরিক ই-মেইল: https://mail.mofl.gov.bd/

০৪. মাতৃভাষা বাংলায় ডোমেইন চালু:

ইংরেজি ভাষার পাশিপাশি বাংলা ভাষায় ইতোমধ্যে অত্র মন্ত্রণালয়ের ওয়েবপোর্টাল সংযুক্ত করা হয়েছে। ইহা প্রচারের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে আওতাধীন সকল দপ্তর/সংস্থাসহ সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগকে পত্র প্রেরণ করে জানানো হয়েছে। বাংলা ডোমেইন এ মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট: https://মপ্রাম.বাংলা/

০৫. মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ডাটাবেইজ:

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ডাটাবেইজ তথা পিডিএস প্রস্তুত করা হয়েছে। ফলে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের চাকুরি সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্যাদি, চাকুরির ইতিহাস, বিভিন্ন ধরণের ব্যক্তিগত তথ্যাদি, পিআরএল গমনসহ যাবতীয় তথ্যাদি সহজেই সংরক্ষণ ও ব্যবহার করা যাচ্ছে। কর্মকর্তা কর্মচারীদের ডাটাবেইজ ব্যবহার করে খুব সহজে দাপ্তরিক বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভবহচ্ছে।

০৬. উচ্চগতি সম্পন্ন ইন্টারনেট ও নেটওয়ার্কিং সিস্টেম স্থাপন:

ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে উচ্চগতি সম্পন্ন ইন্টারনেট ও নেটওয়ার্কিং সিস্টেম একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় অপটিক্যাল ফাইবারের মাধ্যমে ২৫০ এমবিপিএস ইন্টারনেট সংযোগ গ্রহণ করেছে। সার্ভার, রাউটার এবং ম্যানেজেবল সুইচের মাধ্যমে মন্ত্রণালয় নেটওয়ার্কিং এর আওতায় আনা হয়েছে। মন্ত্রণালয়ের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ-কে দাপ্তরিক কাজে ইন্টারনেট ব্যবহারের সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।

০৭. ওয়েব পোর্টাল ও ওয়েবসাইটে ই-সার্ভিসসমূহ:

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সকল দপ্তর/সংস্থার প্রধান কার্যালয়সহ বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের সকল দপ্তর জাতীয় ওয়েব পোর্টালের সংগে সংযুক্ত হয়েছে। জনগণের সেবা সংক্রান্ত তথ্যাদি, সুশাসন সংক্রান্ত তথ্যাদি, প্রজ্ঞাপন, অফিস আদেশ, নোটিশ, আইন, বিধি ও নীতিমালা, বিভিন্ন ফরমসহ প্রয়োজনীয় তথ্যাদি ওয়েব পোর্টালে আপলোড করা হচ্ছে এবং তা নিয়মিত হালনাগাদ করা হচ্ছে।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের ওয়েব পোর্টাল:
https://mofl.gov.bd/ অথবা https://মপ্রাম.বাংলা/

08. DIGITAL MoFL:

মন্ত্রণালয়ের দাপ্তরিক কার্যক্রম সুষ্ঠু ও সঠিক সময়ে সম্পন্ন করার জন্য বিভিন্ন তথ্যের প্রয়োজন হয়। সকল তথ্য একই প্ল্যাটফর্মে পাওয়া যায় না। মোবাইল অ্যাপস এবং সার্ভিসগুলোর লিংক খুজে পেতে অনেক সমস্যা হয় এবং অনেকক্ষেত্রে পাওয়া যায় না। ফলশ্রুতিতে মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কম্পিউটারে আলাদা আলাদাভাবে বুকমার্ক করে দিতে হয়। অত্র মন্ত্রণালয়ের সকল ডিজিটাল সেবাসমূহ একত্রে না থাকায় মন্ত্রণালয়ের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ নাগরিকদের ভোগান্তি পোহাতে হয়। ক্ষেত্রবিশেষে আইসিটি পার্সনালদের সহযোগিতা প্রয়োজন হয়। ফলে অনেক সময়ক্ষেপণ হয় এবং দাপ্তরিক কাজ বিঘ্নিত হয়। সকল সার্ভিসসহ নাগরিক সেবার তথ্য, মোবাইল অ্যাপস এবং দাপ্তরিক কাজে ব্যবহৃত সকল ওয়েব পোর্টালগুলো বুকমার্ক হিসেবে এক প্ল্যাটফর্মে নিয়ে আসার জন্য এই উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

০৯. ফোকাল পয়েন্ট ডাটাবেজ:

ফোকাল পয়েন্ট তালিকা হালনাগাদ করার জন্য এবং নতুন ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তার তালিকা সন্নিবেশ করার জন্য মৎস্য ও প্রানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ে ফোকাল পয়েন্ট এন্ট্রি নামক নতুন একটি ডিজিটাল সেবা চালু করা হয়েছে। ফলে ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তার তথ্য সহজেই সন্নিবেশ এবং হালনাগাদ করা যাচ্ছে।

১০. ফেসবুক পেইজ:

জনগণের সাথে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপনের লক্ষে সোস্যাল মিডিয়ার কার্যকর ব্যবহারের মাধ্যমে সেবা উদ্ভাবন প্রক্রিয়ার বিষয়ে মতামত গ্রহণের জন্য ফেসবুক পেইজ খোলা হয়েছে। https://www.facebook.com/moflbd/ এই ঠিকানায় গিয়ে মন্ত্রণালয়ের ফেসবুক পেইজে যুক্ত হওয়া যাবে।

১১. পিআরএল, লামগ্রান্ট, পেনশন ও আনুতোষিক মঞ্জুর:

নির্দিষ্ট চাকরি জীবনের পর সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের প্রাপ্য পিআরএল, লামগ্রান্ট, অবসর সুবিধাসহ আনুতোষিক মঞ্জুরির জন্য সেবা সহজিকরণের মাধ্যমে পেনশন কেস দ্রুত নিস্পত্তির জন্য প্রক্রিয়াটি সম্পুর্ণরূপে অনলাইনে নিস্পত্তি করা আবশ্যক। এতে বয়স্ক সরকারি চাকুরিজীবীদের ভোগান্তি কমবে এবং দ্রুত সেবার পাশাপাশি সরকারি অর্থের সাশ্রয় হবে।

১২. ই-মনিহারি এবং রিকুইজিশন সিস্টেম:

ই-মনিহারি এবং রিকুইজিশন সিস্টেম-এর মাধ্যমে স্টকে বিদ্যমান মনিহারি দ্রব্যের চাহিদা অনলাইনে দাখিল পূর্বক খুব সহজেই পাওয়া যায়। তাছাড়া কর্তৃপক্ষ স্টক দেখে কোন কোন মনিহারি দ্রব্য কী পরিমাণ ক্রয় করা প্রয়োজন তা সহজেই সিদ্ধান্ত নিতে পারে।

১৩. ই-সার্ভিস ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা:

ভিশন ২০৪১ এবং স্মার্ট বাংলাদেশের অগ্রযাত্রাকে সামনে রেখে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় ইতিমধ্যেই 'মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতে ই-সেবা' নামক একটি ইন্টিগ্রেটেড ই-সার্ভিস http://eservices.mofl.gov.bd/ চালু করেছে, যেখানে মন্ত্রণালয়সহ আওতাধীন সকল দপ্তর/সংস্থার সকল সেবা একই স্থান/পোর্টাল হতে পাওয়া যাচ্ছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে তথ্য ও প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় হবে প্রথম ও শতভাগ পেপারলেস অফিস। সেইসাথে কেন্দ্রীয়ভাবে সকল ই-সেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে যাবে এবং ২০৪১-এর মধ্যে স্মার্ট-মৎস্য (SMART Fisheries) এবং স্মার্ট-প্রাণিসম্পদ (SMART Livestock) বাস্তবায়িত হবে।

২০২২-২৩ অর্থবছরে নতুন অনুমোদিত প্রকল্পের তালিকা:

(কোটি টাকায়)

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়ন কাল)	প্রাক্কলিত ব্যয়	২০২২-২৩ অর্থবছরের আরএডিপি-তে বরাদ্দ
মৎস্য অধিদপ্তর			
১.	মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীতব্য উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা যাচাই প্রকল্প (সেপ্টম্বর, ২০২২-জুন,২০২৩)	০.৭৫	০.৭৫

২০২২-২৩ অর্থবছরে (জুন ২০২৩ পর্যন্ত) সমাপ্ত প্রকল্পসমূহের তালিকা:

(কোটি টাকায়)

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়ন কাল)	২০২২-২৩ অর্থ বছরের এডিপিতে বরাদ্দ	২০২২-২৩ অর্থবছরের আরএডিপিতে বরাদ্দ
	মন্ত্রণালয়		
০১.	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতে ই-সেবা কার্যক্রম চালুকরণ (১ম সংশোধিত) (০১-০১-২০১৯ থেকে ৩১-১২-২০২২)	৩.০৬	৩.৩৭
	মৎস্য অধিদপ্তর		
০২.	ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি প্রোগ্রাম-ফেইজ ২ প্রজেক্ট (এনএটিপি-২)-(মৎস্য অধিদপ্তর অঙ্গ) (১ম সংশোধিত) (০১-১০-২০১৫ থেকে ৩০-০৬-২০২৩)	৪৮.৯৯ (জিওবি ২৫.৩৬ ও প্র:সা: ২৩.৬৩)	৩৮.৬২ (জিওবি ১৫.৩৭ ও প:সা: ২৩.২৫)
০৩.	মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীতব্য উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা যাচাই প্রকল্প (০১-০৯-২০২২ থেকে ৩০-০৬-২০২৩)	০.৭৫	০.৭৫
	বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএফআরআই)		
০৪.	সামুদ্রিক মৎস্য গবেষণা জোরদারকরণ ও অবকাঠামো উন্নয়ন (১ম সংশোধিত) (০১-০৭-২০১৭ থেকে ৩১-১২-২০২২)	৫.০০	৫.০০
	প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর		
০৫.	ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি প্রোগ্রাম-ফেইজ ২ প্রজেক্ট (এনএটিপি-২) (প্রাণিসম্পদ অঙ্গ) (১ম সংশোধিত) (০১-১০-২০১৫ থেকে ৩০-০৬-২০২৩)	৮৪.৩৯ (জিওবি ২৯.৮৭ ও প্র:সা: ৫৪.৫২)	৭০.৫৪ (জিওবি ২০.১৬ ও প:সা: ৫০.৩৮)
০৬.	উপকূলীয় চরাঞ্চলে সমন্বিত প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প(০১-০৭-২০১৮ থেকে ৩০-০৬-২০২৩)	৪০.০০	৬০.২১
০৭.	আধুনিক প্রযুক্তিতে গরু হৃষ্টপুষ্টকরণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (০১-০১-২০১৯ থেকে ৩১-১২-২০২২)	১০.৩৯	৯.৯৯
	বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএলআরআই)		
০৮.	ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের জাত সংরক্ষণ ও উন্নয়ন গবেষণা প্রকল্প (০১-০৭-২০১৯ থেকে ৩০-০৬-২০২৩)	১১.০০	৭.৫০

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় ও অধীনস্থ দপ্তর/অধিদপ্তর/সংস্থাসমূহের ২০২২-২৩ অর্থবছরের বাজেট বিবরণী (পরিচালন ও উন্নয়ন):

(লক্ষ টাকায়)

দপ্তর/অধিদপ্তর/সংস্থার নাম	মূল বাজেট	সংশোধিত বাজেট
	২০২২-২৩	২০২২-২৩
সচিবালয়		
মোট পরিচালন	৫০৪৮৭.৩৫	৫২৭৩৭.৫৯
জিওবি (উন্নয়ন)	৩০৬.০০	৩৩৭.০০
পিএ (উন্নয়ন)	০.০০	০.০০
মোট উন্নয়ন(জিওবি + পিএ)	৩০৬.০০	৩৩৭.০০
জিওবি (উন্নয়ন থোক)	১০৭১.০০	০.০০
পিএ (উন্নয়ন থোক)	০.০০	০.০০
মোট থোক (জিওবি + পিএ)	১০৭১.০০	০.০০
সর্বমোট উন্নয়ন (জিওবি + পিএ + থোক)	১৩৭৭.০০	৩৩৭.০০
মোট (পরিচালন + উন্নয়ন)	৫১৮৬৪.৩৫	৫৩০৭৪.৫৯
মৎস্য অধিদপ্তর		
মোট পরিচালন	৩৪৭৯৯.০০	৩৩২৭৬.৬৮
জিওবি (উন্নয়ন)	২৩৬২৮.০০	২০৪৮৪.০০
পিএ (উন্নয়ন)	৪৬২৬০.০০	৩৮১৬২.০০
মোট উন্নয়ন	৬৯৮৮৮.০০	৫৮৬৪৬.০০
মোট (পরিচালন + উন্নয়ন)	১০৪৬৮৭.০০	৯১৯২২.৬৮
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর		
মোট পরিচালন	৭৭২৩২.০০	৭০৮২৭.৮০
জিওবি (উন্নয়ন)	৫৪৯৮০.০০	৬০২৬০.০০
পিএ (উন্নয়ন)	৭০৮০০.০০	৬৯৬৩৮.০০
মোট উন্নয়ন	১২৫৭৮০.০০	১২৯৮৯৮.০০
মোট (পরিচালন + উন্নয়ন)	২০৩০১২.০০	২০০৭২৫.৮০
মেরিন ফিশারিজ একাডেমী		
মোট পরিচালন	১১৯৩.৫০	১১১৬.২৩
জিওবি (উন্নয়ন)	০.০০	০.০০
পিএ (উন্নয়ন)	০.০০	০.০০
মোট উন্নয়ন	০.০০	০.০০
মোট (পরিচালন + উন্নয়ন)	১১৯৩.৫০	১১১৬.২৩
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর		
মোট পরিচালন	৫৫২.০০	৫৩১.৬৪
জিওবি (উন্নয়ন)	০.০০	০.০০

(লক্ষ টাকায়)

দপ্তর/অধিদপ্তর/সংস্থার নাম	মূল বাজেট	সংশোধিত বাজেট
	২০২২-২৩	২০২২-২৩
পিএ (উন্নয়ন)	০.০০	০.০০
মোট উন্নয়ন	**০.০০**	**০.০০**
মোট (পরিচালন + উন্নয়ন)	**৫৫২.০০**	**৫৩১.৬৪**
বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনষ্টিটিউট		
মোট সহায়তা (সরকারি অংশ)	**৪০৩১.০০**	**৪০১৬.৬৬**
জিওবি (উন্নয়ন)	৫১০০.০০	৪২৮৪.০০
পিএ (উন্নয়ন)	০.০০	০.০০
মোট উন্নয়ন	**৫১০০.০০**	**৪২৮৪.০০**
মোট (পরিচালন + উন্নয়ন)	**৯১৩১.০০**	**৮৩০০.৬৬**
বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনষ্টিটিউট		
মোট সহায়তা (সরকারি অংশ)	**৪২৩১.০০**	**৪১৮১.৭৫**
জিওবি (উন্নয়ন)	৫০০.০০	৫০০.০০
পিএ (উন্নয়ন)	০.০০	০.০০
মোট উন্নয়ন	**৫০০.০০**	**৫০০.০০**
মোট (পরিচালন + উন্নয়ন)	**৪৭৩১.০০**	**৪৬৮১.৭৫**
বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিল		
মোট সহায়তা (সরকারি অংশ)	**১৩৫.০০**	**১২৯.৯৭**
জিওবি (উন্নয়ন)	০.০০	০.০০
পিএ (উন্নয়ন)	০.০০	০.০০
মোট উন্নয়ন	**০.০০**	**০.০০**
মোট (পরিচালন + উন্নয়ন)	**১৩৫.০০**	**১২৯.৯৭**
বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন		
জিওবি (উন্নয়ন)	৫৫০০.০০	২৮৭৫.০০
পিএ (উন্নয়ন)	০.০০	০.০০
মোট উন্নয়ন	**৫৫০০.০০**	**২৮৭৫.০০**
সর্বমোট মোট (পরিচালন)	**১৭২৬৬০.৮৫**	**১৬৬৮১৮.৩২**
মোট জিওবি (উন্নয়ন)	**৯১০৮৫.০০**	**৮৮৭৪০.০০**
মোট পিএ (উন্নয়ন)	**১১৭০৬০.০০**	**১০৭৮০০.০০**
সর্বমোট মোট উন্নয়ন (জিওবি + পিএ)	**২০৮১৪৫.০০**	**১৯৬৫৪০.০০**
সর্বমোট (পরিচালন + উন্নয়ন)	**৩৮০৮০৫.৮৫**	**৩৬৩৩৫৮.৩২**

মানব সম্পদ উন্নয়নে গৃহীত পদক্ষেপ:

দেশের অভ্যন্তরে প্রশিক্ষণ (০১ জুলাই ২০২২ থেকে ৩০ জুন ২০২৩ পর্যন্ত

প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মোট সংখ্যা	মন্ত্রণালয় এবং আওতাধীন সংস্থাসমূহ থেকে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
১	২
৪৬৮ টি	১০৪৮২ জন

সেমিনার/ওয়ার্কশপ সংক্রান্ত তথ্য (০১ জুলাই ২০২১ থেকে ৩০ জুন ২০২২ পর্যন্ত)

দেশের অভ্যন্তরে সেমিনার/ওয়ার্কশপের সংখ্যা	সেমিনার/ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা
১	২
২৬০ টি	৮৫৩৪ জন

প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে (০১ জুলাই ২০২১ থেকে ৩০ জুন ২০২২ পর্যন্ত) প্রশিক্ষণের জন্য ২৮ জন কর্মকর্তা বিদেশ গমন করেন।

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল চর্চার বিবরণ:

- মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এবং আওতাধীন অধিদপ্তর, দপ্তর ও সংস্থাসমূহে শুদ্ধাচার কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটির ত্রৈমাসিক সভা নিয়মিত অনুষ্ঠিত হচ্ছে এবং সভার কার্যবিবরণী মন্ত্রিপরিষদ বিভাগসহ সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থায় নিয়মিত প্রেরণ করা হচ্ছে। সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন হার সন্তোষজনক।
- জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা ও পরিবীক্ষণ কাঠামো তৈরি করে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ এবং এ মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে। শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন অগ্রগতির ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন নিয়মিতভাবে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হচ্ছে।
- এ মন্ত্রণালয় ও আওতাধীন অধিদপ্তর, দপ্তর ও সংস্থার প্রশিক্ষণ মডিউলে শুদ্ধাচার কৌশল বিষয়টি অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে এবং আবশ্যিকভাবে কর্মকর্তা/কর্মচারীগণকে নিয়মিত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। দপ্তর/সংস্থা পর্যায়ে বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান কাজী আশরাফ উদ্দিন এবং মন্ত্রণালয় পর্যায়ে যুগ্ম-সচিব জনাব শাহীনা ফেরদৌসী, ব্যক্তিগত কর্মকর্তা জনাব রাকিব মুন্সি ও অফিস সহায়ক জনাব কামরুজ্জামানকে ২০২২-২৩ অর্থবছরে জাতীয় শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে। পুরস্কার প্রাপ্তদের ০১ (এক) মাসের মূল বেতনের সমপরিমাণ অর্থসহ ক্রেস্ট ও সম্মাননাপত্র প্রদান করা হয়।

মৎস্য অধিদপ্তর
www.fisheries.gov.bd

১. ভূমিকা:

বাংলাদেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, পুষ্টি চাহিদাপূরণ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দারিদ্র্য বিমোচন, রপ্তানি বাণিজ্যের সম্প্রসারণ সর্বোপরি আর্থসামাজিক উন্নয়নে মৎস্য সেক্টরের গুরুত্ব অপরিসীম। বঙ্গবন্ধুর ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত সোনার বাংলা বিনির্মাণের স্বপ্ন পূরণে তাঁর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্ব এবং গতিশীল উন্নয়ন কৌশল গ্রহণের ফলে বাংলাদেশ দ্রুত উন্নয়নের পথে অগ্রসর হয়েছে। অপ্রতিরোধ্য উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় মৎস্যখাত অন্যতম অংশীদার। বাংলাদেশের মৎস্যসম্পদের সংরক্ষণ, উৎপাদন বৃদ্ধি ও উন্নয়নে মৎস্য অধিদপ্তর প্রধান ভূমিকা পালন করে আসছে। অভ্যন্তরীণ মুক্ত ও বদ্ধ জলাশয় এবং সামুদ্রিক জলাশয়ের উৎপাদন ও ব্যবস্থাপনার জন্য সময়োপযোগী পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ফলে বাংলাদেশ মাছ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনে সক্ষম হয়েছে।

জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ-২০২৩ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে
মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক বঙ্গভবন লেকে মাছের পোনা অবমুক্তকরণ

২. রূপকল্প (Vision):

মৎস্যজাত উৎস হতে প্রাণিজ পুষ্টির চাহিদা পূরণ, দারিদ্র্য বিমোচন ও রপ্তানি আয় বৃদ্ধি ।

৩. অভিলক্ষ্য (Mission):

মৎস্য ও চিংড়িসহ অন্যান্য জলজসম্পদের স্থায়িত্বশীল উৎপাদন বৃদ্ধি করে দেশের পুষ্টি চাহিদা পূরণ ও রপ্তানি আয় বৃদ্ধি এবং অভীষ্ট জনগোষ্ঠীর অংশ গ্রহণে উন্মুক্ত জলাশয়ের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে এ ক্ষেত্র হতে প্রাপ্ত সুফলের মাধ্যমে দরিদ্র মৎস্যজীবী ও মৎস্যচাষি তথা বাংলাদেশের আর্থসামাজিক ক্ষেত্রে উন্নয়ন সাধন ।

৪. লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য (Aim and Objective):

- মৎস্যসম্পদ উন্নয়ন ও উৎপাদন বৃদ্ধি;
- আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন ও মৎস্যজীবীদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন;
- প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণ;
- মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানির মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন;
- পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা, জলজ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও জনস্বাস্থ্যের উন্নয়ন;
- টেকসই সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মৎস্য সম্পদের উন্নয়ন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি;
- মানব সম্পদ উন্নয়ন ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি;
- মৎস্য রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ;
- মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্যের মাননিয়ন্ত্রণ ও রপ্তানি বৃদ্ধিতে সহায়তা;
- উদ্ভাবন ও অভিযোগ প্রতিকারের মাধ্যমে সেবার মান উন্নয়ন;
- তথ্য অধিকার ও স্ব-প্রণোদিত তথ্য প্রকাশ বাস্তবায়ন; এবং
- আর্থিক ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন ।

৫. প্রধান কার্যাবলি (Key Interventions):

- মৎস্য আবাসস্থল উন্নয়ন ও প্রদর্শনী খামার স্থাপন;
- মৎস্যচাষি/উদ্যোক্তাকে পরামর্শ প্রদান ও মৎস্যচাষির পুকুর পরিদর্শন;
- মৎস্যচাষি, মৎস্যজীবী ও অন্যান্য সুফলভোগীদের প্রশিক্ষণ প্রদান;
- বিল নার্সারি স্থাপন ও পরিচালনা এবং উন্মুক্ত জলাশয়ে পোনামাছ অবমুক্তকরণ;
- মৎস্য হ্যাচারি নিবন্ধন ও নবায়ন এবং মৎস্য খাদ্যমান পরীক্ষা;
- মাছ ধরার ট্রলার ও নৌযানসমূহকে লাইসেন্সিং কার্যক্রমের আওতায় আনয়ন;
- আইইউইউ (IUU) মৎস্য আহরণ রোধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ;
- ইলিশ সম্পদ উন্নয়নে জেলেদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন;
- মৎস্যজীবীদের বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ;
- রপ্তানিতব্য মৎস্য ও মৎস্যপণ্যের কনসাইনমেন্ট পরিদর্শন এবং এনআরসিপি নমুনা পরীক্ষণ;

- রপ্তানিতব্য মৎস্য ও মৎস্যপণ্যের নমুনা সংগ্রহ ও পরীক্ষণ এবং স্বাস্থ্যকরত্ব সনদ প্রদান;
- মাছের অভয়াশ্রম প্রতিষ্ঠা ও ব্যবস্থাপনা এবং বিলুপ্তপ্রায় মৎস্য প্রজাতি সংরক্ষণ;
- মৎস্য সংরক্ষণ আইন বাস্তবায়ন ও অভিযান পরিচালনা;
- পরিবেশ সহনশীল মৎস্যচাষ প্রযুক্তি সম্প্রসারণ;
- লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণ;
- মাছের আহরণোত্তর ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন; এবং
- উপকূলীয় ও সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন।

৬. সাংগঠনিক কাঠামো (Organogram):

১. রাজস্ব খাতে			২. উন্নয়ন প্রকল্পে		
✶ ১ম শ্রেণির পদ	:	১৬৩৯টি	✶ ১ম শ্রেণির পদ	:	২১৫টি
✶ ২য় শ্রেণির পদ	:	৬৬৫টি	✶ ২য় শ্রেণির পদ	:	৪৮টি
✶ ৩য় শ্রেণির পদ	:	২১১৮টি	✶ ৩য় শ্রেণির পদ	:	৫১১টি
✶ ৪র্থ শ্রেণির পদ	:	১৫৫৪টি	✶ ৪র্থ শ্রেণির পদ	:	১৫টি
সর্বমোট :		৫৯৭৬টি	সর্বমোট :		৭৮৯টি

৭. ২০২২-২৩ অর্থবছরে মৎস্যখাতে অর্জিত সাফল্য:

"সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রায় অপ্রতিরোধ্য বাংলাদেশ" শীর্ষক সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার বাস্তবায়ন, ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত-সমৃদ্ধ দেশে উন্নীতকরণ, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট এবং ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় উল্লিখিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে মৎস্য অধিদপ্তর নানাবিধ কর্মসূচি ও কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করেছে। মৎস্য অধিদপ্তরের আওতায় সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহের সারসংক্ষেপ নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

৭.১ মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন:

- ✶ মৎস্যখাতে সরকার কর্তৃক গৃহীত সুদুরপ্রসারী পরিকল্পনা গ্রহণ ও উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের সফল বাস্তবায়নের ফলে বিগত এক দশক ধরে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি ছিল সন্তোষজনক। ২০২১-২২ অর্থবছরে মৎস্য উৎপাদন হয়েছে ৪৭.৫৯ লক্ষ মে. টন; যা ২০১০-১১ সালের মোট উৎপাদনের (৩০.৬২ লক্ষ মে. টন) চেয়ে ৫৫.৪২ শতাংশ বেশি। সরকারের মৎস্যবান্ধব কার্যক্রম বাস্তবায়ন এবং চাষি ও উদ্যোক্তা পর্যায়ে চাহিদাভিত্তিক ও লাগসই কারিগরি পরিষেবা প্রদানের ফলে এই সাফল্য অর্জিত হয়েছে।
- ✶ উল্লেখ্য ১৯৮৩-৮৪ সালে দেশে মাছের মোট উৎপাদন ছিল ৭.৫৪ লক্ষ মে. টন। কাজেই ৩৯ বছরের ব্যবধানে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে ছয় গুণের (৬.৩১) অধিক। মাথাপিছু দৈনিক মাছ গ্রহণের পরিমাণ চাহিদার চেয়ে (৬০গ্রাম/দিন/জন) বৃদ্ধি পেয়ে ৬৭.৮০ গ্রামে উন্নীত হয়েছে (বিবিএস ২০২২)।
- ✶ বাংলাদেশের মোট জনগোষ্ঠীর প্রায় ১৪ লক্ষ নারীসহ ১৯৫ লক্ষ বা ১২ শতাংশের অধিক লোক এ সেক্টরের বিভিন্ন কার্যক্রমে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নিয়োজিত থেকে জীবন-জীবিকা নির্বাহ করে। দেশের মোট জিডিপি'র ২.৪১ শতাংশ, কৃষিজ জিডিপি'র ২১.৫২ শতাংশ মৎস্য উপখাতের অবদান (বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২৩)।

জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ-২০২৩ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে মাননীয় স্পীকার কর্তৃক সংসদ ভবন লেকে মাছের পোনা অবমুক্তকরণ

★ বাংলাদেশের জলজসম্পদের যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে মৎস্যচাষি, মৎস্যজীবী, উদ্যোক্তাসহ সম্পৃক্ত সকলের সমন্বিত প্রয়াস আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে এ সেক্টরকে প্রতিষ্ঠিত করেছে এক অনন্য উচ্চতায়। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার The State of World Fisheries and Aquaculture 2022 এর প্রতিবেদন অনুযায়ী অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ে মাছ উৎপাদনে বাংলাদেশ বিশ্বে ৩য়, বদ্ধ জলাশয়ে চাষকৃত মাছ উৎপাদনে ৫ম; সামুদ্রিক ও উপকূলীয় ক্রাস্টাশিয়ান্স ও ফিনফিস উৎপাদনে যথাক্রমে ৮ম ও ১১তম স্থান অর্জন করেছে। বিশ্বে ইলিশ উৎপাদনকারী ১১টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ ১ম; তেলাপিয়া উৎপাদনে বিশ্বে ৪র্থ এবং এশিয়ার মধ্যে ৩য় স্থান অর্জন করেছে।

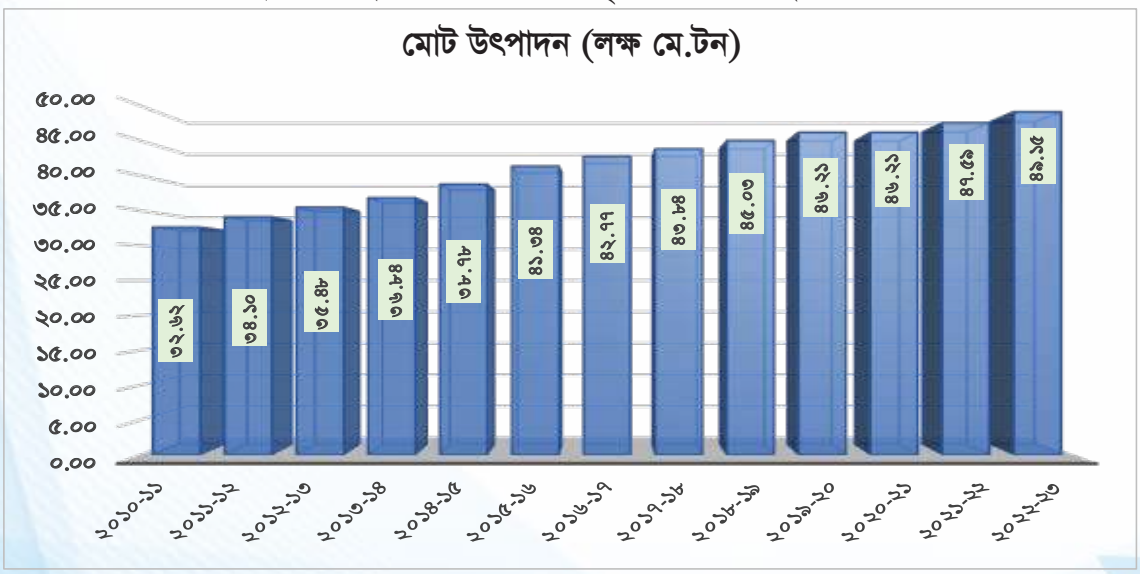

বিগত দশকে খাত-ভিত্তিক মৎস্য উৎপাদনের ক্রমধারা

- বিগত ১৩ বছরের খাতওয়ারী উৎপাদন পর্যালোচনায় দেখা যায়, ২০১০-১১ আর্থিক সালে উন্মুক্ত জলাশয়ের অবদান ৩৪.৪৫ শতাংশ হলেও ২০২১-২২ সালে এ খাতের অংশ দাঁড়িয়েছে ২৭.৭৮ শতাংশে। অন্যদিকে বদ্ধ জলাশয়ের অবদান ২০১০-১১ সালের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়ে ২০২১-২২ সালে ৫৭.৩৯ শতাংশে উন্নীত হয়েছে।
- দেশে অভ্যন্তরীণ স্বাদুপানির মৎস্য উৎপাদনে সাফল্যের পাশাপাশি বর্তমান সরকারের ঐতিহাসিক সমুদ্র বিজয়ের প্রেক্ষিতে সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ উন্নয়নে নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে।

উৎপাদিত বিভিন্ন প্রজাতির মাছ ও চিংড়ি

৭.২ ইলিশসম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা:

ইলিশ বাংলাদেশের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির অন্যতম ধারক ও বাহক। ইলিশ উৎপাদনে বিশ্বে বাংলাদেশ রোল মডেল। বাংলাদেশের মোট উৎপাদিত মাছের ১২ শতাংশ আসে শুধু ইলিশ থেকে। দেশের জিডিপি'তে ইলিশের অবদান এক শতাংশের অধিক। ১৭ আগস্ট ২০১৭ সালে বাংলাদেশ ইলিশ শীর্ষক ভৌগোলিক নিবন্ধন সনদ (জিআই সনদ) প্রাপ্তিতে নিজস্ব পরিচয় নিয়ে বিশ্ববাজারে বাংলাদেশের ইলিশ সমাদৃত। দেশের প্রায় ৭ লক্ষ লোক প্রত্যক্ষভাবে এবং ২৫ লক্ষ লোক পরোক্ষভাবে ইলিশ আহরণ, বিক্রয় ও বিপণনসহ বিভিন্ন কার্যক্রমের সঙ্গে জড়িত।

✶ সরকার ইলিশসম্পদ রক্ষা ও উন্নয়নে নিম্নবর্ণিত কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে:

০১. ইলিশের উৎপাদন বৃদ্ধি ও টেকসই উৎপাদন নিশ্চিত করতে Hilsa Fisheries Management Action Plan প্রণয়ন;

০২. বঙ্গোপসাগরের ৭০০০ বর্গ কি.মি. ইলিশের প্রধান প্রজনন এলাকা চিহ্নিতকরণ;

০৩. ৬টি ইলিশ অভয়াশ্রম স্থাপন ও অংশীদারিত্বমূলক ব্যবস্থাপনা জোরদারকরণ;

০৪. ইলিশের সর্বোচ্চ প্রজনন মৌসুমে ইলিশ আহরণের ওপর ২২ দিনের নিষেধাজ্ঞা আরোপ;

০৫. জাটকা সংরক্ষনের নিমিত্ত জাটকা আহরণের ওপর ৮ মাস (নভেম্বর-জুন) নিষেধাজ্ঞা আরোপ;

০৬. ভিজিএফ ও বিকল্প কর্মসংস্থানের মাধ্যমে ইলিশ জেলেদের জীবিকায়নের ব্যবস্থা করা হয়েছে;

০৭. নির্বিচারে জাটকা নিধন বন্ধে জনসচেতনতা সৃষ্টির পাশাপাশি নভেম্বর হতে জুন মাস পর্যন্ত মৎস্য সংরক্ষণ আইন বাস্তবায়ন;

বাংলাদেশ ইলিশ শীর্ষক জিআই সার্টিফিকেট

০৮. মা ইলিশ রক্ষায় প্রধান প্রজনন মৌসুমে মোট ২২ দিন প্রজনন এলাকাসহ সমগ্র দেশব্যাপী ইলিশ আহরণ, বিপণন, পরিবহন ও মজুদ বন্ধে জনসচেতনতা সৃষ্টি এবং আইন বাস্তবায়ন;

০৯. প্রতি বছর জাটকা রক্ষায় সামাজিক আন্দোলনসৃষ্টির লক্ষ্যে জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ উদ্‌যাপন এবং

১০. জাটকাসহ অন্যান্য মৎস্যসম্পদ ধ্বংসকারী অবৈধ জাল নির্মূলে বিশেষ কম্বিং অপারেশন পরিচালনা ।

ইলিশ রক্ষা কার্যক্রমের আওতায় পরিচালিত মোবাইল কোর্ট ও অভিযান

ইলিশ জেলেদের বিপল্ল জীবিকায়নের নিমিত্ত উপকরণ বিতরণ

✶ বর্তমান সরকারের সময়ে উল্লিখিত কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়নের ফলে ২০২১-২২ অর্থবছরে ৫.৬৭ লক্ষ মেট্রিক টন ইলিশের উৎপাদন হয়েছে যা ২০১০-১১ অর্থবছরে ইলিশের মোট উৎপাদনের (৩.৪০ লক্ষ মে.টন) চেয়ে ৬৬.৭৬ শতাংশ বেশি ।

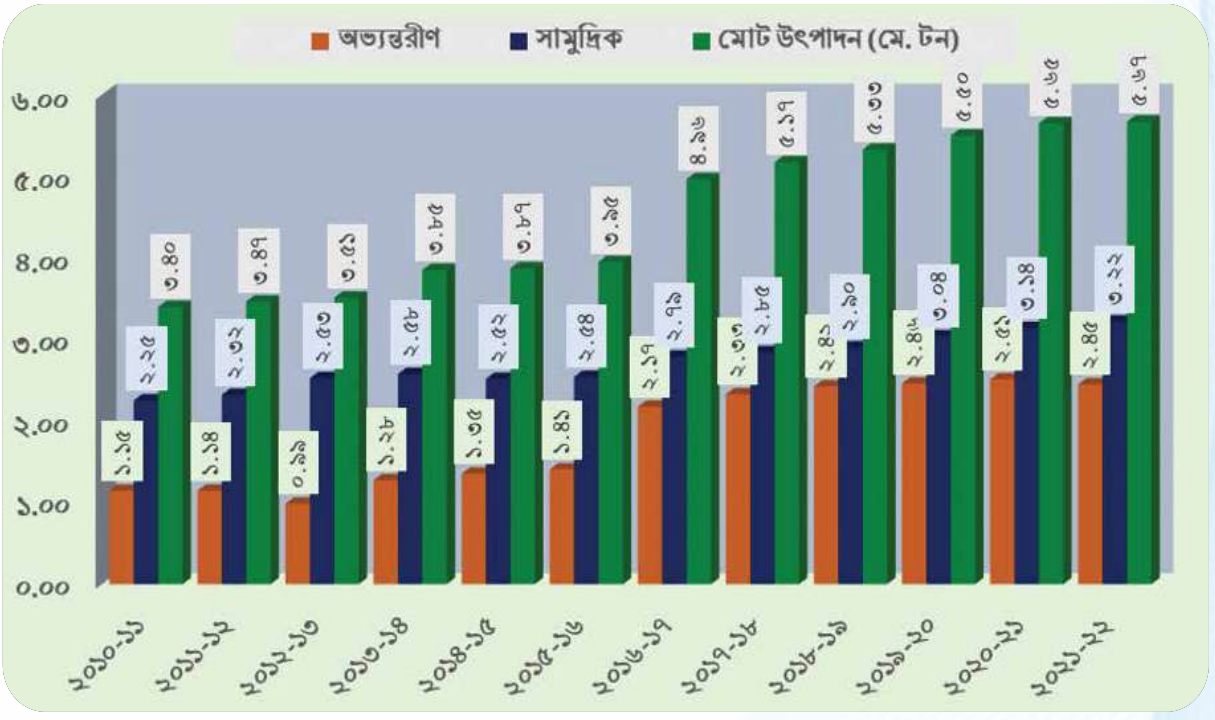

বিগত ১২ বছরে ইলিশ উৎপাদনের ক্রমধারা

✶ সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় জাটকা আহরণ নিষিদ্ধকালীন ২০২২-২৩ অর্থবছরে জাটকা আহরণে বিরত থাকা ৩,৬০,৮৬৯টি জেলে পরিবারকে প্রতি মাসে ৪০ কেজি হারে ৫৭,৭৩৯ মে.টন চালসহ বিগত ১৪ বছরে মোট ৫২৮৪৮৫.৫৬ মে. টন খাদ্য সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

ক্র. নং	অর্থবছর	প্রদানকৃত ভিজিএফ (চাল) মে. টন	সুফলভোগী জেলে পরিবার
১	২০০৯-১০	১৯৭৬৮.৬০	১৬৪৭৪০
২	২০১০-১১	১৪৪৭০.৬৪	১৮৬২৬৪
৩	২০১১-১২	২২৩৫১.৬৮	১৮৬২৬৪
৪	২০১২-১৩	২৪৭৪৭.৪৮	২০৬২২৯
৫	২০১৩-১৪	৩৫৮৫৬.৩২	২২৪১০২
৬	২০১৪-১৫	৩৫৮৫৬.৩২	২২৪১০২
৭	২০১৫-১৬	৩৭৭৮৮.১৬	২৩৬১৭৬
৮	২০১৬-১৭	৩৮১৮৭.৬৮	২৩৮৬৭৩
৯	২০১৭-১৮	৩৯৭৮৭.৮৪	২৪৮৬৭৪
১০	২০১৮-১৯	৩৯৭৮৭.৮৪	২৪৮৬৭৪
১১	২০১৯-২০	৪৬৭৭৮.০৮	৩০১২৮৮
১২	২০২০-২১	৫৬২২৪.৮৮	৩৭৩৯৯৬
১৩	২০২১-২২	৫৯১৪১.০৪	৩৯০৭০০
১৪	২০২২-২৩	৫৭৭৩৯.০০	৩৬০৮৬৯
	মোট	৫২৮৪৮৫.৫৬	

বিগত ১৪ বছরে জাটকা জেলেদের প্রদানকৃত ভিজিএফ

✶ মা ইলিশ আহরণ নিষিদ্ধকালীন সময়ে ২০২২ সালে ৫৫৪৮৮৭টি জেলে পরিবারকে ২০ কেজি হারে মোট ১৩৮৭২.১৮ মে. টন ভিজিএফ খাদ্য সহায়তা প্রদানসহ ২০১৬ সাল হতে ২০২২ সাল পর্যন্ত বিগত ৭ বছরে ইলিশ জেলেদের মোট ৬৬৪৬২.৩৬ মে. টন ভিজিএফ প্রদান করা হয়েছে। ২০২২ সালে ১৭টি জেলায় বিশেষ কম্বিং অপারেশন পরিচালনায় ৮৮৪টি মোবাইল কোর্ট ও ৩৫৪৬টি অভিযানের মাধ্যমে ৪২১৭টি ক্ষতিকর বেহুন্দী জাল, ৪৬৯.৫১৮ লক্ষ মিটার কারেন্ট জালসহ ৯৫৬২টি অন্যান্য জাল আটক করা হয়েছে। সেই সাথে ৮২.৫১ মে. টন জাটকা ও অন্যান্য মাছ জব্দ করা হয়।

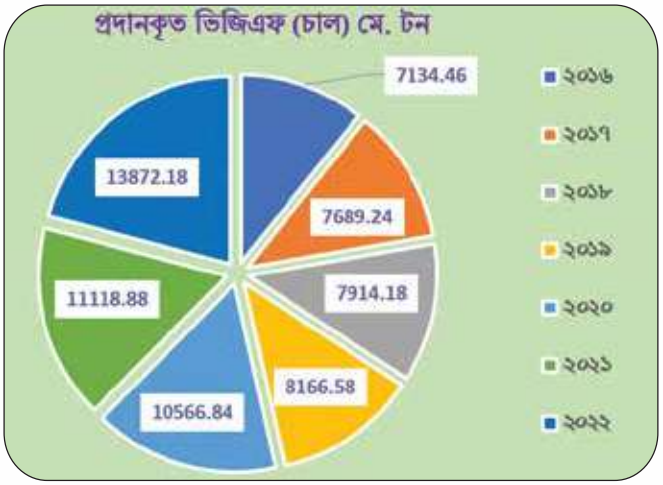

✶ মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ইলিশ সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প হতে জুন ২০২৩ পর্যন্ত মোট ৮৩১৯ জন জেলেকে বিকল্প কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে উপকরণ হিসেবে গরু, ছাগল, হাঁস-মুরগি, ভ্যানগাড়ি ইত্যাদি প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও ৩০০০ জন জেলেকে দলগতভাবে ৯০০টি জাল প্রদান করা হয়েছে।

বিতরণকৃত উপকরণসমূহের টেকসই ব্যবহার নিশ্চিত করতে ১৮০০০ সুফলভোগী জেলের দক্ষতা বৃদ্ধির নিমিত্ত হাতে কলমে ট্রেডভিত্তিক ৩ দিনের আবাসিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। মা ইলিশ ও জাটকা সংরক্ষণে অংশীজনের মাঝে জনসচেতনতা সৃষ্টিতে সচেতসতামূলক সভা এবং ৭টি জেলায় নির্বাচিত জেলে গ্রামে অবৈধ জাল ব্যবহার নির্মূলে ১০,০০০টি ইলিশ ধরার বৈধ জাল বিতরণ করা হয়েছে।

৭.৩ পরিবেশবান্ধব চিংড়ি চাষ সম্প্রসারণঃ

✶ চিংড়ি বাংলাদেশের একটি অন্যতম প্রধান রপ্তানি পণ্য। অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহের মধ্যে অন্যতম হলো পরিবেশবান্ধব চিংড়ি চাষের উদ্যোগ গ্রহণ। আন্তর্জাতিক বাজারে চিংড়ির চাহিদা বৃদ্ধির সাথে সাথে উন্নত চাষ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে এ দেশের উপকূলীয় অঞ্চলে চিংড়ি চাষ এলাকা সম্প্রসারিত হয়েছে। উন্নত চাষ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে চিংড়ির উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য কক্সবাজার জেলার চকরিয়া উপজেলাস্থ ৭০২১.৭৬ হেক্টর চিংড়ি এস্টেটের ৫৮৭ টি পট চিংড়ি চাষিদের মধ্যে ইজারা/নবায়ন প্রদানের কার্যক্রম চলমান রয়েছে এবং মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক চলমান সাসটেইনেবল কোস্টাল এন্ড মেরিন ফিশারিজ প্রকল্পের আওতায় সরকারি চিংড়ি এস্টেটের জন্য মাস্টার প্লান প্রস্তুতসহ উন্নয়নমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। উক্ত প্রকল্পের মাধ্যমে ১৮টি বাগদা চিংড়ি হ্যাচারি এবং নার্সারিকে যথাক্রমে এসপিএফ হ্যাচারি ও নার্সারিতে রূপান্তরের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

বাগদা চিংড়ির জিআই প্রাপ্তির সার্টিফিকেট

এর মাধ্যমে অতিরিক্ত ১৮৭ কোটি এসপিএফ পিএল, ৩৬ হাজার ৫০০টি বাগদা ব্রুড, ১০ হাজার ৫০০ কেজি পলিকিট উৎপাদিত হবে বলে আশা করা যায়। উল্লেখ্য ২০২১-২২ অর্থবছরে মোট এসপিএফ পিএল উৎপাদন ছিল ৬২ কোটি ১০ লক্ষ।

✶ সারাদেশে গলদা ও বাগদা চিংড়ির একক/মিশ্রচাষ সম্প্রসারণ করার উদ্দেশ্যে চাষযোগ্য পোনা উৎপাদনের জন্য বিভিন্ন জেলায় সরকারি ও বেসরকারি খাতে ৩৩টি গলদা চিংড়ির হ্যাচারি ও ৪৩টি বাগদা চিংড়ির হ্যাচারি পরিচালিত হচ্ছে। ইতোমধ্যে বাগদা চিংড়ি বাংলাদেশের বাগদা নামে ভৌগোলিক পণ্য হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। আন্তর্জাতিক বাজারে বাংলাদেশের বাগদা চিংড়ি ব্রান্ডিং এর জন্য সী-ফুড এক্সপো আয়োজনের মাধ্যমে বিশেষ প্রচারণার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। পরীক্ষামূলক চাষের সন্তোষজনক ফলাফলের ভিত্তিতে বর্তমানে দেশে বাণিজ্যিকভাবে ভেনামী চিংড়ি চাষ শুরু হয়েছে। উল্লিখিত কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়নের ফলে ২০২১-২২ অর্থবছরে চিংড়ি উৎপাদন হয়েছে ২.৬১ লক্ষ মে. টন যা বিগত বছরের তুলনায় ৩.৬৫ শতাংশ বেশি।

চিংড়ি ক্লাস্টার

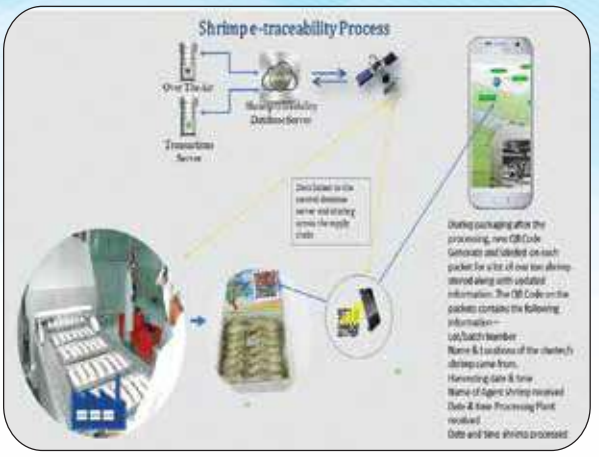

শ্রিম্প ই-ট্রেসিবিলিটি প্রসেস

✶ সাসটেইনেবল কোস্টাল অ্যান্ড মেরিন ফিসারিজ প্রজেক্ট এর আওতায় ইতোমধ্যে উপকূলীয় ২৯টি উপজেলায় প্রতি ক্লাস্টারে ২৫ জন চিংড়ি চাষি নিয়ে ৩০০টি চিংড়ি ক্লাস্টার গঠন করা হয়েছে। ক্লাস্টারসমূহে চাষিদের উন্নত সনাতন পদ্ধতিতে চিংড়ি চাষ প্রশিক্ষণ এবং প্রযুক্তি অনুসরণের জন্য খামারের অবকাঠামো উন্নয়ন জৈব নিরাপত্তা নিশ্চিত করার শর্তে প্রদান করা হচ্ছে প্রতিযোগিতামূলক ম্যাচিংগ্রান্ট। উল্লিখিত কার্যক্রম শুরুর পূর্বে হেক্টর প্রতি উৎপাদন ছিল ৫০৪ কেজি যা উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ১০৫০ কেজিতে উন্নীত হবে। এছাড়া উপকূলীয় চিংড়ি চাষিদের জন্য ডাটাবেইজ প্রস্তুত, ই-ট্রেসিবিলিটি বাস্তবায়ন এবং আইডি কার্ড প্রদানের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

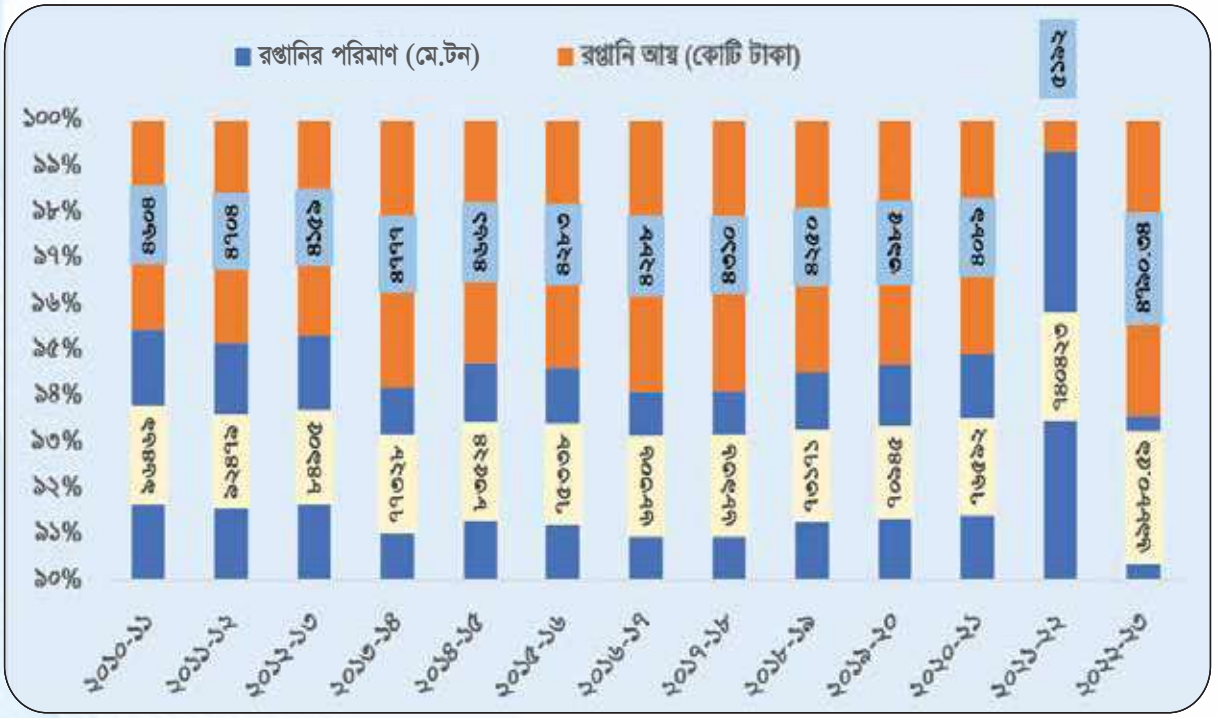

বিগত ১৩ বছরে চিংড়ি উৎপাদনের ক্রমধারা

৭.৪ মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানি এবং স্বাস্থ্যকর ও নিরাপদ মাছ সরবরাহ:

- নিরাপদ ও মানসম্পন্ন মৎস্য ও মৎস্যপণ্যের উৎপাদন এবং মান নিশ্চিত করা মৎস্য অধিদপ্তরের অন্যতম ম্যান্ডেট। এ লক্ষ্যে দেশের অভ্যন্তরীণ বাজারসহ আন্তর্জাতিক বাজারে স্বাস্থ্যকর ও নিরাপদ মৎস্য ও মৎস্যপণ্য সরবরাহ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে মৎস্য অধিদপ্তরের আওতায় তিনটি আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন মৎস্য মাননিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরি পরিচালিত হচ্ছে। দেশে চিংড়ি উৎপাদনের সকল স্তরে উত্তম মৎস্যচাষ অনুশীলন (Good Aquaculture Practice- GAP) এবং Hazard Analysis & Critical Control Point (HACCP) ভিত্তিক ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি কার্যকর করা হয়েছে।

- নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণে মৎস্য খাদ্য ও পশু খাদ্য আইন, ২০১০; মৎস্য খাদ্য বিধিমালা ২০১০ এবং মৎস্যখাদ্য ও পশুখাদ্য উৎপাদন এবং বিপণন ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা, ২০২০ প্রণয়ন করা হয়েছে। এর মাধ্যমে নিরাপদ মাছ উৎপাদন নিশ্চিতকরণ সহজতর হচ্ছে। Fish and Fish Products (Inspection and Quality Control) Ordinance, 1983 রহিতক্রমে উহার বিধানাবলি বিবেচনাক্রমে সময়ের চাহিদার প্রতিফলনে 'মৎস্য ও মৎস্যপণ্য (পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ) আইন ২০২০' শিরোনামে একটি নতুন আইন প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

- আন্তর্জাতিক বাজারের চাহিদার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে নিরাপদ ও মানসম্মত চিংড়ি উৎপাদন নিশ্চিতকরণে স্ট্যান্ডার্ড অপারেশন প্রসিডিউর (এসওপি) ম্যানুয়াল প্রণয়ন করা হয়েছে। মৎস্যচাষ পর্যায়ে ঔষধের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের জন্য 'অ্যাকোয়াকালচার মেডিসিনাল প্রোডাক্টস নিয়ন্ত্রণ নির্দেশিকা' প্রণয়ন করা হয়েছে এবং মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়িত হচ্ছে। মৎস্য হ্যাচারি হতে শুরু করে মাছচাষ ও প্রক্রিয়াকরণে জড়িত সকল স্থাপনায় কার্যকরভাবে পরিদর্শনের নিমিত্ত 'Fish and Fishery Products Official Control Protocol' অনুসরণ করা হচ্ছে।

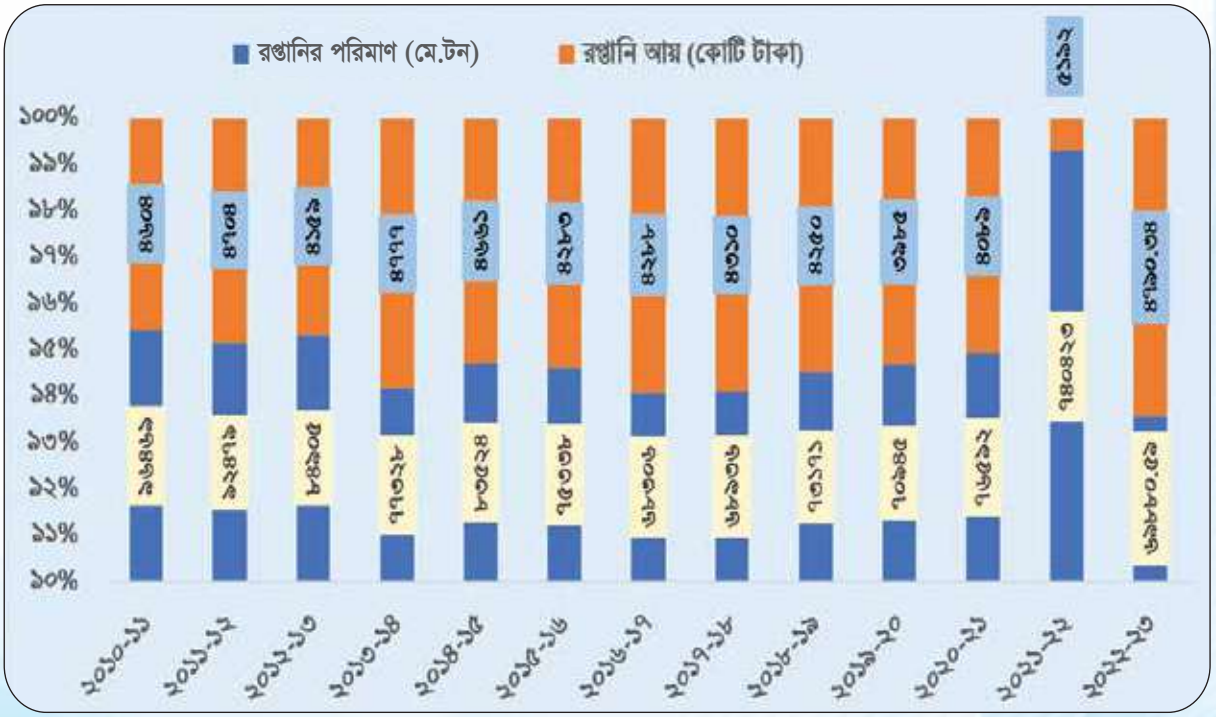

বিগত ১৩ বছরে মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানি ও আয়

- মাছের আহরণোত্তর সাপ্লাই চেইন স্থাপনা (আড়ত, ডিপো, বরফ কল), প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানা ইত্যাদির লাইসেন্স প্রদান/নবায়ন নিয়মিত পরিদর্শন করা হচ্ছে। রপ্তানিতব্য কনসাইনমেন্টের নমুনা পরীক্ষণ করে স্বাস্থ্যকরত্ব সনদ জারি করে রপ্তানি বাণিজ্যে মৎস্য ও চিংড়ির গ্রহণযোগ্যতা নিশ্চিত করা হচ্ছে। মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক নিরাপদ মৎস্য ও মৎস্যপণ্য উৎপাদন নিশ্চিতকরণার্থে উৎপাদনের বিভিন্ন পর্যায়ে নিষিদ্ধ এন্টিবায়োটিকসহ ক্ষতিকর রাসায়নিকের রেসিডিউ দূষণ মনিটরিং এর জন্য ২০০৮ সাল হতে প্রতি বছর ন্যশনাল রেসিডিউ কন্ট্রোল প্ল্যান National Residue Control Plan-(NRCP) প্রণয়ন করা হয় এবং সে অনুযায়ী মাছ ও চিংড়ির নমুনা সংগ্রহ ও পরীক্ষণ করা হয়ে থাকে।
- উল্লিখিত কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়নের ফলে বিশ্ববাজারে আর্থিক মন্দাবস্থা থাকা সত্ত্বেও ২০২২-২৩ অর্থবছরে ৬৯৮৮০.৫৯ মে. টন মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানির মাধ্যমে আয় হয়েছে ৪৭৯০.৩৪ কোটি টাকা যা গত বছরের তুলনায় ২৬.৯৬ শতাংশ বেশি।

৭.৫ সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা:

- সমুদ্র বিজয়ের মাধ্যমে প্রাপ্ত বিশাল জলরাশি হতে স্থায়িশীলভাবে মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণ, ব্যবস্থাপনা ও আহরণে কাঙ্খিত প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে ২০১৪ সালে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী সুনির্দিষ্ট কর্মপন্থা (Plan of Action) প্রণয়ন করা হয়। উক্ত কর্মপরকিল্পনা জাতিসংঘ ঘোষিত এসডিজি (SDGs) এর সাথে সমন্বয় করে ২০১৮-৩০ পর্যন্ত হালনাগাদ করে তা বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

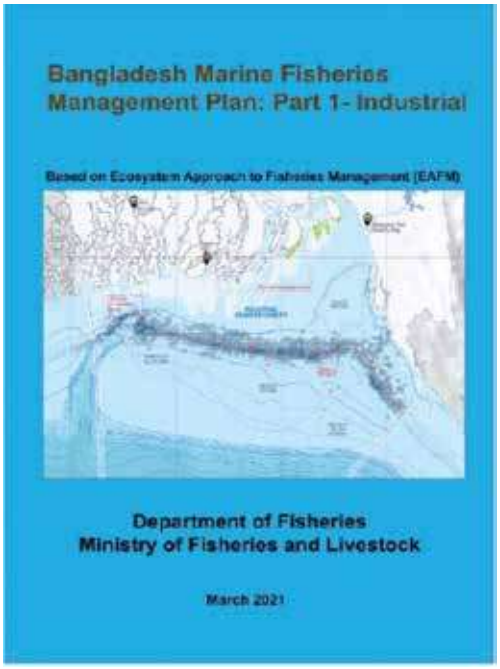

বাংলাদেশ মেরিন ফিসারিজ ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান পার্ট-১

- বাংলাদেশের সামুদ্রিক জলসীমায় মৎস্য সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও সুনীল অর্থনীতির বিকাশ সাধনে সামুদ্রিক মৎস্য আইন-২০২০; সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ নীতিমালা ২০২২ এবং সামুদ্রিক মৎস্য বিধিমালা ২০২৩ প্রণীত হয়েছে।
- মৎস্য গবেষণা ও জরিপ জাহাজ "আর ভি মীন সন্ধানী" কর্তৃক বঙ্গোপসাগরে এ পর্যন্ত ৪৪টি সার্ভে ক্রুজ পরিচালনা করে জৈবিক বিশ্লেষণের নিমিত্ত ডাটা সংরক্ষণ করা হয়েছে। "আর ভি মীন সন্ধানী" কর্তৃক বঙ্গোপসাগরে সার্ভে ক্রুজে প্রাপ্ত তথ্যাদি বিশ্লেষণের মাধ্যমে Marine Fisheries Management Plan-1: Industrial অনুমোদিত হয়েছে এবং Marine Fisheries Management Plan-II: Artisanal এর খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে। IUU (Illegal, Unregulated and Unreported) Fishing রোধে National Plan of Action (NPOA) বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।
- সামুদ্রিক মাছের প্রজনন ও সংরক্ষণের জন্য প্রতি বছর ২০ মে হতে ২৩ জুলাই পর্যন্ত (মোট ৬৫ দিন) বাংলাদেশের অর্থনৈতিক জলসীমায় সকল ধরণের মাছ আহরণ নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে নিষিদ্ধকালীন ৬৫ দিনের জন্য ১৪টি উপকূলীয় জেলার ৬৮টি উপজেলায় ৩০১১৬২টি জেলে পরিবারকে মাসে ৪০ কেজি হারে ১ম কিস্তিতে ১৭৪১৯ মে.টন ভিজিএফ (চাল) বিতরণ করা হয়েছে।

- বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে উপকূলীয় ও সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদের উন্নয়নের লক্ষ্যে ২০১৯ সাল হতে মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক 'সাসটেইনেবল কোস্টাল এন্ড মেরিন ফিসারিজ প্রকল্প' শীর্ষক একটি মেগা প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

- এ প্রকল্পের আওতায় সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়নে অধিকতর কার্যকর পরিবীক্ষণ, নিয়ন্ত্রণ ও নজরদারী (Monitoring Control and Surveiliance-MCS) পদ্ধতির বাস্তবায়নের নিমিত্ত উপকূলীয় আর্টিসানাল মৎস্য নৌযানে ৮২৯২ টি GSM ডিভাইস সংযোজন করা হয়েছে। ১৫০০ টি AIS ডিভাইস সংযোজনের কাজ চলমান রয়েছে। বাংলাদেশের সমুদ্রসীমায় Monitoring, Control, Surveillance (MCS) ব্যবস্থা জোরদারকরণে বঙ্গবন্ধু-১ স্যাটেলাইটের ব্রান্ডউইথ ব্যবহার করে Vessel Monitoring System পাইলটিং করা হচ্ছে। প্রকল্পের উদ্যোগে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়নে সমন্বিত তদারকি ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে পতেঙ্গা, চট্টগ্রামে জয়েন্ট মনিটরিং সেল (JMC) গঠন করা হয়েছে।

ফিসিং ভেসেল মনিটরিং সিস্টেম

- মৎস্য মজুদ পুনরুদ্ধার এবং উপকূলীয় মৎস্য আহরণের উপর নির্ভরশীলতা হ্রাসকরণের লক্ষ্যে দরিদ্র মৎস্যজীবী জনগোষ্ঠির দায়িত্বশীল অংশীদারিত্বের মাধ্যমে উপকূলীয় ও সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের টেকসই সহ-ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠা এবং বিকল্প জীবিকায়নে সহায়তা করার নিমিত্ত ৫২৪৯৩ টি মৎস্যজীবী পরিবার সমন্বয়ে ৪৫০টি মৎস্যজীবী গ্রাম সংগঠিত করা হয়েছে। এসব মৎস্যজীবী গ্রামের ১৮৬৩টি অতি দরিদ্র মৎস্যজীবী পরিবারকে ১৬৬.৮৫ লক্ষ টাকা এককালীন অনুদান, ৪৫.০০ কোটি টাকা ইনষ্টিটিউশনাল ডেভেলপমেন্ট ফান্ড প্রদান, ২৭.৯০ কোটি ক্ষুদ্র অবকাঠামো উন্নয়ন ফান্ড এবং ৫৪.০০ কোটি স্বাবলম্বী ফান্ড প্রদান করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, ৪৫০টি মৎস্যজীবী গ্রাম হতে ১০০টি মডেল মৎস্যজীবী গ্রাম নির্বাচন করে টেকসই মৎস্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম প্রবর্তনের লক্ষ্যে গ্রাম প্রতি ৩৫.০০ লক্ষ টাকা প্রদান কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

- সামুদ্রিক মৎস্যচাষ সম্প্রসারণে চাষ প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণের জন্য বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান/ গবেষককে ৩০টি প্রায়োগিক গবেষণা (সী উইড চাষ, মেরিকালচার, কাঁকড়া চাষ, মৎস্য ক্যান প্রডাক্ট ও মৎস্যজাত প্রডাক্টের ভ্যালু এডিশন প্রভৃতি) এর বিপরীতে ১৫.৮৪ কোটি টাকা ম্যাচিং গ্র্যান্ট প্রদান করা হয়েছে।

- সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের টেকসই ব্যবহার এবং ব্যবস্থাপনাসহ সামগ্রিক পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং ভবিষ্যত নীতি নির্ধারণে তৈরি করা হচ্ছে Marine Spatial Planning যা সামুদ্রিক সেক্টরের জন্য একটি মাইলফলক হিসেবে কাজ করবে।

- সর্বোপরি, 'গভীর সমুদ্রে টুনা ও সমজাতীয় পেলাজিক মাছ আহরণে পাইলট প্রকল্প' শীর্ষক একটি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে যা সুনীল অর্থনীতিতে নতুন মাত্রা সংযোজনের পাশাপাশি দেশের খাদ্য নিরাপত্তায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে। ২০২১-২২ অর্থবছরে সামুদ্রিক মাছের উৎপাদন হয়েছে ৭.০৬ লক্ষ মে.টন যা ২০১০-১১ অর্থবছরে মোট উৎপাদনের (৫.৪৬ লক্ষ মে.টন) চেয়ে ২৯.৩০ শতাংশ বেশি।

ইলিশের ভ্যালু এডেড প্রোডাক্ট

টুনা আহরণের ব্যবহৃত ভেসেল

৭.৬ বিল নার্সারি স্থাপন ও পোনা মাছ অবমুক্ত কার্যক্রম:

- প্রাকৃতিক জলাশয়ে আহরণযোগ্য মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং মৎস্যজীবীদের আর্থসামাজিক অবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক প্রতি বছর নির্বাচিত জলাশয়ে বিল নার্সারি স্থাপন করা হয়। এ ধারাবাহিকতায় ২০২২-২৩ অর্থবছরে রাজস্ব ও উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ১০৯১টি বিল নার্সারি স্থাপিত হয়েছে।

মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক পোনা অবমুক্তকরণ

✶ উন্মুক্ত জলাশয়ে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি, প্রাচুর্য সমৃদ্ধকরণ এবং প্রজাতি-বৈচিত্র্য সংরক্ষণের লক্ষ্যে উন্মুক্ত জলাশয়ে পোনা অবমুক্তি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে রাজস্ব ও উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ৩১৫.৬৮ মে.টন পোনামাছ অবমুক্ত করা হয়েছে।

৭.৭ মৎস্য অভয়াশ্রম স্থাপন ও জলজ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণঃ

✶ দেশীয় প্রজাতির মাছের বিলুপ্তি রোধ ও প্রাচুর্য রক্ষার্থে বর্তমানে দেশের বিভিন্ন নদ-নদী ও অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ে স্থাপিত ৫০০ টি অভয়াশ্রম সুফলভোগীদের ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত হচ্ছে। ২০২২-২৩ আর্থিক সালে রাজস্ব খাতের আওতায় ৩৮৯ টি মৎস্য অভয়াশ্রম মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়েছে। উন্নয়ন প্রকল্প হতে এ বছর ৮৩ টি নতুন অভয়াশ্রম স্থাপিত হয়েছে।

অভয়াশ্রম

✶ মৎস্য অভয়াশ্রম প্রতিষ্ঠার ফলে বিলুপ্তপ্রায় এবং বিপন্ন ও দুর্লভ প্রজাতির মাছের পুনরাবির্ভাব ও প্রাপ্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে। অভয়াশ্রমে দেশী মাছের পোনা অবমুক্তির ফলে দেশীয় প্রজাতির মাছের প্রচুরতাও বৃদ্ধি পেয়েছে।

৭.৮ মাছের আবাসস্থল উন্নয়নঃ

✶ জলাশয় সংস্কার, পুনঃখনন ও খননের মাধ্যমে দেশীয় মাছের আবাসস্থল পুনরুদ্ধারের পাশাপাশি জলাশয়ের পরিবেশ ও প্রতিবেশ উন্নয়নের লক্ষ্যে মৎস্য অধিদপ্তর বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

✶ এ ধারাবাহিকতায় বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় বিগত ১৫ বছরে প্রায় ৫ হাজার ৭৬০ হেক্টর অবক্ষয়িত জলাশয় পুনঃখনন ও সংস্কার করা হয়েছে।

উন্নয়নকৃত মৎস্য আবাসস্থল

✶ এসব জলাশয় উন্নয়নের ফলে মাছের উৎপাদন বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। খননকৃত জলাশয়ে দরিদ্র সুফলভোগীদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধিসহ সংশ্লিষ্ট সুফলভোগীদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে।

৭.৯ মানব সম্পদ উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান:

মৎস্য সেক্টরে নিয়োজিত সকল উন্নয়ন কর্মীসহ সংশ্লিষ্ট সকলের দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক নিয়মিতভাবে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প ও রাজস্ব খাতের আওতায় ৫৭৭১৪ (রাজস্ব-২৩৭০২ জন+প্রকল্প ৩৪০১২ জন) জন মৎস্যচাষি, মৎস্যজীবী, সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারী ও এনজিও কর্মীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

মানবসম্পদ উন্নয়নে পরিচালিত প্রশিক্ষণ

৮. টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDGs) বাস্তবায়ন সংক্রান্ত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম:

- মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক ২০০০ সালে গভীর সমুদ্রে ৬৯৮ বর্গ কি.মি. আয়তন বিশিষ্ট মেরিন রিজার্ভ এবং বন অধিদপ্তর কর্তৃক ১৭৩৮ বর্গ কি.মি. সংরক্ষিত এলাকাসহ সর্বমোট ২,৪৩৬ বর্গ কি.মি. এলাকা সংরক্ষিত এলাকা ঘোষণা করা হয়েছে যা বাংলাদেশের মোট সামুদ্রিক এলাকার (১,১৮,৮১৩ বর্গ কি.মি.) ২.০৫%;
- সরকার ২০১৯ সালে নিঝুম দ্বীপ ও তৎসংলগ্ন এলাকার ৩,১৮৮ বর্গ কি.মি. এলাকাকে এমপিএ/মেরিন রিজার্ভ হিসেবে ঘোষণা করায় মোট সংরক্ষিত এলাকার পরিমাণ হয়েছে ৫,৬২৪ (২,৪৩৬ বর্গ কি.মি. +৩,১৮৮বর্গ কি.মি.) বর্গকিলোমিটার যা মোট সামুদ্রিক এলাকার (১,১৮,৮১৩ বর্গ কি.মি.) ৪.৭৩%।
- সম্প্রতি নিঝুম দ্বীপ এমপিএ ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান মন্ত্রণালয় কর্তৃক চূড়ান্ত অনুমোদন হয়েছে। ২০২২ সালে পরিবেশ বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় কর্তৃক সেন্টমার্টিনের ১৭৪৩ বর্গ কি.মি. এলাকাকে সেন্টমার্টিন মেরিন প্রটেক্টেড এরিয়া হিসেবে ঘোষণা করায় মোট সংরক্ষিত এলাকার পরিমাণ হয়েছে ৭৩৬৭ (৫৬২৪+১৭৪৩) বর্গ কিলোমিটার যা মোট সামুদ্রিক এলাকার ৬.২০%। এছাড়াও টেকনাফের নাফ নদীর মোহনার একটি অংশকে সামুদ্রিক সংরক্ষিত এলাকা হিসেবে ঘোষণার বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। সম্প্রতি মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক নিঝুমদ্বীপ সামুদ্রিক সংরক্ষিত এলাকা এর ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে।

৯. বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির (APA) বাস্তবায়ন অগ্রগতি:

- একটি কার্যকর, দক্ষ ও গতিশীল প্রশাসনিক ব্যবস্থার অপরিহার্যতার কথা বিবেচনায় এনে সরকারি কাজে স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা বৃদ্ধি, সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ এবং প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা উন্নয়নের জন্য সরকারি দপ্তরে কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।
- ২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে ৪টি কৌশলগত উদ্দেশ্য এর বিপরীতে মৎস্যচাষ ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক ১৭টি, সামুদ্রিক মৎস্যচাষ ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক ৬টি এবং মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্যের মাননিয়ন্ত্রণ সংশ্লিষ্ট ৫টি কার্যক্রমসহ মোট ২৮টি কার্যক্রমের জন্য লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। সকলের সম্মিলিত প্রয়াস ও মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রমসমূহের সফল বাস্তবায়নের ফলে লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে গত বছরের ন্যায় শতভাগ অর্জন হয়েছে এবং স্ব-মূল্যায়ন প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

১০. অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির বিবরণঃ

- মৎস্য অধিদপ্তর ও এর অধীনস্থ সকল দপ্তরের অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তিসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে মৎস্য অধিদপ্তর এর অডিট শাখা এবং কল্যাণ শাখা বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তিসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে দ্বিপক্ষীয় ও ত্রিপক্ষীয় সভা আয়োজনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।
- অধিদপ্তরের পেনশনারদের ধারাবাহিক চাকুরি বিবরণী অনুযায়ী অডিট আপত্তি ও নিষ্পত্তি সংক্রান্ত তথ্যাদির সারসংক্ষেপ প্রতিবেদন প্রদান করা হয়। এছাড়াও মন্ত্রণালয় ও অডিট অধিদপ্তরের সাথে মৎস্য অধিদপ্তর সার্বক্ষণিক সমন্বয় সাধন করে থাকে। ১ জুলাই, ২০২২ থেকে ৩০ জুন, ২০২৩ পর্যন্ত মোট অডিট আপত্তির সংখ্যা ১১০৮টি, মোট টাকার পরিমাণ ৪৮.৭৬ কোটি টাকা এবং ব্রডশিটে প্রেরিত জবাবের সংখ্যা ২২৫ টি।

১১. স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ, আইসিটি/ডিজিটালাইজেশন কার্যক্রম ও ইনোভেশনঃ

১১.১ মৎস্য অধিদপ্তরের ডিজিটালাইজেশন কার্যক্রমের আওতায় ই-রিক্রুটমেন্ট ব্যবস্থাপনা, জেলেদের ডাটাবেইজ প্রস্তুত ও ডিজিটাল আইডি কার্ড প্রদান, ই-নথি ব্যবস্থাপনা, ই-প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনা, ই-প্রকিউরমেন্ট/ ই-জিপি, ডিজিটাল কন্টেন্ট ও ই-বুক প্রস্তুত এবং ওয়েবসাইটে লিংক সংযোজন, অটোমেটেট হাজিরা সিস্টেম প্রচলন, পারসোনেল ডেটা শীট সিস্টেম প্রচলন, ভিডিও কনফারেন্সিং স্থাপন, দাপ্তরিক ই-মেইল সিস্টেম ডেভেলপ করা হয়েছে। স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ ও চতুর্থ শিল্প বিপ্লবে মৎস্য সেক্টরকে সামিল করার নিমিত্ত চিংড়ি খামারে স্বয়ংক্রিয়ভাবে পানি পরীক্ষা ও পরামর্শ প্রদান, ড্রোনের সাহায্যে খাদ্য প্রদান এবং রিসাইক্লিং পদ্ধতিতে খামার অটোমেশনের নিমিত্ত প্রকল্প গ্রহণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

১১.২ মৎস্যখাত সংক্রান্ত ইনোভেশন:

★ মৎস্য অধিদপ্তরের ইনোভেশন কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে ২০২২-২৩ অর্থবছরের জন্য বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। অধিদপ্তরের মোট ইনোভেশন সংখ্যা ৫৫টি যার মধ্যে ২টি উদ্ভাবনী উদ্যোগ জাতীয় পর্যায়ে পুরস্কারপ্রাপ্ত। উদ্ভাবন কার্যক্রমকে গতিশীল করার লক্ষ্যে ২৫ জন উদ্ভাবককে ইনোভেশন ফান্ড প্রদান করা হয়েছে। মাঠ পর্যায়ে ১টি নতুন উদ্ভাবনী উদ্যোগ পরিদর্শন করা হয়েছে। মৎস্য অধিদপ্তরের প্রতিষ্ঠিত কল সেন্টারের মাধ্যমে অফিস সময়ে সেবা প্রদান করা হচ্ছে যার হটলাইন নম্বর ১৬১২৬।

১১.৩ মোবাইল অ্যাপ সম্পর্কিত তথ্যাদি:

মৎস্য অধিদপ্তরের নিম্নবর্ণিত ৪ টি মোবাইল অ্যাপ রয়েছে:

ক. মৎস্য পরামর্শ/ফিস অ্যাডভাইস:

★ মৎস্য অধিদপ্তর ও এটুআই প্রোগ্রামের উদ্যোগে Fish Advice/মৎস্য পরামর্শসেবা নামক অ্যাপসের মাধ্যমে মৎস্যচাষি/ সুফলভোগী বিনা খরচে বিনা পরিশ্রমে সহজে ঘরে বসে মৎস্য বিষয়ক বিভিন্ন চাষ পদ্ধতি, রোগবালাই ছবিসহ সমাধান ও মৎস্যচাষ বিষয়ক যাবতীয় পরামর্শ ও তাৎক্ষণিক সমস্যার সমাধান পেয়ে যাচ্ছেন। ১৩ এপ্রিল ২০১৬ খ্রি. তারিখে সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক উদ্বোধনের মাধ্যমে সমগ্র দেশে সেবাটি চালু রয়েছে।

খ. মৎস্য চাষি বার্তা:

★ ক্ষুদে বার্তার মাধ্যমে চাষিকে নিয়মিত ও জরুরি মুহূর্তে প্রয়োজনীয় সেবা প্রদান করা যায়। যেমন, (১) পুকুর প্রস্তুতির সময় ও পদ্ধতি; (২) পোনা ছাড়ার সময়; (৩) পোনার সংখ্যা; (৪) ভাল পোনার গুরুত্ব; (৫) সুস্থ পোনা চেনার উপায়; (৬) ভাল পোনার উৎস; (৭) খাদ্য ব্যবস্থাপনা; (৮) রোগ প্রতিরোধে করণীয়; (৯) মাছ বিক্রয়ের উপযুক্ত সময় ইত্যাদি বিষয় চাষিকে ছোট ছোট মোবাইল বার্তার মাধ্যমে অগ্রিম/চলতি পরামর্শ দেয়া যায়। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ২৮.০২.২০১৮ খ্রি. তারিখে মৎস্য চাষি বার্তা মোবাইল অ্যাপসটির উদ্বোধন করেন।

গ. ড. ফিশ.:

✶ ড. ফিশ মোবাইল অ্যাপসের মাধ্যমে মৎস্য চাষিরা ভিডিও কলের মাধ্যমে উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার সাথে কথা বলতে পারবেন এবং তাদের সমস্যার সমাধান করাতে পারবেন। এ সেবাটি গ্রহণ করার জন্য চাষির কোন প্রকার ব্যয় হবে না। ইতিমধ্যে গুগল পে স্টোরে অ্যাপসটি আপলোড করা হয়েছে।

ঘ. মৎস্য চাষি স্কুল:

✶ মৎস্য চাষি স্কুল অ্যাপসে মাছ চাষ ব্যবস্থাপনার মধ্যে রয়েছে পুকুর ব্যবস্থাপনা, পোনা সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনা, পুকুর প্রস্তুতি, চুন ও সার প্রয়োগ মাত্রা, বিভিন্ন ওষুধ প্রয়োগের নিয়ম ও মাত্রা, রাক্ষুসে ও অবাঞ্চিত মাছ অপসারণের পদ্ধতি, আগাছা পরিষ্কার করার পদ্ধতি, মাছের বিভিন্ন রোগ ও তার প্রতিকার, চিংড়ি চাষ পদ্ধতি। এই অ্যাপে অনলাইন চ্যাট সাপোর্ট সার্ভিস রয়েছে। ই-মেইল এর মাধ্যমেও এসব সেবা প্রদান করা হয়ে থাকে

১২. জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল চর্চার বিবরণ:

❖ মৎস্য অধিদপ্তরের আওতায় ২০২২-২৩ অর্থবছরে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের নিমিত্ত কর্ম-পরিকল্পনা অনুযায়ী নিয়মিত নৈতিকতা কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ শতভাগ অর্জিত হয়েছে।

❖ ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ৮০২ জন কর্মকর্তা-কর্মচারিকে শুদ্ধাচার বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজনের অংশগ্রহণে প্রধান কার্যালয় ও আঞ্চলিক কার্যালয়সমূহে লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ৪টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

- অধিদপ্তরীয় সকল কাজে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা হচ্ছে এবং জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণে কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। মৎস্য অধিদপ্তরের ২০২২-২৩ অর্থবছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী প্রায় শতভাগ কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে

১৩. অভিযোগ/ অসন্তুষ্টি নিষ্পত্তির ব্যবস্থা:

- মৎস্য অধিদপ্তরের সদর দপ্তরসহ ভবনের নীচ তলায় সহজে দৃষ্টিগোচর হয় এমন স্থানে অভিযোগ বাক্স স্থাপন করা হয়েছে। অভিযোগ বাক্সে প্রাপ্ত অভিযোগ দ্রুত নিষ্পত্তি করার বিষয়ে গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।
- অভিযোগ নিষ্পত্তির জন্য কমিটি গঠন করা হয়েছে এবং প্রাপ্ত অভিযোগ দ্রুত নিষ্পত্তি করার বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনার আলোকে প্রাপ্ত অভিযোগ নিষ্পত্তির পাশাপাশি নিয়মিতভাবে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ে প্রতিবেদন প্রেরণ করা হচ্ছে।

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনার আওতায় আয়োজিত গণশুনানী

১৪. উপসংহার:

বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ২০৩০, রূপকল্প ২০৪১, ডেল্টা প্ল্যান ২১০০ সহ সকল ক্ষেত্রে ইপ্সিত লক্ষ্য অর্জনে সম্ভাবনাময় খাত হিসেবে মৎস্য সেক্টর এগিয়ে চলেছে। মৎস্য অধিদপ্তর ক্ষুধা, দারিদ্র্যমুক্ত, সুখী-সমৃদ্ধ ও স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে অঙ্গীকারাবদ্ধ। মৎস্য খামার যান্ত্রিকীকরণসহ চলমান বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে জলজ পরিবেশের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির মাধ্যমে মৎস্য উৎপাদন ২০৪১ সাল নাগাদ ৮৫ লক্ষ মে.টনে উন্নীত হবে বলে আশা করা যায়। মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে সূচিত হবে মৎস্যজীবী ও মৎস্যচাষি জনগোষ্ঠীর আর্থসামাজিক উন্নয়ন, অর্জিত হবে সরকারের দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি এবং বৃদ্ধি পাবে মৎস্যখাতে রপ্তানি আয় এবং স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের অগ্রযাত্রায় এগিয়ে যাবে বাংলাদেশ।

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর
www.dls.gov.bd

১. ভূমিকা:

স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সূচিত পথ ধরে তাঁরই সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার যোগ্য নেতৃত্বে বাংলাদেশের টেকসই উন্নয়ন অগ্রযাত্রা, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি, খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা, আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং সর্বোপরি দারিদ্র হ্রাসকরণে প্রাণিসম্পদ খাতের অবদান অনস্বীকার্য। সরকারের ধারাবাহিক প্রচেষ্টায় মাংস ও ডিম উৎপাদনে বাংলাদেশ স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে এবং দুধ উৎপাদনে আশাব্যাঞ্জক অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। বিগত ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে জিডিপিতে স্থিরমূল্যে প্রাণিসম্পদ খাতের অবদান ১.৮৫%, প্রবৃদ্ধির হার ৩.২৩% ও চলতি মূল্যে জিডিপি'র আকার ৭৩,৫৭১ কোটি টাকা। কৃষিজ জিডিপি'তে প্রাণিসম্পদ খাতের অবদান ১৬.৫২% (বিবিএস, ২০২৩)। জনসংখ্যার প্রায় ২০% প্রত্যক্ষ এবং ৫০% পরোক্ষভাবে প্রাণিসম্পদ খাতের ওপর নির্ভরশীল। দেশের ক্রমবর্ধমান প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর ২০৪১ সালের মধ্যে গবাদিপশু এবং হাঁস-মুরগির রোগ নিয়ন্ত্রণ ও নির্মূল এবং টেকসই জাত উন্নয়নের মাধ্যমে দুধ, মাংস ও ডিম উৎপাদনে কাংখিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। সর্বোপরি, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর পর্যাপ্ত বিনিয়োগ, দক্ষ ও প্রশিক্ষিত জনশক্তি নিয়োগ, সক্ষমতা বৃদ্ধি, ভ্যালু চেইন ব্যবস্থার উন্নয়ন, প্রযুক্তিগত সহায়তা বৃদ্ধি, পিপিপি এবং আন্তর্জাতিক অংশীদারিত্বের মাধ্যমে ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDG) অর্জন এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে রূপান্তরের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে।

২. রূপকল্প (Vision):

সকলের জন্য পর্যাপ্ত, নিরাপদ ও মানসম্পন্ন প্রাণিজ আমিষ সরবরাহকরণ।

৩. অভিলক্ষ্য (Mission):

প্রাণিসম্পদের উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং মূল্য সংযোজনের (Value Addition) মাধ্যমে প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণ।

৪. লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য (Aims and Objectives):

- গবাদি পশু-পাখির রোগ প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ ও নির্মূল;
- গবাদি পশু-পাখির উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি;
- মানবসম্পদ উন্নয়ন ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি;
- নিরাপদ প্রাণিজাত পণ্যের (দুধ, মাংস ও ডিম) উৎপাদন ও রপ্তানী বৃদ্ধিতে সহায়তা;
- গবাদি পশু-পাখির জেনেটিক রিসোর্স সংরক্ষণ ও উন্নয়ন।

৫. প্রধান কার্যাবলী (Main Functions):

- গবাদি পশু-পাখির চিকিৎসা, রোগ প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ ও নির্মূল;
- গবাদি পশু-পাখির রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা;
- দুধ, মাংস ও ডিমের উৎপাদন বৃদ্ধি;
- গবাদি পশু-পাখির কৃত্রিম প্রজনন সম্প্রসারণ;
- গবাদি পশু-পাখির পুষ্টি উন্নয়ন;
- গবাদি পশু-পাখির জাত উন্নয়ন;
- প্রাণিসম্পদ উৎপাদন উপকরণ ও প্রাণিজাত খাদ্যের মাননিয়ন্ত্রণ;
- প্রাণিজাত পণ্য রপ্তানির মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন;
- গবাদি পশু-পাখির খামার ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন;
- গবাদি পশু-পাখির কৌলিকমান সংরক্ষণ ও উন্নয়ন;
- প্রাণিসম্পদ সম্পর্কিত গবেষণা ও উন্নয়ন;
- প্রাণিসম্পদ সংক্রান্ত আইন, বিধিমালা ও নীতিমালা প্রণয়ন, হালনাগাদকরণ এবং বাস্তবায়ন;
- প্রাণিসম্পদ বিষয়ে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মানবসম্পদ উন্নয়ন।

৬. সাংগঠনিক কাঠামো:

বর্তমানে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরে বিদ্যমান জনবল ১৩,০৫২ জন। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়সহ ০৮টি বিভাগীয়, ৬৪ টি জেলা, ৪৯২টি উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তরের পাশাপাশি ০১টি কেন্দ্রীয় রোগ অনুসন্ধান গবেষণাগার, ০১টি কেন্দ্রীয় ভেটেরিনারি হাসপাতাল, ০১টি কেন্দ্রীয় প্রাণিপুষ্টি গবেষণাগার এবং ০২টি প্রাণিসম্পদ গবেষণা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। তাছাড়া, ৬৪টি জেলা ভেটেরিনারি হাসপাতাল, ০৯টি আঞ্চলিক রোগ অনুসন্ধান গবেষণাগার, ০১টি প্রাণিজাত খাদ্যের মাননিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরি, ০১টি ভেটেরিনারি পাবলিক হেলথ ল্যাবরেটরি, ২টি চিড়িয়াখানা, ২৪টি কোয়ারেনটাইন ষ্টেশন, ৬৪ টি জেলা কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্রের পাশাপাশি ৪৪৬৪টি কৃত্রিম প্রজনন উপকেন্দ্র রয়েছে। মানবসম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে ০১টি বিসিএস লাইভষ্টক একাডেমি, ০২টি ভেটেরিনারি ট্রেনিং ইনস্টিটিউট এবং ০২টি লাইভস্টক ট্রেনিং ইনস্টিটিউট রয়েছে। আধুনিক পদ্ধতিতে গবাদিপশু পালন বিষয়ে খামারীদের অবহিত করার জন্য ৫৯টি হাঁস-মুরগির খামার, ০৭টি দুগ্ধ ও গবাদিপশু উন্নয়ন খামার, ০৩টি মহিষের খামার, ০১টি শুকরের খামার, ০৭টি ছাগল উন্নয়ন খামার এবং ০৪টি ভেড়ার খামার রয়েছে। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগের জন্য একটি নতুন জনবল কাঠামো (অর্গানোগ্রাম) ২০২০ সালে অনুমোদিত হয়েছে। নতুন জনবল কাঠামো অনুযায়ী অনুমোদিত জনবল নিয়োগ দেয়ার কার্যক্রম চলমান আছে।

৭. ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে অর্জিত সাফল্য সমূহের বর্ণনা:

৭.১. দুধ, মাংস ও ডিমের উৎপাদন বৃদ্ধি:

৭.১.১. দুধ উৎপাদন:

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর দুধের টেকসই উৎপাদন নিশ্চিতকল্পে গবাদিপশুর জাত উন্নয়ন, দুধ ও দুগ্ধজাত পণ্যের বাজার ব্যবস্থা জোরদারকরণ, দুগ্ধ জাতীয় পণ্যের মাননিয়ন্ত্রণ ও সহজলভ্যতা নিশ্চিত করা এবং স্কুল ফিডিং

এর মাধ্যমে দুধ পানের অভ্যাস গড়ে তোলার জন্য সুদূরপ্রসারী কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। প্রতিবছর ১ জুন "দুধ পানের অভ্যাস গড়ি, পুষ্টি চাহিদা পূরণ করি" প্রতিপাদ্য বিষয় নিয়ে বিশ্ব দুগ্ধ দিবস পালন করা হয়। বাংলাদেশকে দুগ্ধ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার লক্ষ্যে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করেছে। দেশের ডেইরি শিল্পের উন্নয়নে বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে (৪২৮০ কোটি টাকা) "প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প" এর মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, বাজারজাতকরণ, ভ্যালু চেইন উন্নয়ন, ক্যাটেল ইন্সুরেন্স চালুকরণ এবং দুধের ভোক্তা সৃষ্টির কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। বিগত ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে সরকারি ও বেসরকারি দুগ্ধ খামারে মোট দুধ উৎপাদিত হয়েছে ১৪০.৬৮ লক্ষ মেট্রিক টন এবং দুধের প্রাপ্যতা বেড়ে ২২১.৮৯ মিলি/দিন/জন এ উন্নীত হয়েছে।

বিশ্ব দুগ্ধ দিবস উদযাপন ও ডেইরি আইকন সেলিব্রেশন:

দুধের টেকসই উৎপাদন নিশ্চিতকল্পে গবাদিপশুর জাত উন্নয়ন, দুধ ও দুগ্ধজাত পণ্যের বাজার ব্যবস্থা জোরদারকরণ, দুগ্ধ জাতীয় পণ্যের মাননিয়ন্ত্রণ ও সহজলভ্যতা নিশ্চিত করা এবং দুধ পানের অভ্যাস গড়ে তোলার লক্ষ্যে 'টেকসই দুগ্ধ শিল্প, সুস্থ মানুষ, সবুজ পৃথিবী' প্রতিপাদ্যে গত ১ জুন ২০২৩ তারিখে দেশব্যাপী দুগ্ধ দিবস উদযাপন করা হয়েছে। দিবসটি উপলক্ষ্যে ঢাকার এগারটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে স্কুল মিল্ক ফিডিং কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। দেশের ডেইরি শিল্পের বিকাশ ও দুগ্ধ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে উক্ত দিবসে ৪১ জন ডেইরি আইকনকে পুরস্কার ও সম্মাননা স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে।

বিশ্ব দুগ্ধ দিবস উপলক্ষ্যে বর্ণাঢ্য র‍্যালী, আলোচনা সভা, ডেইরি আইকন সেলিব্রেশন ও সম্মাননা প্রদান

স্কুল মিল্ক ফিডিং:

নিরাপদ ও পুষ্টিকর দুগ্ধজাত পণ্য গ্রহণের জন্য সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় দেশব্যাপী ৩০০টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীকে বছরব্যাপী তরল দুধ পান করানো হয়েছে এবং এ কার্যক্রম চলমান আছে।

স্কুল মিল্ক ফিডিং উদ্বোধনী অনুষ্ঠান

দুধ উৎপাদন ও প্রাপ্যতার বিগত ৫ বছরের তুলনামূলক চিত্র:

প্রাণিজাত পণ্য		অর্থবছর				
		২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩
উৎপাদন	দুধ (লাখ মেট্রিক টন)	৯৯.২৩	১০৬.৮০	১১৯.৮৫	১৩০.৭৪	১৪০.৬৮
প্রাপ্যতা	দুধ (মিলি/জন/দিন)	১৬৫.০৭	১৭৫.৬৩	১৯৩.৩৮	২০৮.৬১	২২১.৮৯

৭.১.২. মাংস উৎপাদন:

নূন্যতম প্রাপ্যতার ভিত্তিতে বর্তমানে বাংলাদেশ মাংস উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ। গত ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে মাংস উৎপাদিত হয়েছে মোট ৮৭.১০ লাখ মেট্রিক টন এবং মাংসের প্রাপ্যতা বেড়ে ১৩৭.৩৮ গ্রাম/দিন/জন এ উন্নীত হয়েছে। বিগত কয়েক বছর ধরে কোরবানির জন্য গবাদিপশু আমদানির কোন প্রয়োজন হয়নি। সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগে খামারিরা আগের তুলনায় গবাদিপশু হৃষ্টপুষ্টকরণে বেশ উৎসাহিত, যার দৃশ্যমান প্রতিফলন হয়েছে ২০২৩ খ্রিস্টাব্দের ঈদ-উল-আযহার গবাদিপশুর হাটগুলোতে, শতভাগ দেশী গরুতে বদলে গেছে গবাদি-পশুর হাট, লাভবান হচ্ছে খামারিরা। গবাদিপশুর জাত উন্নয়ন, ব্রাহমা জাতের মাংস উৎপাদনক্ষম গরুর সংযোজন ও সম্প্রসারণ এবং ব্যাপকহারে গরু হৃষ্টপুষ্টকরণের মাধ্যমে দেশের চাহিদা শতভাগ পূরণ করে বিদেশে রপ্তানি করার সুদূরপ্রসারী কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

মাংস উৎপাদন ও প্রাপ্যতার বিগত ৫ বছরের তুলনামূলক চিত্র:

প্রাণিজাত পণ্য		অর্থবছর				
		২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩
উৎপাদন	মাংস (লাখ মেট্রিক টন)	৭৫.১৪	৭৬.৭৪	৮৪.৪০	৯২.৬৫	৮৭.১০
প্রাপ্যতা	মাংস (গ্রাম/জন/দিন)	১২৪.৯৯	১২৬.২০	১৩৬.১৮	১৪৭.৮৪	১৩৭.৩৮

৭.১.৩. ডিম উৎপাদনঃ

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ডিম উৎপাদিত হয়েছে মোট ২৩৩৭.৬৩ কোটি এবং ডিমের প্রাপ্যতা বেড়ে ১৩৪.৫৮ টি/জন/বছর এ উন্নীত হয়েছে। প্রতি বছরের ন্যায় এবারও গত ১৪ অক্টোবর, ২০২২ তারিখে 'প্রতিদিন একটি ডিম, পুষ্টিময় সারাদিন' প্রতিপাদ্য বিষয়ের উপর গুরুত্বারোপ করে পালিত হয়েছে বিশ্ব ডিম দিবস। প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণ, সুস্থ, সবল ও মেধাবী জাতি গঠন এবং সর্বোপরি ডিমের গুণাগুণ সর্ম্পকে জনসচেতনতা বাড়ানোর লক্ষ্যে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর দেশব্যাপী যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে ১৯৯৬ সাল থেকে দিবসটি পালন করে আসছে।

"বিশ্ব ডিম দিবস" ২০২২ উদযাপন উপলক্ষ্যে বর্ণাঢ্য র‍্যালী, উদ্বোধন ও ডিম বিতরণ

ডিম উৎপাদন ও প্রাপ্যতার বিগত ৫ বছরের তুলনামূলক চিত্রঃ

প্রাণিজাত পণ্য		অর্থবছর				
		২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩
উৎপাদন	ডিম (কোটি)	১৭১১.০০	১৭৩৬.০০	২০৫৭.৬৪	২৩৩৫.৩৫	২৩৩৭.৬৩
প্রাপ্যতা	ডিম (টি/জন/বছর)	১০৩.৮৯	১০৪.২৩	১২১.১৮	১৩৬.০১	১৩৪.৫৮

৭.২. কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম সম্প্রসারণ ও গবাদিপশুর জাত উন্নয়ন:

৭.২.১. দেশীয় গবাদিপশুর জাত উন্নয়ন ও উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে বর্তমানে সমগ্র দেশে কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে প্রাণিসম্পদের উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সাথে গবাদিপশুর উৎপাদনশীলতাও বৃদ্ধি পেয়েছে।

৭.২.২. প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর মোট ৪৪৬৪টির বেশি কৃত্রিম প্রজনন উপকেন্দ্র/পয়েন্ট স্থাপনের মাধ্যমে দেশব্যাপী কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। গবাদিপশুর জাত উন্নয়নে ২০২২- ২০২৩ অর্থবছরে উৎপাদিত সিমেন এর পরিমাণ ছিল ৪৬.২৬ লক্ষ মাত্রা, পাশাপাশি কৃত্রিম প্রজননকৃত গাভীর সংখ্যা ৪২.৪৫ লক্ষ। কৃত্রিম প্রজননকৃত এ সকল গাভী হতে ১৬.৫৩ লক্ষ সংকর জাতের বাচ্চা জন্ম নিয়েছে।

৭.২.৩. গবাদিপশুর জাত উন্নয়নের মাধ্যমে দুধ ও মাংসের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে দেশে প্রথম প্রুভেন বুল (Proven Bull) ঘোষণা করা হয়েছে। বর্তমানে প্রুভেন বুল এর সংখ্যা ০৯টি। এ সকল প্রুভেন বুল থেকে উৎপাদিত সিমেন জাত উন্নয়নে সমগ্র দেশে প্রেরন করা হচ্ছে। একইসাথে, গবাদিপশুর উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০২২-২০২৩ অর্থবছর পর্যন্ত প্রুভেন বুল তৈরীর লক্ষ্যে ৫০টি উচ্চ জেনেটিক বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন ব্রিডিং বুল উৎপাদন করা সম্ভব হয়েছে।

কেন্দ্রীয় গো-প্রজনন কেন্দ্র, সাভার, ঢাকায় উৎপাদিত বাংলাদেশের সর্বপ্রথম প্রুভেন বুল

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রমের আওতায় সিমেন উৎপাদন, কৃত্রিম প্রজনন এবং সংকর জাতের বাছুর উৎপাদনের ৫ বছরের তুলনামূলক চিত্রঃ

গবাদিপশুর জাত উন্নয়নে কার্যক্রম	অর্থবছর				
	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩
সিমেন উৎপাদন (লক্ষ ডোজ)	৪৪.৫১	৪৬.৭৪	৪৪.৪২	৪৫.১৭	৪৬.২৬
কৃত্রিম প্রজননকৃত গাভীর সংখ্যা (লক্ষ)	৪১.২৮	৪৪.৪১	৪৩.৮১	৪২.৩৪	৪২.৪৫
সংকর জাতের গবাদিপশুর বাছুর উৎপাদন (লক্ষ)	১৩.১২	১৪.৭৮	১৬.৪৪	১৬.৬২	১৬.৫৩

৭.৩. গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির চিকিৎসা প্রদান, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও সম্প্রসারণ কার্যক্রমঃ

৭.৩.১. চিকিৎসা কার্যক্রমঃ

গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির রোগের প্রকোপ প্রতিরোধে চিকিৎসা কার্যক্রম জোরদারকরণ করা হয়েছে। প্রতি বছরের ন্যায় গত ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে সারাদেশে প্রায় ১০২.১১ মিলিয়ন হাঁস-মুরগি, প্রায় ১২.৫২ মিলিয়ন গবাদিপশু এবং ৬৩,৭৪৫টি পোষাপ্রাণির চিকিৎসা প্রদান করা হয়েছে, যার ফলে দেশের প্রাণিস্বাস্থ্য সুরক্ষা এবং উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে।

গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির চিকিৎসা প্রদান সংক্রান্ত বিগত ৫ বছরের চিত্র (মিলিয়ন):

কর্মকাণ্ড	অর্থবছর				
	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩
গবাদিপশুর চিকিৎসা (সংখ্যা)	১১.৯৫	১০.৩০	১০.৯০	১১.৬৮	১২.৫২
হাঁস-মুরগির চিকিৎসা (সংখ্যা)	৯১.৫৯	৯০.৩০	৯৮.৪০	১০২.৮৫	১০২.১১

৭.৩.২. জুনোটিক এবং ইমার্জিং ও রি-ইমার্জিং রোগ নিয়ন্ত্রণঃ

বিশ্বের বহুদেশে পশুপাখি থেকে রোগ মানুষে ছড়িয়ে পড়ছে। বিশেষ করে এ্যানথ্রাক্স, বার্ড ফ্লু, সোয়াইন ফ্লু, জলাতংক, নিপা ভাইরাসসহ অনেক জুনোটিক রোগ ক্রমান্বয়ে পশু-পাখি থেকে মানুষে ছড়িয়ে পড়ছে। জুনোটিক রোগসমূহ পশু থেকে মানুষে যাতে ছড়িয়ে পড়তে না পারে সে জন্য প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর রোগ নিয়ন্ত্রণ এবং নির্মূলের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। অধিকন্তু ট্রান্সবাউন্ডারি প্রাণিরোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণকল্পে দেশের জল, স্থল ও বিমানবন্দরসমূহে মোট ২৪ টি কোয়ারেন্টাইন স্টেশন প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। বর্তমানে কোয়ারেন্টাইন স্টেশনগুলোতে কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

৭.৩.৩. টিকা উৎপাদন ও সম্প্রসারণঃ

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের গবেষণা প্রতিষ্ঠান হতে উৎপাদিত গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির ১৭টি রোগের প্রায় ৩২৮.৬৭ মিলিয়ন ডোজ টিকা প্রয়োগ করা হয়েছে, যা দিয়ে সারা দেশের প্রাণিস্বাস্থ্য সুরক্ষা এবং উৎপাদন বৃদ্ধি নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছে।

গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির টিকা উৎপাদন ও টিকা প্রদান সংক্রান্ত বিগত ৫ বছরের চিত্র (মিলিয়ন):

কর্মকাণ্ড	অর্থবছর				
	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২০২৩
গবাদিপশুর টিকা উৎপাদন (সংখ্যা)	১৮.৭৬	২২.০৫	২৩.১৪	২৩.৭৫	২৭.০০
পোল্ট্রির টিকা উৎপাদন (সংখ্যা)	২৫৬.১০	২৫৫.৪৩	২৮৭.০৯	২৯৬.৭২	৩০১.৬৭
গবাদিপশুর টিকা প্রদান (সংখ্যা)	১৬.৫৩	১৮.৪৯	২২.১০	২৫.১৮	২৭.১৫
হাঁস-মুরগির টিকা প্রদান (সংখ্যা)	২৪১.৪৮	২৪৯.৪৪	২৮৯.৫০	২৯৪.০৩	৩০১.০২

৭.৪. সরকারি খামারসমূহে গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির বাচ্চা উৎপাদন:

৭.৪.১. গরু, ছাগল ও মহিষের বাচ্চা উৎপাদন:

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরাধীন খামারসমূহে গরুর ৮৬৩টি বাছুর, ১৬৭২ টি ছাগলের বাচ্চা এবং ৬৫টি মহিষের বাচ্চা উৎপাদিত হয়েছে। সরকারি ছাগল উন্নয়ন খামার হতে ৮৬৪টি প্রজনন পাঁঠা বিতরণ করা হয়েছে।

৭.৪.২. হাঁস-মুরগির বাচ্চা ও ডিম উৎপাদন:

অধিদপ্তরাধীন ৫০টি হাঁস-মুরগির খামারে ৩৮.৬৭ লক্ষ হাঁস-মুরগির বাচ্চা উৎপাদিত হয়েছে। তন্মধ্যে, রেয়ারিং খামারগুলিতে ৫.৩১ লক্ষ হাঁস-মুরগির বাচ্চা পালন করা হয়েছে। অবশিষ্ট ১ দিনের ফাওমি ও সোনালি জাতের মুরগির বাচ্চা এবং ২১টি হাঁসের হ্যাচারি থেকে খাঁকি ক্যাম্বেল, জেনডিং ও বেইজিং জাতের হাঁসের বাচ্চা উৎপাদন করে কৃষকদের কাছে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হ্রাসকৃত মূল্যে বিক্রয় করা হয়েছে।

আঞ্চলিক হাঁস প্রজনন খামার ময়মনসিংহে হাঁস পালনের খন্ডচিত্র

৭.৪.৩. দুধ ও ডিম উৎপাদনঃ

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে সরকারি ডেইরি খামারসমূহ হতে ১২.৯৪ লক্ষ লিটার দুধ উৎপাদিত হয় এবং হাঁস-মুরগির খামার হতে ১০০.৯০ লক্ষ ডিম উৎপাদিত হয়। ডেইরি খামার থেকে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত মূল্যে জনসাধারণের মধ্যে তরল দুধ বিক্রি করার পাশাপাশি খামারিদের খামার স্থাপনের পরামর্শ প্রদানসহ বিনামূল্যে ঘাসের কাটিং বিতরণ করা হয়।

৭.৫. প্রাণিপুষ্টি গবেষণাগার প্রদত্ত পশুখাদ্য বিশ্লেষণ সেবা প্রদানঃ

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরাস্থিত কেন্দ্রীয় প্রাণিপুষ্টি গবেষণাগার থেকে পশুখাদ্য বিশ্লেষণ বিশেষ করে পশুখাদ্যে আর্দ্রতা, আমিষ, ক্যালসিয়াম, ফসফরাস ও ক্যালরির পরিমাণ নির্ণয় করা হয়। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে বিশেষণকৃত পশুখাদ্য নমুনার সংখ্যা ছিল ৪৬১৫টি এবং বিশেষণকৃত পুষ্টি উপাদানের সংখ্যা ছিল ১৩৭৩২টি। পশুখাদ্যে উপকরণ, বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদিত পশুখাদ্যের ফিড এডিটিভস এর গুণগত মাননিয়ন্ত্রণ এবং পুষ্টিমান নিশ্চিতকল্পে প্রাণিসম্পদ উৎপাদন উপকরণ ও প্রাণিজাত খাদ্যের মাননিয়ন্ত্রণ গবেষণাগারের কার্যক্রম চালমান আছে।

সাভারে অবস্থিত প্রাণিসম্পদ উৎপাদন উপকরণ ও প্রাণিজাত খাদ্যের মাননিয়ন্ত্রণ গবেষণাগার

৭.৬. চলমান উন্নয়ন প্রকল্পঃ

প্রাণিসম্পদের কাঙ্খিত ও সহনশীল উন্নয়নের লক্ষ্যে বর্তমান সরকার প্রথম থেকেই বিনিয়োগ বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ১৩টি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে। এ সকল প্রকল্পের আওতায় প্রাণিজ আমিষের টেকসই উৎপাদন নিশ্চিত করার পাশাপাশি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, বাজার ব্যবস্থা জোরদারকরণ, প্রাণিজাত পণ্যের Value Addition এবং পশু বীমা চালু করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। টেকসই উৎপাদন ব্যবস্থা নিশ্চিত করার মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলাদেশ দুধ, মাংস ও ডিমে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের পাশাপাশি মেধাবী জাতি গঠনে কার্যকর ভূমিকা পালন করবে এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার স্বপ্নের বাংলাদেশ ২০৪১ সালের মধ্যেই উন্নত দেশে পরিণত হবে।

৭.৭. রমজান মাস ও পবিত্র ঈদুল আযহা উপলক্ষে প্রাণিসম্পদ অধিপ্তরের কার্যক্রম:

পবিত্র রমজান মাস উপলক্ষ্যে নিম্ন আয়ের মানুষের নিরাপদ প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণ ও দ্রব্যমূল্য সহনীয় রাখার লক্ষ্যে ঢাকা মহানগরীর ২০ টি স্থানে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর ভ্রাম্যমান বিক্রয়কেন্দ্রের মাধ্যমে সুলভ মূল্যে দুধ, ডিম ও মাংস সরবরাহ করেছে। প্রতি লিটার দুধ ৮০ টাকা, প্রতি কেজি গরুর মাংস ৬৪০ টাকা, খাসির মাংস ৯৪০ টাকা, ড্রেসড ব্রয়লার ৩০০ টাকা এবং ডিম প্রতিটি প্রায় ৯ টাকা মূল্যে গত ২৩/০৩/২০২৩ থেকে ২০/০৪/২০২৩ তারিখ পর্যন্ত মোট ২৯ দিনে ৭৭,০৩৫ লিটার দুধ, ৪৭,৫২০ কেজি গরুর মাংস, ১,৮২৫ কেজি খাসির মাংস, ১৬,৮৫৫ কেজি ড্রেসড ব্রয়লার এবং ৭,৫১,১৫২ টি ডিম ভোক্তাগণের নিকট সরবরাহ করা হয়েছে। উক্ত কার্যক্রমের আওতায় মোট ২,২৯,৬৬৫ জন ভোক্তা সাকুল্যে ৫.০৭ কোটি টাকার প্রাণিজ পণ্য সুলভ মূল্যে ক্রয় করতে পেরেছেন।

পবিত্র রমজান উপলক্ষ্যে ঢাকা মহানগরীতে সুলভ মূল্যে দুধ, ডিম ও মাংস বিক্রয়

কোরবানির পশুর চাহিদা পূরণে স্বনির্ভরতা অর্জন:

দেশীয় উৎস থেকে কোরবানির পশুর চাহিদা পূরণের তাগিদ, আধুনিক হৃষ্টপুষ্টকরণ প্রযুক্তির প্রয়োগ ও হৃষ্টপুষ্টকরণ খামারের বাণিজ্যিক সম্প্রসারণ ঘটায় আমদানি-নির্ভর কোরবানির পশুর বাজার স্বনির্ভরতা অর্জন করেছে। ঈদুল আযহা/২০২৩ উদযাপনে প্রস্তুতির অংশ হিসেবে দেশে কোরবানিযোগ্য গবাদিপশু প্রস্তুত ছিল ১.২৫ কোটি এবং কোরবানি হয়েছে ১.০০৪ কোটি। ২০২৩ সালে কোরবানির পশুর বাজারে ৬০৩৬৬.৯৮ কোটি টাকা লেনদেন হয়েছে, যার সিংহভাগ গ্রামীণ অর্থনীতিতে সংযুক্ত হয়েছে। করোনা প্রাদুর্ভাবকালে ঈদুল-আযহা/২০২২ উপলক্ষ্যে প্রান্তিক কৃষকের উৎপাদিত কোরবানিযোগ্য গবাদিপশু বিক্রয় নিশ্চিতকরণে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের সার্বিক সহযোগিতায় অনলাইন প্লাটফর্মের আওতায় ৪২৩১.৫৮ কোটি টাকা মূল্যের ৪.৬৩ লক্ষ গবাদিপশু বিক্রয় হয়েছে।

কোরবানীর হাট পরিদর্শন, ভেটেরিনারি মেডিকেল টিম, স্মার্ট হাট উদ্বোধন ও গ্রামীণ পর্যায়ে গবাদিপশুর প্রাচুর্যের

৮. বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির (APA) বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের সাথে মাঠপর্যায়ের পরিচালকগণের গত ২৭ জুন, ২০২২ খ্রি. তারিখে ৫টি কৌশলগত উদ্দেশ্যের আওতায় মোট ২৮টি কার্যক্রম নিয়ে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। পরবর্তীতে ২৯ জুন, ২০২২ খ্রি. তারিখে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের উপস্থিতিতে সম্মানিত সচিব মহোদয়ের সাথে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। নিম্নে স্বাক্ষরিত চুক্তি অনুযায়ী ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের অর্জনসমূহ ছকে উপস্থাপন করা হলো:

কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র	কর্মসম্পাদন ক্ষেত্রের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	লক্ষ্যমাত্রা নির্ণায়ক (২০২২-২৩)	অর্জন		
							জুন, ২০২৩	ক্রমপুঞ্জিত (জুলাই, ২২-জুন, ২৩)	অর্জনের হার%
১. গবাদিপশু-পাখির উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি	২০	১.১ গবাদিপশুর জাত উন্নয়নে সিমেন উৎপাদন	উৎপাদিত সিমেন	মাত্রা (লক্ষ)	৩	৪৫.০০	৫.৩৯	৪৬.২৪	১০২.৭৬
		১.২ কৃত্রিম প্রজনন সম্প্রসারণ	প্রজননের সংখ্যা	সংখ্যা (লক্ষ)	৪	৪১.০০	৫.৬৩	৪২.৪৪	১০৩.৫১
		১.৩ ছাগল উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকারি প্রজনন কেন্দ্রে প্রাকৃতিক ছাগী প্রজনন	প্রজনন কৃত ছাগী	সংখ্যা	২	৩০০০	২৮০	২৭৬১	৯২.০৩
		১.৪ সরকারি খামারে গাভীর বাছুর উৎপাদন	উৎপাদিত বাছুর	সংখ্যা	২	৬৫০	৪০	৯২৮	১৪২.৭৭
		১.৫ সংকর জাতের গবাদিপশুর বাছুরের তথ্য সংগ্রহ	তথ্য সংগৃহীত বাছুর	সংখ্যা (লক্ষ)	২	১৫.৫০	১.৩৭	১৬.৫৩	১০৬.৬৫
		১.৬ সরকারি খামারে ছাগলের বাচ্চার উৎপাদন	উৎপাদিত বাচ্চা	সংখ্যা	২	১৪০০	১৬৫	১৬৭২	১১৯.৪৩
		১.৭ সরকারি খামারে একদিনের হাঁস মুরগির বাচ্চা উৎপাদন	উৎপাদিত বাচ্চা	সংখ্যা (লক্ষ)	৩	৪০.০০	২.৯৫	৩৮.৬৬	৯৬.৬৫
		১.৮ পশুখাদ্য নমুনা পরীক্ষাকরণ	পরীক্ষিত নমুনা	সংখ্যা	২	৪২০০	৬০৯	৪৬১৫	১০৯.৮৮
২. গবাদিপশু-পাখির রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ	১৬	২.১ টিকা উৎপাদন	উৎপাদিত টিকা	মাত্রা (কোটি)	২	৩২.৫০	২.৫৩	৩২.৮৫	১০১.০৭
		২.২ টিকা প্রদান সম্প্রসারণ	টিকা প্রয়োগকৃত পশু পাখির সংখ্যা	সংখ্যা (কোটি)	৩	৩১.৪০	৫.৪৩	৩৩.৭১	১০৭.৩৬
		২.৩ রোগ নির্ণয় করা	পরীক্ষিত নমুনা	সংখ্যা	২	৮২০০০	১০০৭০	৯১৫৫৩	১১১.৬৫
		২.৪ গবাদিপশুর চিকিৎসা প্রদান	চিকিৎসাকৃত পশু	সংখ্যা (কোটি)	১	১.১৫	০.১০৮	১.২৫	১০৮.৭৪
		২.৫ হাঁস মুরগির চিকিৎসা প্রদান	চিকিৎসাকৃত হাঁস মুরগি	সংখ্যা (কোটি)	১	৯.২২	০.৭৯৯	১০.২১	১১০.৭৪

কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র	কর্মসম্পাদন ক্ষেত্রের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	লক্ষ্যমাত্রা নির্ণায়ক (২০২২-২৩)		অর্জন	
							জুন, ২০২৩	ক্রমপুঞ্জিত (জুলাই, ২২-জুন, ২৩)	অর্জনের হার%
		২.৬ পোষাপ্রাণির চিকিৎসা প্রদান	চিকিৎসাকৃত পোষাপ্রাণি	সংখ্যা	১	৩৯৩৮৩	৫০১৯	৬৩৭৪৫	১৬১.৮৬
		২.৭ গবাদিপশু-পাখির রোগ অনুসন্ধানে নমুনা সংগ্রহ ও গবেষণাগারে প্রেরণ	প্রেরিত নমুনা	সংখ্যা	২	৪৬৭০৪	৪৯২০	৪৯৫২৮	১০৬.০৫
		২.৮ গবাদিপশু-পাখির ডিজিজ সার্ভিল্যান্স	সার্ভিল্যান্সকৃত সংখ্যা	সংখ্যা	২	৮৩১৯	৬৯৬	১০৪৬৮	১২৫.৮৩
		২.৯ ফ্রি ভেটেরিনারি মেডিক্যাল ক্যাম্প স্থাপন	স্থাপনকৃত ভেটেরিনারি ক্যাম্প	সংখ্যা	২	৩৬০০	৩০৪	৪৩৮০	১২১.৬৭
৩. মানবসম্পদ উন্নয়ন ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি	১৩	৩.১ খামারিদের প্রশিক্ষণ প্রদান	প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত খামারী	জন (লক্ষ)	৪	১.৬৫৬	০.৭৪৭	৩.৯৮	২৪০.১০
		৩.২ মাংস প্রক্রিয়াজাতকারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান	প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত মাংস প্রক্রিয়াজাতকারী	জন (সংখ্যা)	২	১২৩৫০	১৫৪৬	২০২৩০	১৬৩.৮১
		৩.৩ গবাদিপশু-পাখি পালনে সক্ষমতা বৃদ্ধিতে উঠান বৈঠকের আয়োজন	আয়োজিত উঠান বৈঠক	সংখ্যা	৩	২৬৭৮২	২০৮৬	২৮৫১৪	১০৬.৪৭
		৩.৪ স্থায়ী ঘাস চাষ সম্প্রসারণ	স্থায়ী ঘাস চাষকৃত জমি	একর	৪	৮৩৬২	১০৬৫.৩৫	১১৮৮৭.০৭	১৪২.১৬

কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র	কর্মসম্পাদন ক্ষেত্রের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	লক্ষ্যমাত্রা নির্ণায়ক (২০২২-২৩)	অর্জন		
							জুন, ২০২৩	ক্রমপুঞ্জিত (জুলাই, ২২-জুন, ২৩)	অর্জনের হার%
৪. নিরাপদ প্রাণিজাত পণ্য (দুধ, মাংস ও ডিম) উৎপাদন, আমদানী ও রপ্তানি বৃদ্ধিতে সহায়তা	১১	৪.১ খামার/ফিডমিল/ হ্যাচারি পরিদর্শন	পরিদর্শনকৃত খামার/ফিডমিল/ হ্যাচারি	সংখ্যা	৩	৫২২৩২	৫৪১৯	৬৪৫১৭	১২৩.৫২
		৪.২ পোল্ট্রি খামার রেজিস্ট্রেশন ও নবায়ন	রেজিস্ট্রেশনকৃত খামার	সংখ্যা	২	১৬৭৮	২৩৯	২১৪৪	১২৭.৭৭
		৪.৩ গবাদিপশুর খামার রেজিস্ট্রেশন ও নবায়ন	রেজিস্ট্রেশনকৃত খামার	সংখ্যা	২	২৬৪৮	৩৩৮	৪৮৫৯	১৮৩.৫০
		৪.৪ ফিডমিল এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠান রেজিস্ট্রেশন ও নবায়ন	রেজিস্ট্রেশনকৃত ফিডমিল এবং প্রতিষ্ঠান	সংখ্যা	২	৩০০	৬১	৫০৭	১৬৯.০০
		৪.৫ প্রাণিসম্পদ বিষয়ক বিভিন্ন আইন প্রয়োগে মোবাইল কোর্ট বাস্তবায়ন	বাস্তবায়িত মোবাইল কোর্ট	সংখ্যা	২	৭৮০	২০৩	৯১৬	১১৭.৪৪
৫. গবাদিপশু-পাখির জেনেটিক রিসোর্স সংরক্ষণ ও উন্নয়ন	১০	৫.১ প্রজনন পাঁঠা বিতরণ	বিতরণকৃত পাঁঠা	সংখ্যা	৫	৬৫০	৫০	৮৬৪	১৩২.৯২
		৫.২ ব্রিডিং বুল তৈরি	তৈরিকৃত বুল		৫	৫০	০	৫৯	১১৮.০০

মহাপরিচালকের সাথে মাঠপর্যায়ের পরিচালকগণের ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর

০৯. Sustainable Development Goal (SDG) অর্জনের অগ্রগতিঃ

পরিকল্পনা কমিশনের সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ এর ম্যাপিং অনুযায়ী প্রাণিসম্পদ সেক্টর টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টে মোট ৯টি অভীষ্ট এবং ২৮টি লক্ষ্যমাত্রার সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত। ইতোমধ্যে, এসডিজি অভীষ্ট-১ এবং ২ অর্জনকল্পে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর বেশ কয়েকটি সুনির্দিষ্ট প্রকল্প গ্রহণ করেছে, যা ক্ষুধা ও দারিদ্র মুক্ত বাংলাদেশ গঠনে কার্যকর ভূমিকা রাখবে। "Leave no One Behind" এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে সকলের জন্য নিরাপদ পুষ্টি নিশ্চিতকরণ এবং দারিদ্র হ্রাসকরণের লক্ষ্যে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর SDG অর্জনে সুনির্দিষ্ট কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন করে সে অনুযায়ী টেকসই উৎপাদন ব্যবস্থা নিশ্চিতকল্পে কাজ করে যাচ্ছে। নিম্নে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের কার্যক্রম সংশিষ্ট SDG এর বিভিন্ন অভীষ্ট ও লক্ষ্যমাত্রার বিবরণ উপস্থাপন করা হলোঃ

অভীষ্ট নম্বর (Goal No.)	অভীষ্ট (Goals)	কো-লিড/এসোসিয়েট লক্ষ্যমাত্রাসমূহ (Targets)
১	সর্বত্র সবধরনের দারিদ্র্যের অবসান	১.১ ২০৩০ সালের মধ্যে, সর্বত্র সকল মানুষের জন্য, বর্তমানে দৈনন্দিন মাথাপিছু আয় ১.২৫ ডলারের কম এ সংজ্ঞানুযায়ী পরিমাপকৃত চরম দারিদ্র্যের সম্পূর্ণ অবসান।
		১.২ জাতীয় সংজ্ঞানুযায়ী চিহ্নিত যেকোন ধরনের দারিদ্র্যের মধ্যে বসবাসকারী সকল বয়সের নারী, পুরুষ ও শিশুর সংখ্যা ২০৩০ সালের মধ্যে কমপক্ষে অর্ধেকে নামিয়ে আনা।
		১.৩ ন্যূনতম সামাজিক নিরাপত্তা সুবিধার নিশ্চয়তাসহ সকলের জন্য জাতীয়ভাবে উপযুক্ত সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থা ও সংশ্লিষ্ট পদক্ষেপের বাস্তবায়ন এবং ২০৩০ সালের মধ্যে দরিদ্র্য ও অরক্ষিত জনগোষ্ঠির একটি উল্লেখযোগ্য অংশকে এ ব্যবস্থার আওতায় নিয়ে আসা।
		১.৪ ২০৩০ সালের মধ্যে সকল নারী ও পুরুষ, বিশেষ করে দরিদ্র্য ও অরক্ষিত জনগোষ্ঠীর অনুকূলে অর্থনৈতিক সম্পদ ও মৌলিক সেবা সুবিধা, জমি ও অপরাপর সম্পত্তির মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ, উত্তরাধিকার, প্রাকৃতিক সম্পদ, লাগসই নতুন প্রযুক্তি এবং ক্ষুদ্র ঋণসহ আর্থিক সেবা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে সমঅধিকার প্রতিষ্ঠা করা।

অভীষ্ট নম্বর (Goal No.)	অভীষ্ট (Goals)	কো-লিড/এসোসিয়েট লক্ষ্যমাত্রাসমূহ (Targets)
		১.৫ ২০৩০ সালের মধ্যে দরিদ্র্য ও অরক্ষিত পরিস্থিতিতে বসবাসকারী জনগোষ্ঠির অভিঘাত সহনশীলতা বিনির্মাণ এবং জলবায়ু সম্পৃক্ত চরম ঘটনাবলি ও অন্যান্য অর্থনৈতিক, সামাজিক ও পরিবেশগত অভিঘাত ও দুর্যোগে তাদের আক্রান্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত হবার ঝুঁকি কমিয়ে আনা ।
২	ক্ষুধার অবসান, খাদ্য নিরাপত্তা ও উন্নত পুষ্টিমান অর্জন এবং টেকসই কৃষির প্রসার	২.১ ২০৩০ সালের মধ্যে সকল মানুষ, বিশেষ করে অরক্ষিত পরিস্থিতিতে বসবাসকারী জনগোষ্ঠি, দরিদ্র্য জনগণ ও শিশুদের জন্য বিশেষ অগ্রাধিকারসহ বছরব্যাপী নিরাপদ, পুষ্টিকর ও পর্যাপ্ত খাদ্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করে ক্ষুধার অবসান ঘটানো ।
		২.২ ২০২৫ সালের মধ্যে অনুর্ধ্ব ৫ বছর বয়সী খর্বকায় ও বিকাশরুদ্ধ শিশুবিষয়ক আন্তর্জাতিকভাবে সম্মত সকল অভীষ্ট অর্জন এবং কিশোরী, গর্ভবতী ও স্তন্যদায়ী নারী ও বয়স্ক জনগোষ্ঠির পুষ্টি চাহিদা পূরণসহ ২০৩০ সালের মধ্যে সকল ধরনের অপুষ্টির অবসান ।
		২.৩ ২০৩০ সালের মধ্যে ক্ষুদ্র পরিসরে খাদ্য উৎপাদনকারী, বিশেষ করে নারী, আদিবাসী জনগোষ্ঠি, পারিবারিক কৃষক, পশুপাখি পালনকারী ও মৎস্যচাষীদের আয় ও কৃষিজ উৎপাদনশীলতা দ্বিগুণ করা এবং এই লক্ষ্যে ভূমি, অন্যান্য উৎপাদনশীল সম্পদ ও উপকরণ, জ্ঞান, আর্থিক সেবা, বিপণন, মূল্য সংযোজনের সুযোগ ও কৃষি-বহির্ভূত কর্মসংস্থানে তাদের নিরাপদ (সুরক্ষিত) ও সমান সুযোগ নিশ্চিত করা সহ অন্যান্য উদ্যোগ গ্রহণ ।
		২.৪ ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই খাদ্য উৎপাদন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা এবং অভিঘাতসহনশীল এমন একটি কৃষিরীতি বাস্তবায়ন করা যা উৎপাদনশীলতা ও উৎপাদন বৃদ্ধি করে, বাস্তুতন্ত্র সংরক্ষণে সহায়ক, জলবায়ু পরিবর্তন, চরম আবহাওয়া, খরা, বন্যা ও অন্যান্য দুর্যোগে অভিযোজনের সক্ষমতা বৃদ্ধি করে, এবং যা ভূমি ও মৃত্তিকার গুণগত মানের উত্তরোত্তর বৃদ্ধি সাধন করে ।
		২.৫ ২০২০ সালের মধ্যে বীজ, আবাদযোগ্য শস্য প্রজাতি এবং খামারে ও গৃহে পালনযোগ্য গবাদিপশু ও এদের সমগোত্রীয় বন্য প্রজাতির জিনগত বৈচিত্র্য সংরক্ষণ করা যার অন্যতম উপায় হবে জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত বহুমুখী বীজ ও উদ্ভিদ ব্যাংকের ব্যবহার এবং আন্তর্জাতিক ঐকমত্য অনুসারে, কৌলিক (জেনেটিক) সম্পদ ও সংশ্লিষ্ট ঐতিহ্যলালিত জ্ঞানের ব্যবহার হতে উদ্ভূত সুযোগ সুবিধার সুষ্ঠু ও সমান অংশীদারিতার পথ সুগম করা ।
		২ক উন্নয়নশীল দেশগুলোতে, বিশেষ করে স্বল্পোন্নত দেশসমূহে কৃষি উৎপাদন সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গ্রামীণ অবকাঠামো, কৃষি গবেষণা ও সম্প্রসারণ সেবা, প্রযুক্তি উন্নয়ন, উদ্ভিদ ও প্রাণিসম্পদের জিনভান্ডার সমৃদ্ধ করতে বর্ধিত আন্তর্জাতিক সহযোগিতা সহ বিনিয়োগ বৃদ্ধি ।
		২খ দোহা উন্নয়ন রাউন্ডের ঘোষণা অনুযায়ী কৃষিপণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে সকল ধরনের ভর্তুকি ও রপ্তানি সংশ্লিষ্ট অনুরূপ সকল ব্যবস্থা রহিতকরণসহ অপরাপর ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে বৈশ্বিক কৃষিবাজারের বাণিজ্য সংশ্লিষ্ট বিধি-নিষেধ ও বিচ্যুতির সংশোধন ও মোকাবিলা ।

অভীষ্ট নম্বর (Goal No.)	অভীষ্ট (Goals)	কো-লিড/এসোসিয়েট লক্ষ্যমাত্রাসমূহ (Targets)
৩	সকল মানুষের জন্য সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ নিশ্চিতকরণ	**৩.৩** ২০৩০ সালের মধ্যে এইডস, যক্ষ্মারোগ, ম্যালেরিয়া ও উপেক্ষিত গ্রীষ্মমণ্ডলীয় রোগসমূহের মহামারীর অবসান ঘটানো এবং হেপাটাইটিস, পানিবাহিত রোগ ও অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধির মোকাবেলা করা ।
৮	সকলের জন্য পূর্ণাঙ্গ ও উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান এবং শোভন কর্ম সুযোগ সৃষ্টি এবং স্থিতিশীল, অন্তর্ভূক্তিমূলক এবং টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন	**৮.১** জাতীয় পরিস্থিতি অনুযায়ী মাথাপিছু অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার বজায় রাখা এবং বিশেষ করে, স্বল্পোন্নত দেশগুলোতে বার্ষিক ন্যূনতম ৭ শতাংশ জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জন ।
		৮.২ উচ্চ-মূল্য সংযোজনী ও শ্রমঘন খাতগুলোতে বিশেষ গুরুত্ব প্রদানসহ বহুমুখিতা, প্রযুক্তিগত উন্নয়ন ও উদ্ভাবনার মাধ্যমে অর্থনৈতিক উৎপাদনশীলতার উচ্চতর মান অর্জন ।
		৮.৪ উন্নত দেশগুলোর নেতৃত্বে টেকসই উৎপাদন ও ভোগ বিষয়ক কর্মসূচির ১০ বছর মেয়াদি কাঠামো অনুযায়ী ২০৩০ সাল অবধি ভোগ ও উৎপাদনে বৈশ্বিক সম্পদ-দক্ষতার ক্রমাগত উন্নতি সাধন এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি যেন পরিবেশগত অবক্ষয়ের কারণ না হয় তা নিশ্চিত করতে সচেষ্ট থাকা ।
৯	অভিঘাতসহনশীল অবকাঠামো নির্মাণ অন্তর্ভূক্তিমূলক ও টেকসই শিল্পায়নের প্রবর্ধন এবং উদ্ভাবনার প্রসারণ	**৯.৫** ২০৩০ সালের মধ্যে উদ্ভাবনাকে উৎসাহিত করা এবং প্রতি মিলিয়ন জনে গবেষণা ও উন্নয়ন কর্মীর সংখ্যা উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বাড়ানো এবং সরকারি ও বেসরকারি খাতে গবেষণা ও উন্নয়ন ব্যয় বৃদ্ধিসহ সকল দেশে, বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে বৈজ্ঞানিক গবেষণা তৎপরতা বৃদ্ধি এবং শিল্পখাতের প্রযুক্তিগত সক্ষমতার উন্নতিসাধন ।
১০	অন্তঃ ও আন্তঃ দেশীয় অসমতা কমিয়ে আনা	**১০.১** ২০৩০ সালের মধ্যে আয়ের দিক থেকে সর্বনিম্ন পর্যায়ে অবস্থানকারী ৪০% জনসংখ্যার আয়ের প্রবৃদ্ধি হার পর্যায়ক্রমে জাতীয় গড় আয়ের চেয়ে বেশি অর্জন করা এবং অর্জিত হার বজায় রাখা ।
		১০.২ বয়স, লিঙ্গ, অসামর্থ্য (প্রতিবন্ধিতা), জাতিসত্ত্বা, নৃতাত্ত্বিক পরিচয়, উৎস (জন্মস্থান), ধর্ম অথবা অর্থনৈতিক বা অন্যান্য অবস্থা নির্বিশেষে ২০৩০ সালের মধ্যে সকলের ক্ষমতায়ন এবং এদের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অন্তর্ভুক্তির প্রবর্ধন ।
১২	পরিমিত ভোগ ও টেকসই উৎপাদন ধরন নিশ্চিত করা	**১২.১** উন্নয়নশীল দেশসমূহের উন্নয়ন ও সক্ষমতার বিষয়টি বিবেচনায় রেখে টেকসই উৎপাদন ও ভোগ বিষয়ক কর্মসূচির ১০ বছর মেয়াদি কাঠামো বাস্তবায়নে সকল দেশ কর্তৃক কর্মব্যবস্থা গ্রহণ যাতে অগ্রণী ভূমিকা থাকবে উন্নত দেশগুলোর ।

অভীষ্ট নম্বর (Goal No.)	অভীষ্ট (Goals)	কো-লিড/এসোসিয়েট লক্ষ্যমাত্রাসমূহ (Targets)
		১২.৩ খুচরা বিক্রেতা ও ভোক্তা পর্যায়ে মাথাপিছু বৈশ্বিক খাদ্য অপচয়ের পরিমাণ ২০৩০ সালের মধ্যে অর্ধেকে নামিয়ে আনা এবং ফসল আহরণোত্তর লোকসান (অপচয়) সহ উৎপাদন ও সরবরাহ শৃঙ্খলের বিভিন্ন পর্যায়ে খাদ্যপণ্য বিনষ্ট হবার পরিমাণ কমানো।
১৫	স্থলজ বাস্তুতন্ত্রের পুনরুদ্ধার ও সুরক্ষা প্রদান এবং টেকসই ব্যবহারে পৃষ্ঠপোষণা, টেকসই বন ব্যবস্থাপনা, মরুকরণ প্রক্রিয়ার মোকাবেলা, ভূমির অবক্ষয় রোধ ও ভূমি সৃষ্টি প্রক্রিয়ার পুনরুজ্জীবন এবং জীববৈচিত্র্য হ্রাস প্রতিরোধ	**১৫.১** ২০২০ সালের মধ্যে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক চুক্তির বাধ্যবাধকতার সাথে সঙ্গতি রেখে, বিশেষ করে বন, জলাভূমি, পাহাড় ও শুষ্ক ভূমিতে স্থলজ ও অভ্যন্তরীণ স্বাদু পানির বাস্তুতন্ত্র ও সেগুলো হতে আহরিত সুবিধাবলির সংরক্ষণ, পুনরুদ্ধার ও টেকসই ব্যবহার নিশ্চিত করা।
		১৫.৫ প্রাকৃতিক আবাসস্থলগুলোর অবক্ষয় হ্রাস করার জন্য জরুরি ভিত্তিতে অর্থবহ পদক্ষেপ গ্রহণ, জীববৈচিত্র্যের ক্ষয়রোধ এবং ২০২০ সালের মধ্যে বিলুপ্তপ্রায় প্রজাতিসমূহের বিলোপ প্রতিরোধ ও সুরক্ষাদান।
		১৫.৬ আন্তর্জাতিক সমঝোতা অনুযায়ী জিনগত (জেনেটিক) সম্পদ ব্যবহার থেকে আহরিত সুবিধাবলির স্বচ্ছ ও ন্যায্য বণ্টন এবং এ ধরনের সম্পদে যথোপযুক্ত প্রবেশাধিকার প্রবর্ধন।
		১৫.৭ সংরক্ষিত উদ্ভিদ ও প্রাণি প্রজাতির চোরাশিকার ও পাচারের অবসানকল্পে আশু ব্যবস্থা গ্রহণ এবং বন্যপ্রাণিজাত অবৈধ পণ্যের চাহিদা ও সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ।
		১৫.৮ ২০২০ সালের মধ্যে স্থলজ ও জলজ বাস্তুতন্ত্রে বহিরাগত অনুপ্রবেশকারী প্রজাতির বিরূপ প্রভাব দৃশ্যমান উপায়ে কমিয়ে আনা ও এদের বিস্তার রোধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ এবং অধিক ক্ষতিকর প্রজাতিগুলোর নিয়ন্ত্রণ বা উচ্ছেদ সাধন।
১৭	টেকসই উন্নয়নের জন্য বৈশ্বিক অংশীদারিত্ব উজ্জীবিতকরণ ও বাস্তবায়নের উপায়সমূহ শক্তিশালী করা	**১৭.৮** ২০১৭ সালের মধ্যে স্বল্পোন্নত দেশগুলোর জন্য পুরোদমে প্রযুক্তি ব্যাংক চালুসহ বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও উদ্ভাবন সক্ষমতা বিনির্মাণ প্রক্রিয়া কার্যকর করা এবং সহায়ক প্রযুক্তি, বিশেষ করে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়ানো।
		১৭.১৮ আয়, লিঙ্গ, বয়স, জাতিসত্তা, নৃতাত্ত্বিক পরিচয়, অভিবাসন, অসামর্থ্য (প্রতিবন্ধিতা) ও ভৌগোলিক অবস্থান এবং জাতীয় প্রেক্ষাপটে প্রাসঙ্গিক অন্যান্য বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী বিসামষ্টিকৃত (বিভাজিত) উন্নতমানের, সময়োপযোগী ও নির্ভরযোগ্য তথ্য উপাত্তের প্রাপ্যতা উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০২০ সালের মধ্যে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে বিশেষ করে স্বল্পোন্নত দেশ ও উন্নয়নশীল ক্ষুদ্র দ্বীপরাষ্ট্রগুলোতে সক্ষমতা বিনির্মাণ সহায়তা বৃদ্ধি করা।

১০. অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির বিবরণ:

নিম্নের ছকে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির বিবরন দেয়া হলো:

(টাকার অঙ্ক কোটি টাকায় প্রদান করতে হবে)

ক্রমিক	মন্ত্রণালয়/ বিভাগসমূহের নাম	অডিট আপত্তি		ব্রডশিটে জবাবের সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তি		অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি	
		সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)		সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)	সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
১	প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর	১৮৪	১৪০.৫১২১	৩২০	২৭৫	১৭৭.৮০	৪০	১২.৮৩
	সর্বমোট	১৮৪	১৪০.৫১২১	৩২০	২৭৫	১৭৭.৮০	৪০	১২.৮৩

১১. মানবসম্পদ উন্নয়নে গৃহীত পদক্ষেপ:

অফিস ব্যবস্থাপনা, দক্ষতা উন্নয়ন, অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা, সিটিজেন চার্টার অবহিতকরণ, ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা, বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি, SDG, APAMS সফটওয়্যার ও ডি-নথি ব্যবস্থাপনা, U2C, Herd Production & Health Management, ToT for FFS and Other Extension Methods, PE Users Module, উন্নত জাতের ঘাস চাষ সম্প্রসারণ ও লাগসই প্রযুক্তি হস্তান্তর (টিওটি), খাদ্য নিরাপত্তা, কোল্ড চেইন ও লাম্পি স্কিন ডিজিজ ব্যবস্থাপনা, তথ্য প্রযুক্তি, ম্যসটাইটিস, রিপ্রডাক্টিভ ও মেটাবলিক ডিজিজ ব্যবস্থাপনা, অর্থ ব্যবস্থাপনা, তথ্য অধিকার এবং প্রাণিসম্পদ সংশিষ্ট আইন, বিধি ও বাস্তবায়ন কৌশল বিষয়ে অধিদপ্তরাধীন মোট ৩,৮৩০ জন কর্মকর্তা-কর্মচারিকে ইন-হাউস প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

১১.১ দারিদ্র হ্রাসকরণ ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি:

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর লক্ষ লক্ষ বেকার যুবক, যুব মহিলা, ভূমিহীন ও প্রান্তিক কৃষককে গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগি পালনে সম্পৃক্ত করে আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে বেকারত্ব দূরীকরণ ও ভাগ্য পরিবর্তনের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কর্তৃক মোট ৩.৯৭ লক্ষ বেকার যুবক, যুব-মহিলা, দুস্থ মহিলা, ভূমিহীন ও প্রান্তিক কৃষককে গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগি পালন বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করে আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে বেকারত্ব ঘোচানোর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। গবাদিপশু পালনে সক্ষমতা বৃদ্ধিতে ২০২২-২৩ অর্থবছরে আয়োজিত উঠান বৈঠকের সংখ্যা ২৮,৫১৪টি। দারিদ্র হ্রাসকরণ ও পুষ্টি নিরাপত্তা অর্জনের লক্ষ্যে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কর্তৃক সম্প্রসারণকৃত প্রযুক্তিসমূহ নিম্নরূপ:

- স্বাস্থ্যসম্মত ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে গরু হৃষ্টপুষ্টকরণ;
- ক্ষুদ্র খামারিদের জন্য বাণিজ্যিক লেয়ার ও বয়লার পালন মডেল;
- স্ল্যাট/স্লট পদ্ধতিতে ছাগল পালন (বাংলাদেশের সাধারণত উন্মুক্ত অবস্থায় ছাগল পালন হয়ে থাকে);
- গ্রামীণ পরিবেশে হাঁস পালন প্রযুক্তি;
- পারিবারিক পর্যায়ে কোয়েল/টার্কি/খরগোশ/কবুতর পালন প্রযুক্তি।

১১.২ মানবসম্পদ উন্নয়ন ও কারিগরী শিক্ষার প্রসার:

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের আওতাধীণ ঝিনাইদহ সরকারি ভেটেরিনারি কলেজ ও সিরাজগঞ্জ সরকারি ভেটেরিনারি কলেজে ভেটেরিনারি শিক্ষা কার্যক্রমের চলমান আছে। এছাড়া, সাব-প্রফেশনাল জনবল সৃষ্টির লক্ষ্যে ৫টি ইনষ্টিটিউট অব লাইভস্টক সায়েন্স এন্ড টেকনোলোজি (ILST)-তে Diploma in Livestock এবং গোপালগঞ্জে অবস্থিত জাতীয় প্রাণিসম্পদ ও পোল্ট্রি ব্যবস্থাপনা ইনষ্টিটিউটে বিভিন্ন স্বল্পমেয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্সে শিক্ষা কার্যক্রম চলমান আছে। যার মাধ্যমে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরে দক্ষ জনবল তৈরি করার পাশাপাশি আত্মকর্মসংস্থানের বিশাল সম্ভাবনা সৃষ্টি হবে। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অভ্যন্তরীণ এবং বৈদেশিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মদক্ষতা উন্নয়নে ভবিষ্যতে বিভিন্ন কর্ম পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

১২. তথ্য অধিকার আইনের আওতায় গৃহীত কার্যক্রম:

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর তথ্য অধিকার আইনের আওতায় নিয়মিত অভিযোগ নিষ্পত্তিকরতঃ অভিযোগকারীদের অবহিতকরণসহ তথ্যাদি ওয়েবসাইটে আপলোড করছে। নিম্নোক্ত ছকে জুলাই/২২ হতে জুন/২৩ পর্যন্ত তথ্য অধিকার আইনের আওতায় মোট প্রাপ্ত অভিযোগের সংখ্যা ও নিষ্পত্তির বিবরণ প্রদান করা হলো:

ক্র.নং	দপ্তর/অধিদপ্তর/ সংস্থার নাম	জুলাই/২২ হতে জুন/২৩ পর্যন্ত তথ্য অধিকার আইনের আওতায় মোট প্রাপ্ত অভিযোগের সংখ্যা	জুলাই/২২ হতে জুন/২৩ পর্যন্ত তথ্য অধিকার আইনের আওতায় মোট অভিযোগ নিষ্পত্তি	অনিষ্পন্ন অভিযোগের হার (%)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬
১	প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর	১৯	১৯	১০০	--

(Value Addition)

১৩. ইনোভেশন/সেবা সহজিকরণ কার্যক্রম:

- ২৬টি ইনোভেশন কার্যক্রম চলমান রয়েছে এবং ই-ভেট সার্ভিস বাস্তবায়িত;
- Artificial Insemination Service এ IoT শীর্ষক ইনোভেশন উদ্যোগটি এটুআই কর্তৃক প্রাথমিকভাবে নির্ধারিত হয়েছে। ঝালকাঠি জেলার নলছিটি উপজেলায় এই কার্যক্রম চলমান আছে;
- ৮০টি উপজেলার ৮০টি ইউনিয়নে প্রাণিস্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে এবং উক্ত কেন্দ্রগুলোতে সেবাদান কার্যক্রম চলমান রয়েছে;
- SMS সার্ভিস চলমান রয়েছে- প্রাণিসম্পদের নানাবিধ কার্যক্রম ১৬৩৫৮ নাম্বারে এসএমএস করে বিনামূল্যে সেবা পাওয়ার কার্যক্রম চলমান আছে;
- নুতন উদ্ভাবনী ধারনা ক্যাটাগরিতে রাসায়নিক পরীক্ষার মাধ্যমে গাভীর গর্ভাবস্থা নির্ণয় করা হচ্ছে;
- পোর্টেবল আল্ট্রাসনোগ্রাম মেশিনের মাধ্যমে গাভীর গর্ভাবস্থা নির্ণয় করা হচ্ছে।

১৪. আইসিটি/ডিজিটালাইজেশন কার্যক্রম:

- ডিজিটালাইজেশন করার অংশ হিসেবে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটটিতে (www.dls.gov.bd) অনলাইন মাসিক/ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন প্রদান, চাকুরির বিজ্ঞপ্তি, টেন্ডার, বদলির আদেশ এবং অধিদপ্তর সংশিষ্ট সর্বশেষ তথ্য হালনাগাদ করা হচ্ছে।

- ই-রিক্রুটমেন্ট সিস্টেম প্রবর্তন, ই-ফাইলিং এবং ই-জিপি প্রবর্তনের মাধ্যমে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের নিয়মিত কাজের স্বচ্ছতা বৃদ্ধির পাশাপাশি দ্রুত সময়ে কাজ করা সম্ভব হচ্ছে।
- সেবা সহজীকরণের অংশ হিসেবে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর পোল্ট্রি ও ডেইরি খামার, পশুখাদ্য কারখানা, আমদানী-রপ্তানি লাইসেন্স রেজিস্ট্রেশন ও নবায়ন কার্যক্রম অনলাইনে সম্পন্ন করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। ইতোমধ্যে, পশুখাদ্য কারখানা, আমদানি-রপ্তানি লাইসেন্স, Grand Parent ও Parent Stock পোল্ট্রি খামার রেজিস্ট্রেশন ও নবায়ন কার্যক্রমসহ পশুখাদ্য ও খাদ্য উপাদান আমদানি-রপ্তানির জন্য No Objection Certificate (NOC) প্রদান কার্যক্রম অনলাইনে সম্পন্ন করা শুরু হয়েছে।
- APMS সফটওয়্যারের মাধ্যমে APA প্রণয়ন; অধিদপ্তর, বিভাগ ও জেলা পর্যায়ে ত্রৈমাসিক ও অর্ধবার্ষিক প্রতিবেদন দাখিল ও মূল্যায়ন কার্যক্রম চলমান আছে।
- অনলাইন ভেটেরিনারি সেবা সহজীকরণে bdvets.com ওয়েবসাইটের কার্যক্রম চলমান আছে।
- কর্মকর্তাগণের ডাটাবেজ প্রণয়ন এবং নিয়মিত হালনাগাদ করা হচ্ছে।

১৫. স্মার্ট বাংলাদেশ-২০৪১ বাস্তবায়নে গৃহীত কার্যক্রম:

- ভার্চুয়াল ভেটেরিনারি সেবা পাওয়ার নিমিত্ত bdvets.com ওয়েবসাইটের কার্যক্রম চলমান আছে।
- অধিদপ্তরের সকল চাকুরির আবেদন অনলাইন, অধিদপ্তরের সকল ক্রয় ই-জিপিতে এবং দাপ্তরিক যোগাযোগের সিংহভাগ ডি-নথিতে সম্পন্ন হয়।
- প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কর্তৃক প্রদত্ত পোল্ট্রি ও ডেইরি খামার, পশুখাদ্য কারখানা, আমদানী-রপ্তানি লাইসেন্স রেজিস্ট্রেশন ও নবায়ন কার্যক্রম অনলাইনে সম্পন্ন করার উদ্যোগের অংশ হিসেবে ইতোমধ্যে, পশুখাদ্য কারখানা, আমদানী-রপ্তানি লাইসেন্স, Grand Parent ও Parent Stock পোল্ট্রি খামার রেজিস্ট্রেশন ও নবায়ন কার্যক্রমসহ পশুখাদ্য ও খাদ্য উপাদান আমদানি-রপ্তানির জন্য No Objection Certificate (NOC) প্রদান কার্যক্রম অনলাইনে সম্পন্ন করা শুরু হয়েছে।
- বিসিএস লাইভস্টক একাডেমীতে APMS সফটওয়্যারের মাধ্যমে APA প্রনয়ন ও মূল্যায়নের জন্য কর্মকর্তাগণের প্রশিক্ষণ চলমান আছে।
- কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রমে IoT (Internet of Things) প্রযুক্তি ব্যবহারে প্রকল্প প্রস্তাব করা হয়েছে এবং আধুনিক ডেইরী ও পোল্ট্রি খামারে IoT (Internet of Things) প্রযুক্তি ব্যবহারের পরিকল্পনা করা হয়েছে।
- 4IR (4th Industrial Revolution) বিষয়ক প্রশিক্ষণ চলমান আছে।

১৬. জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল চর্চার বিবরণ:

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন এবং সে অনুযায়ী কার্যক্রম সম্পন্ন করেছে। নিম্নোক্ত ছকে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল চর্চার বিস্তারিত অগ্রগতি উপস্থাপন করা হলো:

কার্যক্রমের নাম	কর্মসম্পাদন সূচক	সূচকের মান	একক	বাস্তবায়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/পদ	২০২১-২০২২ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা	বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ, ২০২১-২০২২						মন্তব্য
						লক্ষ্যমাত্রা/ অর্জন	১ম কোয়ার্টার	২য় কোয়ার্টার	৩য় কোয়ার্টার	৪র্থ কোয়ার্টার	মোট অর্জন	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
১. প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা												
১.১ নৈতিকতা কমিটির সভা আয়োজন	সভা আয়োজিত	১	সংখ্যা	পরিচালক প্রশাসন	৪	লক্ষ্যমাত্রা	১	১	১	১	৪	
						অর্জন	১	১	১	১	৪	
১.২ নৈতিকতা কমিটির সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন	বাস্তবায়িত সিদ্ধান্ত	৬	%	পরিচালক প্রশাসন	১০০%	লক্ষ্যমাত্রা	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	
						অর্জন	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	
১.৩ সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজনের (stakeholders) অংশগ্রহণে সভা	অনুষ্ঠিত সভা	২	সংখ্যা	উপপরিচালক প্রশাসন	৪	লক্ষ্যমাত্রা	১	১	১	১	৪	
						অর্জন	১	১	১	১	৪	
১শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ ৪. আয়োজন	প্রশিক্ষণ আয়োজিত	২	সংখ্যা	উপপরিচালক এইচআরডি	৮ (ব্যাচ)	লক্ষ্যমাত্রা	১ম শ্রেণি (২৫) ৩য় শ্রেণি (২০)	১ম শ্রেণি (২৫) ৩য় শ্রেণি (২০)	১ম শ্রেণি (২৬) ৩য় শ্রেণি (২৭)	১ম শ্রেণি (২৬) ৩য় শ্রেণি (১৭)	১৮৬	
						অর্জন	৪৫	৪৫	৫৩	৪৩	১৮৬	
১.৫ কর্ম-পরিবেশ উন্নয়ন	১. করোনা মোকবেলার জন্য সকল প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের আওতাধীন সকল অফিসে বাধ্যতামূলক স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করা ২. অধিদপ্তরের কেন্দ্রীয় অফিসে অপ্রয়োজনীয় নথি ধ্বংস করা	২	সংখ্যা ও তারিখ	উপপরিচালক প্রশাসন	২ (২/১১/২২) (৩/৪/২৩)	লক্ষ্যমাত্রা	-	১ (২২/১১/২)	-	১ ২/৪/৩)৩(	২	
						অর্জন	-	১ (২২/১১/২)		১ (২৩/৪/৩)	২	
						অর্জন	৩/১০/২১	৩০/১২/২১	৩১/৩/২২	৩০২২/৬/	৪	
১.৬ আওতাধীন আঞ্চলিক/ মাঠ পর্যায়ের কার্যালয় (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) কর্তৃক দাখিলকৃত জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ও পরিবীক্ষণ প্রতিবেদনের ওপর ফিডব্যাক প্রদান	ফিডব্যাক সভা/কর্মশালা অনুষ্ঠিত	৪	তারিখ	পরিচালক সম্প্রসারণ	৪	লক্ষ্যমাত্রা	৪২১/৯/	১০২১/১২/	৩২২/৩/	৬২২/৬/	৪	
						অর্জন	-	১০২১/১২/	৩২২/৩/	২/৬২২/	৩	

২. আর্থিক ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন

২.১ ২০২১-২২ অর্থ বছরের ক্রয়-পরিকল্পনা (প্রকল্পের অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনাসহ) ওয়েবসাইটে প্রকাশ	ক্রয়-পরিকল্পনা ওয়েবসাইটে প্রকাশিত	২	তারিখ	চীফ পিইসি ,	৩১/৭২২/	লক্ষ্যমাত্রা	৩১/৭২২/				১	
						অর্জন	২৬/৭ ২২/ তারিখে ওয়েবসাইটে প্রকাশ				১	
২ ২.অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনার যথাযথ বাস্তবায়ন	সভা আয়োজিত	২	%	মহাপরিচালক	১০০%	লক্ষ্যমাত্রা	১০%	২৫%	৭০%	১০০%	১০০%	
						অর্জন	১০.৫৩%	২৭.৮৯%	৪৯.৪৭%	৮৬.৮৮%	৮৬.৮৮ %	
২ ৩.বাজেট বাস্তবায়ন	বাজেট বাস্তবায়িত	৩	%	পরিচালক, বাজেট	১০০%	লক্ষ্যমাত্রা	১০%	২৫%	৭০%	১০০%	১০০%	
						অর্জন	১৬.২৭%	৩৫%	৬০%	৯৬.৮১%	৯৬.৮১ %	
২.৪ প্রকল্পের পিএসসি/পিআইসি সভা আয়োজন	সভা আয়োজিত	৩	সংখ্যা	চীফ পিইসি ,	৪০	লক্ষ্যমাত্রা	১০	১০	১০	১০	৪০	
						অর্জন	১১	১৩	১০	১০	৪৪	
২.৫ প্রকল্প সমাপ্তি শেষে প্রকল্পের সম্পদ (যানবাহন, কম্পিউটার, আসবাবপত্র ইত্যাদি) বিধি মোতাবেক হস্তান্তর করা	প্রকল্পের সম্পদ বিধি মোতাবেক হস্তান্তরিত	৫	তারিখ	পরিচালক , প্রশাসন	০৪	লক্ষ্যমাত্রা	(২) ৩০/০৯/২২	-	(২) ৩১/০৩/২৩		৪	০১টি প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি পাওয়ায় ৩টি প্রকল্পের সম্পদ হস্তান্তরিত
						অর্জন	২টি প্রকল্পের সম্পদ বিধি মোতাবেক হস্তান্তরিত	-	১০/০১/২৩ তারিখে ০১টি প্রকল্পের সম্পদ বিধি মোতাবেক হস্তান্তরিত		৩	

৩. শুদ্ধাচার সংশ্লিষ্ট এবং দুর্নীতি প্রতিরোধে সহায়ক অন্যান্য কার্যক্রম

৩.১ সরকারি যানবাহনের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ	যানবাহনের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ	৩	তারিখ	পরিচালক, বাজেট	২২২৩/০৬/	লক্ষ্যমাত্রা	-	-	-	২২২/০৬/৩		
						অর্জন	-	-	-	২২২/০৬/৩		
৩.২ সকল উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তরে গবাদিপশুর ভ্যাকসিনের মূল্য তালিকা ডিসপ্লে বোর্ডে প্রদর্শন করা	মূল্যতালিকা প্রকাশিত	৫	তারিখ	পরিচালক, সম্প্রসারণ	২১২০২২/০৭/২৩/০৩/২৪,	লক্ষ্যমাত্রা	২১২০/০৭/২২	-	২৪২০/০৩/২৩	-		
						অর্জন	২০২০/০৭/২২	-	২৩২/০৩/০২৩	-		
৩.৩ দূর্নীতি প্রতিরোধে সচেতনতামূলক প্রচারণা	সচেতনতামূলক প্রচারণা প্রচারিত	৫	তারিখ	পরিচালক, সম্প্রসারণ	২১২০২২/০৭/২৩/০৩/২৪,	লক্ষ্যমাত্রা	২১২০/০৭/২২	-	২৪২০/০৩/২৩	-		
						অর্জন অর্জন	২০২০/০৭/২২	-	২৩২/০৩/০২৩	-		

১৭. অভিযোগ/অসন্তুষ্টি নিষ্পত্তির ব্যবস্থা:

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের সকল দপ্তর অফিসে অভিযোগ বক্স রয়েছে। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের আওতায় অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তা (অনিক) ও আপিল কর্মকর্তার তথ্য ওয়েবসাইটে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে হালনাগাদকরণ কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা শতভাগ অর্জিত হয়েছে। পরিবীক্ষণ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি কার্যক্রমের আওতায় নির্দিষ্ট সময়ে অনলাইন/অফলাইনে প্রাপ্ত অভিযোগ শতভাগ নিষ্পত্তি হয়েছে এবং নিষ্পত্তি সংক্রান্ত মাসিক প্রতিবেদন উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ বরাবর যথাসময়ে প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়াও, পরিবীক্ষণ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি কার্যক্রমের আওতায় অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনার উপর কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের ৪টি প্রশিক্ষণ, ৪টি অংশীজন সভা আয়োজন করা হয়েছে এবং ত্রৈমাসিক প্রতিবেদনসমূহ যথাসময়ে প্রণয়নপূর্বক উর্দ্ধগামী করা হয়েছে।

১৮. উপসংহার:

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর দেশের আপামর জনগোষ্ঠির প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণ, দারিদ্র বিমোচন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, নারীর ক্ষমতায়ন, চামড়া এবং চামড়াজাত দ্রব্যাদি উৎপাদন ও রপ্তানিতে এবং বিশেষ করে খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি নিরাপত্তার ক্ষেত্রে কাজ করে যাচ্ছে। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর বর্তমান সরকারের নির্বাচনী অঙ্গীকার যথাযথ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক প্রণীত অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট-২০৩০ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুযায়ী নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। সরকারের প্রেক্ষিত পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে ২০৪১ সালে উন্নত দেশে রুপান্তরের লক্ষ্যে নিরাপদ প্রাণিজ আমিষের অভ্যন্তরীণ চাহিদা পূরণের পাশাপাশি রপ্তানি আয় বৃদ্ধিতে বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ এবং সুষ্ঠু বাস্তবায়নের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা বিনির্মাণে প্রাণিসম্পদ সেক্টর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট
www.fri.gov.bd

১. ভূমিকা:

বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএফআরআই) দেশের মৎস্যসম্পদ উন্নয়নে গবেষণা পরিচালনার জন্য একমাত্র জাতীয় প্রতিষ্ঠান। ইনস্টিটিউট দেশের মৎস্যসম্পদ উন্নয়নে জাতীয় চাহিদার নিরিখে গবেষণা পরিচালনা করে এ যাবত ৮৩টি প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছে। এরমধ্যে ৭১টি মাছের প্রজনন, জীনপুল সংরক্ষণ, জাত উন্নয়ন ও চাষাবাদ বিষয়ক এবং অপর ১২টি ব্যবস্থাপনা বিষয়ক। গবেষণার মাধ্যমে এ পর্যন্ত ৪০টি বিলুপ্তপ্রায় মাছের প্রজনন এবং চাষাবাদ প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে। গত এক দশকে ইনস্টিটিউট হতে বিপন্ন প্রজাতির চিতল, ফলি, টেংরা, গুতুম, খলিশা, রাণী, ঢেলা, পিয়ালী, বাতাসী, আঙ্গুস, লইট্যা টেংরা, কুর্শা, শোল, তিঁতপুটি, শালবাইম ও জারুয়া মাছের পোনা উৎপাদন ও চাষ, কৈ মাছের রোগ নিরাময়ে ভ্যাক্সিন তৈরি, কুঁচিয়া ও কাঁকড়ার পোনা উৎপাদন ও চাষ, নোনা পানির পারশে, নোনা টেংরা, চিত্রা ও দাতিনা মাছের পোনা উৎপাদন, সাগর উপকূলে সীউইড চাষ ও এর ব্যবহার, বিএফআরআই মেকানিকাল ফিশ ড্রায়ার ব্যবহারের মাধ্যমে গুণগতমানসম্পন্ন শুটকি মাছ উৎপাদন, ইলিশের উৎপাদন বৃদ্ধি ও সংরক্ষণ এবং মিঠাপানির মাছের জাত উন্নয়ন ইত্যাদি বিষয়ে প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে। এসব প্রযুক্তি মাঠ পর্যায়ে সম্প্রসারণ ও বর্তমান মৎস্যবান্ধব সরকারের সময়োপযোগী পরিকল্পনা গ্রহণ এবং বাস্তবায়নের ফলে দেশ এখন মাছে স্বয়ংসম্পূর্ণ।

২. রূপকল্প (Vision):

দেশের মৎস্যসম্পদ উন্নয়নে জাতীয় চাহিদার নিরিখে গবেষণা পরিচালনা ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন।

৩. অভিলক্ষ্য (Mission):

গবেষণালব্ধ প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে দেশে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি আমিষের চাহিদা পূরণ, গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের নতুন সুযোগ সৃষ্টি এবং রপ্তানি আয় বৃদ্ধি।

৪. লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য (Aim and Objective):

- দেশের মিঠাপানি ও সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদের সার্বিক উন্নয়ন ও সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মৌলিক ও প্রয়োগিক গবেষণা পরিচালনা এবং সমন্বয় সাধন;
- গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে স্বল্প ব্যয় ও স্বল্প শ্রমনির্ভর এবং পরিবেশ উপযোগী উন্নত মৎস্যচাষ ও ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তি উদ্ভাবন;
- মৎস্যজাত পণ্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, মান নিয়ন্ত্রণ ও বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়ন বিষয়ক গবেষণা পরিচালনা;
- চিংড়িসহ অন্যান্য অর্থকরী অপ্রচলিত জলজ সম্পদের উন্নয়নে প্রযুক্তি উদ্ভাবন;

- প্রযুক্তি হস্তান্তরের লক্ষ্যে প্রযুক্তিভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান ও গবেষণা ক্ষেত্রে দক্ষ জনশক্তি গঠন;
- মৎস্যসম্পদ উন্নয়ন নীতি প্রণয়নে সরকারকে পরামর্শ প্রদান ।

৫. প্রধান কার্যাবলী (Main Function):

- জাতীয় চাহিদার নিরিখে মৌলিক ও প্রায়োগিক গবেষণা পরিচালনা;
- মাছের জাত উন্নয়ন, জলজ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং বিজ্ঞানভিত্তিক মাছ চাষ ও ব্যবস্থাপনা কৌশল উদ্ভাবন;
- অভ্যন্তরীণ উন্মুক্ত জলাশয়ে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ব্যবস্থাপনা কৌশল উদ্ভাবন;
- সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদের সহনশীল আহরণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে স্থায়ীত্বশীল ও টেকসই ব্যবস্থাপনা কৌশল উদ্ভাবন;
- মৎস্যজাত পণ্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ, মান নিয়ন্ত্রণ ও বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়ন বিষয়ক গবেষণা পরিচালনা;
- প্রযুক্তি হস্তান্তরে সম্প্রসারণ কর্মী, উদ্যোক্তা ও অগ্রসরমান চাষীদের কারিগরী প্রশিক্ষণ প্রদান ।
- গবেষণা ক্ষেত্রে মানবসম্পদ উন্নয়ন;
- মৎস্যসম্পদ উন্নয়ন, সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ে নীতি প্রণয়নে সরকারকে প্রয়োজনীয় পরমার্শ প্রদান ।

৬. সাংগঠনিক কাঠামো:

বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট এর সদর দপ্তর ময়মনসিংহে অবস্থিত । মহাপরিচালক এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহী । ইনস্টিটিউটের অধীনস্থ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ৫টি কেন্দ্র ও ৫টি উপকেন্দ্র রয়েছে । ইনস্টিটিউটের অনুমোদিত মোট জনবল ৫৪০ জন, তন্মধ্যে পূরণকৃত জনবল ২৮৫ জন এবং শূন্যপদ ২৫৫ জন । পূরণকৃত জনবলের মধ্যে গবেষণাধর্মী পদের সংখ্যা ১১৪ জন এবং সহায়ক জনবল ১৭১ জন ।

৭. ২০২২-২৩ অর্থবছরে অর্জিত সাফল্যসমূহের বিষয়ভিত্তিক সচিত্র নাতিদীর্ঘ বর্ণনা:

ক. বিলুপ্তপ্রায় দেশীয় মাছের প্রজনন ও চাষাবাদ এবং জীনপুল সংরক্ষণ:

দেশীয় মাছ প্রাণিজ পুষ্টির প্রধান উৎস । কিন্তু অতিআহরণ এবং জলজ পরিবেশ বিপর্যয়সহ নানাবিধ কারণে আমাদের দেশে অনেক প্রজাতির মাছ আজ বিলুপ্তপ্রায় । আইইউসিএন (২০১৫) এর তথ্য মতে আমাদের দেশে ২৬০ প্রজাতির মিঠাপানির মাছের মধ্যে ৬৪ প্রজাতির মাছ বিলুপ্তপ্রায় । এসব মাছকে বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষার্থে বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট গবেষণা পরিচালনার মাধ্যমে ৪০ প্রজাতির দেশীয় মাছের পোনা উৎপাদন ও চাষাবাদ প্রযুক্তি উদ্ভাবন করতে সক্ষম হয়েছে । এর মধ্যে গত অর্থবছর (২০২২-২৩) প্রজননের মাধ্যমে তিঁতপুটি, নারকেলি চেলা, বটিয়া পুঁইয়া, শোল, শালবাইম ও জারুয়া মাছের কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে পোনা উৎপাদনে সফলতা পেয়েছে । পাশাপাশি দেশীয় মাছ সংরক্ষণে ইনস্টিটিউটের ময়মনসিংহস্থ স্বাদুপানি কেন্দ্রে দেশের প্রথম লাইভ জিনব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে ।

১. বিলুপ্তপ্রায় শোল মাছের কৃত্রিম প্রজনন কৌশল উদ্ভাবন:

মিঠাপানির দেশীয় প্রজাতির মাছগুলোর মধ্যে অন্যতম জনপ্রিয় মাছ শোল *(Channa striata)*। এটি রাক্ষুসে প্রকৃতির মাছ। এ মাছ মূলত বিল ও হাওরে পাওয়া যায়। মাছটি খেতে অত্যন্ত সুস্বাদু এবং পুষ্টিগুণসম্পন্ন হওয়ায় বাজারে এর প্রচুর চাহিদা রয়েছে। প্রাকৃতিক জলাশয় থেকে মাছের প্রাপ্যতা দিন দিন কমে যাওয়ায় এ প্রজাতিটি চাষের আওতায় আনার জন্য মাঠ পর্যায়ে জোর তাগিদ রয়েছে। কিন্তু এক্ষেত্রে পোনা পর্যাপ্ত সরবরাহ প্রয়োজন। এ বিবেচনায় ইনস্টিটিউট এ মাছের প্রজনন ও পোনা উৎপাদনে কার্যক্রম হাতে নেয় এবং ২০২২ সালে দেশে প্রথমবারের মত কৃত্রিম প্রজননে সফলতা অর্জন করে। গবেষণায় দেখা যায় যে, মাছটি এপ্রিল থেকে অক্টোবরের মাঝামাঝি পর্যন্ত বেশি ডিম দেয়। তবে এপ্রিল-আগস্ট এদের সর্বোচ্চ প্রজনন মৌসুম। পুরুষ মাছের তুলনায় স্ত্রী মাছের জিএসআই মান গড়ে ৫.৩৬% এবং ফেকান্ডিটি ১৩০০০-২১০০০। বাণিজ্যিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ শোল মাছের কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে পোনা উৎপাদন সক্ষম হওয়ায় অদূর ভবিষ্যতে এ মাছটিও চাষের আওতায় চলে আসবে। বর্তমানে শোল মাছের নার্সারি ব্যবস্থাপনার উপর গবেষণা চলমান রয়েছে।

প্রজননক্ষম শোল মাছ ও পোনা

২. নারিকেলি চেলা মাছের কৃত্রিম প্রজনন:

নারিকেলি চেলা *(Salmostoma bacaila)* হচ্ছে স্বাদুপানির একটি সুস্বাদু মাছ। অঞ্চলভেদে এই মাছটি কাটারি নামে পরিচিত। এই মাছটি নদ-নদী, পুকুর, হ্রদ এবং খাল-বিলের নিচের অংশে বসবাস করে। মাছটি খুবই সুস্বাদু এবং মানবদেহের জন্য উপকারী অণুপুষ্টি উপাদান সমৃদ্ধ। মাছটি উত্তরাঞ্চলসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে জনপ্রিয়। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে এক সময় মাছটির প্রাচুর্যতা ও প্রচুর চাহিদা থাকলেও অন্যান্য দেশীয় ছোট মাছের মত এ মাছের প্রাচুর্যতা বর্তমানে ব্যাপকভাবে হ্রাস পেয়েছে। এ প্রেক্ষিতে প্রজাতিটিকে বিপন্নের হাত থেকে রক্ষার লক্ষ্যে দেশে প্রথমবারের মত এ মাছটির কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে পোনা উৎপাদনে ইনস্টিটিউট সফলতা অর্জন করেছে। একটি পরিপক্ব ওজনের (১০-১৭ গ্রাম) নারিকেলি চেলার ডিম ধারণ ক্ষমতা ওজন ভেদে ২,৫০০ থেকে ১১,৫০০টি পর্যন্ত হয়ে থাকে। মাছটির প্রজননকাল মে থেকে জুলাই, সর্বোচ্চ প্রজননকাল জুন মাস। ইনস্টিটিউট কর্তৃক মাছটির কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে পোনা উৎপাদন সম্ভব হওয়ায় শীঘ্রই এ মাছটি চাষের আওতায় চলে আসবে; যা উত্তর জনপদে তথা দেশের মৎস্য খাতে এটি তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রাখবে।

প্রজননক্ষম নারিকেলি চেলা মাছের ব্রুড ও রেণু পোনা

৩. বটিয়া পুঁইয়া মাছের কৃত্রিম প্রজনন প্রযুক্তি উদ্ভাবন:

বিপন্নপ্রায় বটিয়া পুঁইয়া *(Acanthocobitis botia)* এলাকা ভেদে নাটোয়া, খলইমুচুরী, বিলতারি ইত্যাদি নামে পরিচিত। সিলেট ও সুনামগঞ্জ জেলার পাহাড়ি ছোট নদীতে এবং দিনাজপুর, রংপুর ও ময়মনসিংহ জেলার মসৃন ছোট নদীতে এ মাছটি পাওয়া যায়। বিপন্নের হাত থেকে রক্ষার লক্ষ্যে ইনস্টিটিউট প্রথমবারের মত ২০২১ সালে কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে বটিয়া পুঁইয়া মাছের পোনা উৎপাদনে সফলতা অর্জন করেছে। মে থেকে সেপ্টেম্বর মাস বটিয়া পুঁইয়া মাছের প্রজননকাল, তবে জুন মাস এ মাছের সর্বোচ্চ প্রজনন মৌসুম। একটি পরিপক্ক বটিয়া পুঁইয়া মাছের ডিম ধারণ ক্ষমতা ৫,০০০ থেকে ৮,০০০ পর্যন্ত হয়ে থাকে এবং পরিপক্ক ডিমের রং গাঢ় হলুদ বর্ণের হয়। সুস্বাদু এ মাছটি কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে পোনা উৎপাদন সফল হওয়ায় বিলুপ্তির হাত থেকে এ প্রজাতিটি রক্ষা পাবে এবং মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে ।

বটিয়া পুঁইয়া মাছের ব্রুড এবং পোনা

৪. তিত পুঁটি মাছের কৃত্রিম প্রজনন কৌশল উদ্ভাবন:

বিলুপ্তপ্রায় তিত পুঁটি *(Pethia ticto)* একসময় বাংলাদেশের নদী নালা, খাল-বিল, হাওর-বাওর ও পুকুরে পাওয়া যেত। আইইউসিএন-২০১৫ এর তথ্য অনুযায়ী, বর্তমানে এ মাছটি সংকটাপন্ন। গ্রামীণ এ মাছে প্রচুর পুষ্টি, ভিটামিন, মিনারেল ও খনিজ লবণ রয়েছে।

বিপন্নের হাত থেকে রক্ষার লক্ষ্যে ইনস্টিটিউট ২০২২ সালে প্রথমবারের মত কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে তিত পুঁটি মাছের পোনা উৎপাদনে সফলতা অর্জন করে। একটি পরিপক্ক (৭-৯ গ্রাম ওজনের) তিত পুঁটি মাছের ডিম ধারণ ক্ষমতা ১৬১০ থেকে ৪১৩০ পর্যন্ত হয়ে থাকে। মাছটির প্রজননকাল মে থেকে আগস্ট; তবে সর্বোচ্চ প্রজননকাল জুন মাসে। 'বাণিজ্যিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ এ মাছের কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে পোনা উৎপাদন সম্ভব হওয়ায় দেশের মৎস্য খাতে তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রাখবে এবং মাছটি বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা পাবে ।

তিত পুঁটি মাছের ব্রুড এবং রেণু পোনা

৫. গুড়া চিংড়ির চাষ ব্যবস্থাপনা:

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে চিংড়ি একটি গুরুত্বপূর্ণ মৎস্যসম্পদ। আমাদের দেশে চিংড়ি উৎপাদনের ক্ষেত্রে মূলত গলদা এবং বাগদা চিংড়িকে বুঝে থাকি। কিন্তু, এক্ষেত্রে মিঠাপানির গুড়া চিংড়িরও ভূমিকা রয়েছে। এক সময় দেশের খাল-বিল, ডোবা-নালা, পুকুর এবং বর্ষাকালে ধানক্ষেতে গুড়া চিংড়ি দেখতে পাওয়া যেত। বর্তমানে চিংড়ির প্রাপ্যতাও দ্রুত হ্রাস পাচ্ছে। জলজ পরিবেশ ভরাট হওয়া, খাল-বিল শুকিয়ে যাওয়া, নির্বিচারে চিংড়ি আহরণ, কৃষি কাজে কীটনাশকের ব্যাপক ব্যবহার গুড়া চিংড়ির উৎপাদন হ্রাসের অন্যতম কারণ। সাম্প্রতিকালে গুড়া চিংড়ির ব্যবহার বেড়েছে কয়েকগুণ। অতীতে গুড়া চিংড়ি খুব একটা ব্যবহার না হলেও বর্তমানে নানান পদের খাবার তৈরীতে গুড়া চিংড়ি ব্যবহৃত হচ্ছে। ফলে এ বিষয়ে গবেষণা শুরু করা হয়। মিঠাপানিতে তিন প্রজাতির গুড়া চিংড়ি *(Macrobrachium rude, M. lamarrei and M. dayanum)* পাওয়া যায়। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে, এরা বছরে একাধিকবার প্রজনন করে থাকে। একক চাষে প্রতি হেক্টরে গুড়া চিংড়ির সর্বোচ্চ উৎপাদন ৬৯০ কেজি পর্যন্ত পাওয়া গেছে। এক্ষেত্রে লাভের পরিমাণ তুলনামূলক কম। এ প্রেক্ষিতে বর্তমানে উচ্চ মূল্যের বিভিন্ন দেশীয় ছোট মাছের সাথে মিশ্রচাষ নিয়ে গবেষণা চলমান রয়েছে।

গুড়া চিংড়ি

৬. জারুয়া মাছের পোনা উৎপাদনে সফলতা অর্জন :

জারুয়া *(Chagunius chagunio)* বাংলাদেশের মিঠাপানির একটি মাছ । দেশের উত্তর জনপদে মাছটি উত্তি নামে পরিচিত । মাছটি সুস্বাদু মানবদেহের জন্য উপকারী অণুপুষ্টি উপাদানসমৃদ্ধ এবং উত্তরাঞ্চলে খুবই জনপ্রিয় । মাছটির উত্তর জনপদে প্রচুর চাহিদা কিন্তু জলাশয় দূষণ, অপরিকল্পিত বাঁধ নির্মাণ, নদীতে বানা ও কারেন্ট জালের ব্যবহার এবং চৈত্র মাসে জলাশয় শুকিয়ে মাছ ধরা নানাবিধ কারণে বাসস্থান ও প্রজননক্ষেত্র বিনষ্ট হওয়ায় এ মাছের প্রাচুর্যতাও ব্যাপকভাবে হ্রাস পেয়েছে । এ প্রেক্ষিতে প্রজাতিটিকে বিপন্নের হাত থেকে রক্ষার লক্ষ্যে ইনস্টিটিউটের স্বাদুপানি উপকেন্দ্র, সৈয়দপুরের বিজ্ঞানীরা বিগত ২০১৮ সাল থেকে গবেষণা চালিয়ে ২০২৩ সালের জানুয়ারি মাসে দেশে প্রথমবারের মত কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে পোনা উৎপাদনের কলাকৌশল উদ্ভাবনে সফলতা লাভ করেছে । একটি পরিপক্ক মা মাছ থেকে বয়স ও ওজন ভেদে প্রতি ১০০ গ্রাম দৈহিক ওজনের জন্য ১২-১৩ হাজার টি ডিম পাওয়া যায় । মাছটি প্রায় ৫০ সেমি এবং ২৫০-৩০০ গ্রাম পর্যন্ত হয়ে থাকে তবে অঞ্চল ভেদে ১৫০-২০০ গ্রাম থেকেই স্ত্রী মাছ প্রজননক্ষম হতে শুরু করে । প্রজননের জন্য জারুয়া মাছের স্ত্রী ও পুরুষ মাছকে কৃত্রিম হরমোন ওভোহোম ইনজেকশন প্রতি কেজি পুরুষ মাছকে ০.৫ মি.লি. হারে এবং স্ত্রী মাছকে ২.০ মি.লি. হারে প্রয়োগ করা হয় । হরমোন ইনজেকশন প্রয়োগের ১৮-২০ ঘন্টা পর স্ত্রী মাছকে চাপ প্রয়োগ করে ডিম বের করা হয় এবং পুরুষ মাছের স্পার্ম বের করা হয় । ডিম ছাড়ার ৮০-১০৪ ঘন্টা পর ডিম থেকে রেণু বের হয় । রেণু বের হওয়ার ৭২ ঘণ্টা পর থেকে রেণুকে খাবার দিতে হয় এবং সঠিক পরিচর্যায় ৫০-৬০ দিনের মধ্যে আঙ্গুলী পোনায় পরিণত হয় । জারুয়া মাছের কৃত্রিম প্রজনন সম্প্রসারণ করা গেলে চাষের মাধ্যমে এতদাঞ্চল তথা দেশে প্রজাতিটির উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব হবে এবং বিপদাপন্ন অবস্থা থেকে এ প্রজাতিকে সুরক্ষা করা যাবে ।

পরিপক্ক জারুয়া মাছ ও রেনুপোনা

৭. শালবাইম মাছের পোনা উৎপাদনে সফলতা অর্জন:

শালবাইম মাছটি *(M. armatus) Mastacembelidae* পরিবারের *mastacembelus* গণের একটি স্বাদুপানির মাছ । সাপের মত দীর্ঘাকার ও নলাকার এবং আঁশবিহীন মাছটি ইংরেজিতে জিগ-জাক- ইল, টায়ার-ট্র্যাক ইল, টায়ার-ট্র্যাক-স্পাইনি ইল বা মার্বেলড-স্পাইনি ইল ইত্যাদি এবং বাংলায় বাইম বা শালবাইম নামে পরিচিত । বাংলাদেশের নদী, নালা, খাল, বিল, হাওর, বাওর ও পুকুরে এ মাছটি পাওয়া যেত কিন্তু আইইউসিএন-২০১৫ এর তথ্য অনুযায়ী অতি আহরণ ও বাসস্থান নষ্ট হওয়ার কারণে বিগত দুই দশকে এর প্রাপ্যতা ৫০% কমে গিয়েছে এবং বর্তমানে এ মাছটি সংকটাপন্ন অবস্থায় রয়েছে । শাল বাইম পানির তলদেশে বসবাস করে এবং এটি একটি পটামোড্রমাস মাছ অর্থাৎ এক নদী থেকে অন্য নদীতে মাইগ্রেশন করে থাকে ।

নির্বিচারে বিভিন্ন ছোট ফাঁসের জাল দিয়ে মাছ শিকার, জলাশয়ের পানি সম্পূর্ণ সেচে মাছ আহরণ এবং অন্যান্য পরিবেশগত কারণে দিন দিন এ মাছের প্রাচুর্যতা ব্যাপকভাবে হ্রাস পেয়েছে। এই বিষয়গুলো বিবেচনায় নিয়ে বিপন্নের হাত থেকে রক্ষার লক্ষ্যে ২০১৪ সাল হতে ইনস্টিটিউটের স্বাদুপানি কেন্দ্র, ময়মনসিংহের বিজ্ঞানীরা নেত্রকোণা, কিশোরগঞ্জ এর হাওর এবং ব্রহ্মপুত্র, নদী হতে এ মাছ সংগ্রহ করে গবেষণা কার্যক্রম শুরু করেন। পরবর্তীতে, স্বাদুপানি কেন্দ্র থেকে ২০২২ সালে কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে শাল বাইম মাছের পোনা উৎপাদনে সফলতা অর্জিত হয়। প্রাপ্ত বয়স্ক প্রজননক্ষম পুরুষ মাছের পেটে চাপ দিলে সাদা মিল্ট এবং স্ত্রী মাছের ক্ষেত্রে ডিম বের হয়ে আসে। প্রতি ২৬০ মি.মি থেকে ৫৩৫ মি.মি সাইজের শালবাইম মাছের ডিম ধারণ ক্ষমতা ৩১৫৫-২৪৬৮৪ টি পর্যন্ত হতে পারে। মাছটির প্রজননকাল মে থেকে জুলাই মাস। প্রজনন মৌসুমে গবেষণা পুকুর হতে সুস্থ সবল পরিপক্ক পুরুষ ও স্ত্রী মাছকে সংগ্রহের পর হ্যাচারীতে সিমেন্টেড সিস্টার্নে অক্সিজেন প্রবাহসহ কৃত্রিম ঝর্ণায় ৫-৬ ঘন্টা রেখে পিটুইটারী হরমোন কেজি প্রতি নির্দিষ্ট হারে ইনজেকশনের মাধ্যমে প্রয়োগ করা হয়। ইনজেকশন প্রয়োগ করে সিস্টার্নে স্থাপিত হাপায় ১:১ অনুপাতে স্থানান্তর করে কৃত্রিম আবাসস্থলের ব্যবস্থা করা হয়। হরমোন প্রয়োগের ৩৫-৪৫ ঘন্টা পর প্রাকৃতিকভাবে স্ত্রী মাছ ডিম ছাড়ে। সম্পূর্ন ডিম দেয়া শেষ হলে ব্রুড মাছগুলোকে হাপা হতে সরিয়ে নিতে হয়। শালবাইম মাছের কৃত্রিম প্রজনন সম্প্রসারণ করা গেলে চাষের মাধ্যমে দেশে প্রজাতিটির উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব হবে এবং বিপদাপন্ন অবস্থা থেকে এ প্রজাতিকে সুরক্ষা করা যাবে।

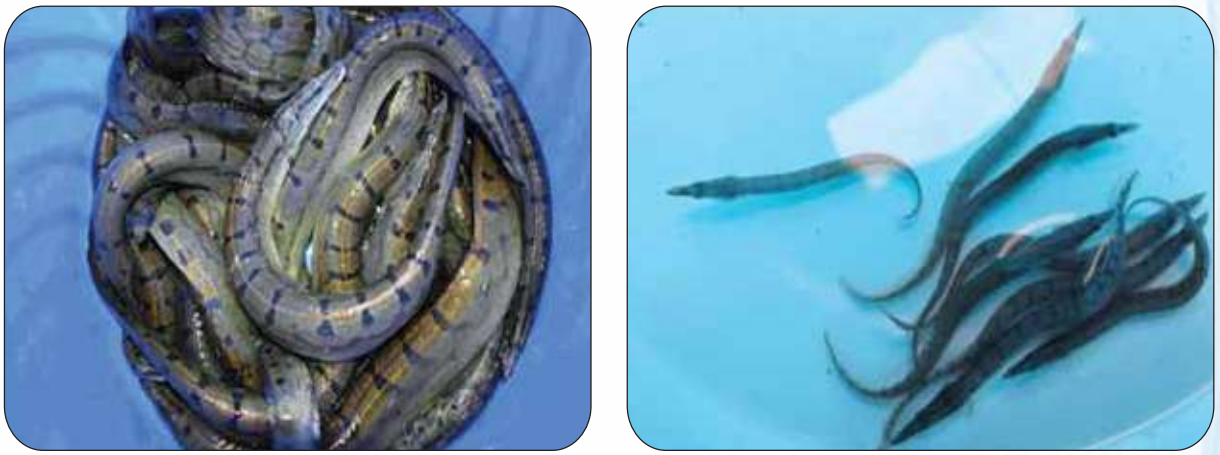

পরিপক্ব শালবাইম মাছ ও ৯০ দিন বয়সী পোনা

৮. দেশীয় মাছ সংরক্ষণে লাইভ জিনব্যাংক:

দেশে প্রথমবারের মতো ইনস্টিটিউটের ময়মনসিংহস্থ স্বাদুপানি কেন্দ্র কর্তৃক দেশীয় মাছের লাইভ জিনব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। দেশীয় প্রজাতির মাছ সংরক্ষণে এ লাইভ জিনব্যাংক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। প্রতিষ্ঠিত এ লাইভ জিনব্যাংকে দেশের বিলুপ্তপ্রায় ভাগনা, দেশী কৈ, নাপিত কৈ, খলিশা, লাল খলিশা, মাগুর, বোয়ালি পাবদা, সরপুঁটি, পুঁটি, শিং, মহাশোল, রুই, বুজুরি টেংরা, ভিটা টেংরা, গুলশা, বাটা, রিটা, মলা, পুঁইয়া গুতুম, পাহাড়ী গুতুম, ঠোটপুইয়া, শালবাইম, টাকি, ফলি, ঢেলা, চেলা, লম্বা চান্দা, রাঙাচান্দা, লালচান্দা, পিয়ালি, বৈরালি, দারকিনা, ইংলা, চেপ চেলা, লোহাচাটা, রাণী, কাকিলা, বাচা, বাতাসি, আঙ্গুস, কানপোনা, ঘাউরা, ভেদা, একথুটি, কাকিলা ও বাসপাতাসহ মোট ১১০ প্রজাতির মাছ সংরক্ষণ করা হয়েছে। মাত্রাতিরিক্ত মাছ আহরণ, পরিবেশগত বিপর্যয়, জলাশয় সংকোচনসহ প্রভৃতি নানান কারণে মৎস্যসম্পদ হুমকির সম্মুখীন হলে ফিস জিনব্যাংক কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে।

দেশে মাছে স্বয়ংসম্পূর্ণ রাখতে এবং সুস্বাদু ও পুষ্টিগুণসম্পন্ন মাছের উৎপাদন বাড়াতে জিনব্যাংক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে। এ প্রেক্ষিতে বর্তমান সরকারের আমলে দেশীয় মাছ সংরক্ষণ ও পুনরুদ্ধারের জন্য ইনস্টিটিউটে গবেষণা কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে।

খ. অধিক উৎপাদনশীল "বিএফআরআই সুবর্ণ রুই" এর জাত উদ্ভাবন:

বাংলাদেশে চাষযোগ্য কার্পজাতীয় মাছের মধ্যে রুই সবচেয়ে বাণিজ্যিক গুরুত্বসম্পন্ন মাছ। বর্তমানে মৎস্যচাষ প্রায় সম্পূর্ণভাবে হ্যাচারি উৎপাদিত পোনার উপর নির্ভরশীল। কিন্তু, হ্যাচারীতে উৎপাদিত রুই মাছের পোনার কৌলিতাত্ত্বিক অবক্ষয় *(genetic deterioration)* ও আন্তঃপ্রজননজনিত সমস্যা *(inbreeding depression)* মৎস্যচাষ উন্নয়নে অন্যতম অন্তরায়। এ সমস্যা হতে উত্তরণের লক্ষ্যে ইনিস্টিটিউট হতে কৌলিতাত্ত্বিক গবেষণার মাধ্যমে রুই মাছের ৪র্থ প্রজন্মের ১টি নতুন জাত উদ্ভাবন করা হয়েছে। রুই মাছের নতুন এই জাতটি দ্রুত বর্ধনশীল, মূলজাতের চেয়ে ২০.১২% অধিক উৎপাদনশীল, খেতে সুস্বাদু এবং দেখতে লালচে ও আকর্ষণীয়। উন্নতজাতের এ মাছটি মাঠ পর্যায়ে সম্প্রসারণ করা হলে দেশে প্রায় ৮০,০০০ কেজি মাছ অধিক উৎপাদিত হবে। স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীর প্রাক্কালে রুই মাছের ৪র্থ প্রজন্মের এ জাতটি উদ্ভাবিত হওয়ায় ইনস্টিটিউট হতে এ জাতটিকে "বিএফআরআই সুবর্ণ রুই" হিসেবে নামকরণ করা হয়েছে এবং মন্ত্রণালয় থেকে এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারী করা হয়েছে।

খামারীদের মাঝে উন্নত জাতের বিএফআরআই সুবর্ণ রুই এর
জার্মপ্লাজম বিতরণ করছেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব, ড. নাহিদ রশীদ

গ. বলেশ্বর নদীতে ইলিশের নতুন প্রজননক্ষেত্র চিহ্নিতকরণ:

ভৌগোলিক অবস্থান ও পরিবেশগত কারণে বলেশ্বর নদী ইলিশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বলেশ্বর নদীতে ইলিশ মাছের প্রজননক্ষেত্র নিরূপনের লক্ষ্যে অত্র ইনস্টিটিউট হতে ৩ বছর মেয়াদী (২০১৯-২০২১) নিরবিচ্ছিন্ন গবেষণা পরিচালনা করা হয়। গবেষণাকালে, নদী হতে পরিপক্ব ও প্রজননক্ষম ইলিশ মাছের উপস্থিতি, ডিমের আকার বা ব্যাস (জিএসআই মান), ওজিং বা ডিম নির্গমনরত ইলিশের সংখ্যা, স্পেন্ট ফিশ বা প্রজননোত্তর মাছের প্রাপ্যতার হার, নিষিক্ত ডিমের পরিমাণ, লার্ভি বা জাটকার সংখ্যা ইত্যাদি তথ্য সংগ্রহ করা হয়। তাছাড়া, বলেশ্বর নদীর প্রাকৃতিক উৎপাদনশীলতা পানিতে বিদ্যমান ফাইটোপ্ল্যাংকটন ও জুপ্ল্যাংকটনের প্রাচুর্যতা ও বৈচিত্র্যতা পর্যবেক্ষণ করা হয়। গবেষণায় প্রতীয়মান হয়েছে যে, বলেশ্বর ও বলেশ্বর নদীর মোহনা অঞ্চল নিয়ে প্রায় ৫০ কি.মি. দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট ৩৪৮ বর্গ কিলোমিটার এলাকাকে ইলিশের প্রজননক্ষেত্র হিসেবে ঘোষণা করা যেতে পারে। এতে বলেশ্বর ও বলেশ্বর নদী মোহনা অঞ্চল থেকে বছরে গড়ে প্রায় ৮০০ কোটি লার্ভি (০+ সাইজ) ইলিশ পরিবারের সাথে নতুন করে যুক্ত হবে এবং এতে প্রতি বছর ৫০ হাজার মেট্রিক টন অতিরিক্ত ইলিশ উৎপাদন হবে যার বাজার মূল্য প্রায় ২০৬৪ কোটি টাকা। গবেষণা ফলাফল ইতোমধ্যে বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের সাথে আলোচনা করে চূড়ান্ত করা হয়েছে এবং জিপিএস এর

মাধ্যমে প্রজননক্ষেত্রের সীমানা নির্ধারণ করা হয়েছে। এতদসংক্রান্ত গেজেট প্রকাশের কার্যক্রম মন্ত্রণালয়ে বর্তমানে বিবেচনাধীন রয়েছে।

বলেশ্বর নদীর ৫০ কি.মি. দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট ৩৪৮ বর্গ কিলোমিটার এলাকার জিপিএস পয়েন্ট ম্যাপ

ঘ. ইলিশের সর্বোচ্চ সহনশীল আহরণমাত্রা নিরূপণ:

ইলিশ আমাদের জাতীয় মাছ এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মৎস্যসম্পদ। ইলিশ উৎপাদনে বাংলাদেশ এখন বিশ্বে প্রথম এবং রোল মডেল।

এম.ভি বিএফআরআই গবেষণা তরী

ইনস্টিটিউটের গবেষণালব্ধ তথ্যের ভিত্তিতে ইলিশ ব্যবস্থাপনা কৌশল এবং সরকারের বিভিন্ন বাস্তবমুখী কার্যক্রম মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সরাসরি তত্ত্বাবধানে সম্প্রতি দেশে ইলিশের বিস্তৃতি এবং উৎপাদন বেড়েছে। গবেষণা ও সংরক্ষণ কার্যক্রমে গত ১২ বছরে ইলিশের উৎপাদন বেড়েছে ৮৫%, বাজারে বড় আকারের (৮০০-১০০০ গ্রাম) ইলিশের প্রাপ্যতা আগের তুলনায় ২৫% বেড়েছে। মা ইলিশ সুরক্ষিত হওয়ায় গত বছর ৩৯,৩১৫ কোটি জাটকা ইলিশ পরিবারে নতুন করে যুক্ত হয়েছে। ইলিশ মাছের সর্বোচ্চ সহনশীল উৎপাদন *(Maximum Sustainable Yield)* ৭.০২ লক্ষ মে.টন নির্ধারণ করা হয়েছে। এর চেয়ে বেশি মাছ আহরণ করা হলে ইলিশের প্রাকৃতিক মজুদ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশংকা রয়েছে এবং ভবিষ্যতে ইলিশ উৎপাদনে এর নেতিবাচক প্রভাব পড়বে। গত অর্থবছর সরকার জাটকা সুরক্ষায় ইনস্টিটিউটের গবেষণা তথ্যের ভিত্তিতে *Gill Net* এর ফাঁস ৬.৫ সেমি নির্ধারণ এবং সমুদ্রে ৬৫ দিন মাছ আহরণ নিষিদ্ধকরণের প্রভাবে ইলিশের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। সম্প্রতি ইলিশ গবেষণা জোরদারকরণের জন্য 'এম.ভি বিএফআরআই গবেষণা তরী' নামে একটি জাহাজ ইনস্টিটিউট থেকে ক্রয় করা হয়েছে।

ঙ. বাণিজ্যিকভাবে স্বল্পমূল্যে স্পিরুলিনার উৎপাদনঃ

স্পিরুলিনা এক ধরণের শৈবাল; যা পরিপূর্ণ প্রোটিনের উৎস। খাদ্য নিরাপত্তা, অপুষ্টি মোকাবেলা, দীর্ঘমেয়াদী মহাকাশযাত্রা এবং মঙ্গল মিশনে সম্পূরক খাদ্য হিসেবে স্পিরুলিনা ব্যবহৃত হচ্ছে, তাই একে "সুপার ফুড" ও বলা হয়ে থাকে। স্পিরুলিনায় প্রায় ৫০-৭০% প্রোটিন, ২৪% কার্বোহাইড্রেট, ৮% ফ্যাট এবং ৫% জলীয় অংশ পাওয়া যায়, যা অন্যান্য প্রোটিনসমৃদ্ধ দ্রব্যের তুলনায় অনেক বেশি। স্পিরুলিনাতে উচ্চমাত্রার মিনারেলস যেমন: আয়রন, ক্যালসিয়াম, পটাশিয়াম, জিঙ্ক, ভিটামিন, ওমেগা-৩ ও ওমেগা-৬ ফ্যাটি এসিড থাকে। উচ্চমূল্যের প্রাণিজ প্রোটিনের পরিবর্তে স্পিরুলিনা ব্যবহার এখন বিশ্বব্যাপী ব্যাপক সমাদৃত। মূলত স্পিরুলিনার গুড়া ঔষধ শিল্পে কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়। মাছের খাদ্যে স্পিরুলিনা ব্যবহারের মাধ্যমে মাছের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। বিশ্বে বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদিত হলেও এর উৎপাদন খরচ এখন পর্যন্ত ব্যয়সাপেক্ষ। উৎপাদন ব্যয় হ্রাসের জন্য বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট পেঁপের খোসা ব্যবহার করে স্পিরুলিনা চাষের জন্য মিডিয়া তৈরি করে। এতে রাসায়নিক দ্রব্যের ব্যবহার অনেকাংশে কমে আসে যা প্রকৃতপক্ষে স্পিরুলিনা উৎপাদন ব্যয়কে হ্রাস করে। স্পিরুলিনা চাষের মাধ্যমে বাংলাদেশের বিশাল জনগোষ্ঠীর জন্য বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা সম্ভব, যা দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সহায়তা করবে। স্পিরুলিনা চাষ পরিবেশবান্ধব বিধায় বাড়ির ছাদ বা যে কোন খোলা স্থান সহজেই ব্যবহারের আওতায় আনা সম্ভব।

বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদিত স্পিরুলিনা

চ. সীউইড সনাক্তকরণ ও চাষ প্রযুক্তি উদ্ভাবনঃ

সীউইড বাণিজ্যিক গুরুত্বসম্পন্ন একটি অপ্রচলিত মৎস্যসম্পদ। পুষ্টিমানের বিচারে যা বিভিন্ন খাদ্য ও শিল্পের কাঁচামাল হিসেবে সমাদৃত। মানব খাদ্য হিসেবে ব্যবহার ছাড়াও ডেইরী, ঔষধ, টেক্সটাইল ও কাগজ শিল্পে সীউইড আগার কিংবা জেল জাতীয় দ্রব্য তৈরির কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়। সীউইডে প্রচুর পরিমাণে অনুপুষ্টি থাকায় এর গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে। ইনস্টিটিউট সীউইড নিয়ে গবেষণা পরিচালনা করে এ পর্যন্ত ১৫৪টি প্রজাতি সনাক্ত করেছে তন্মধ্যে ২৭টি প্রজাতি বাণিজ্যিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ। সনাক্তকৃত সীউইডের মধ্যে এ পর্যন্ত ৬ প্রজাতির সীউইড *(Hypnea musciformis, Caulerpa racemosa, Enteromorpha intestinali, Padinatetra stromatica I Sargassum oligocystum)* চাষ পদ্ধতি ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবন করা হয়েছে। চাষ প্রযুক্তি ইতোমধ্যে মৎস্য অধিদপ্তরের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে। সীউইড ব্যবহার করে বিভিন্ন মূল্য সংযোজিত পণ্য তৈরির উপর গবেষণা কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

Codium bursa

Euchema cottonii

Caulerpa peltata

সনাক্তকৃত নতুন প্রজাতির সীউইড

বাণিজ্যিক গুরুত্বসম্পন্ন *Ulva lactuca* প্রজাতি যা *Sea Lettuce* নামে পরিচিত। বিগত ২০২১ সালের জানুয়ারি থেকে মার্চ এই তিন মাস *Ulva lactuca* সেন্টমার্টিন, বাঁকখালী, কুতুবদিয়া ও মহেশখালি চ্যানেলে আনুভূমিক নেট পদ্ধতি ব্যবহার করে চাষ করা হয়। উল্লেখিত চারটি স্থানে ৯০ দিনে চাষকৃত শৈবালের মোট উৎপাদন সর্বোচ্চ সেন্টমার্টিনে ২৭.৭২ কেজি (সিক্ত ওজন/মি.২) এবং সর্বনিম্ন মহেশখালি চ্যানেলে ৬.২৮ কেজি (সিক্ত ওজন/মি.২) পাওয়া গেছে।

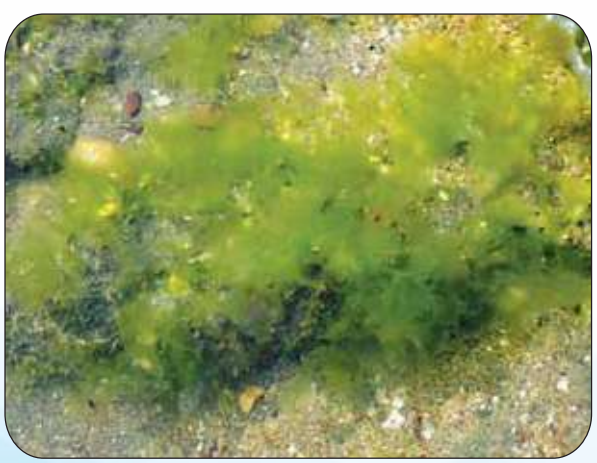

বাণিজ্যিক গুরুত্বসম্পন্ন *Ulva lactuca* সীউইড প্রজাতির চাষ

ছ. নীল সাঁতারু কাঁকড়ার পোনা উৎপাদন কৌশল উদ্ভাবনঃ

নীল সাঁতারু কাঁকড়া *(Portunus pelagicus)* গুরুত্বপূর্ণ অপ্রচলিত মৎস্যসম্পদ এবং সী-ফুড হিসেবে জনপ্রিয়। ইতোমধ্যে *IUCN* এর ক্রাস্টাসিয়ান্স রেড লিস্ট তালিকায় এটি *"Least Concern"* শ্রেণীতে অন্তর্ভূক্ত হয়েছে। বর্তমানে শীলা কাঁকড়ার পাশাপাশি সাঁতারু কাঁকড়া রেস্তোরাঁয় সুস্বাদু খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। খাদ্যগুণ ও পুষ্টিমান বিবেচনায় নীল সাঁতারু কাঁকড়া অতুলনীয়। এক গ্রাম নীল সাঁতারু কাঁকড়া থেকে গড়ে প্রায় ৮০ কিলোক্যালরি এনার্জি এবং বিভিন্ন ধরনের খনিজ (ম্যাগনেশিয়াম, ক্যালসিয়াম, কপার, জিংক ও সেলেনিয়াম) পাওয়া যায়। এছাড়াও, এ কাঁকড়ায় ১৬ ধরনের এমাইনো এসিড, ওমেগা-৩ ফ্যাটি এসিডসহ আরো অন্যান্য ২০ ধরনের ফ্যাটি এসিড পাওয়া যায়। পুষ্টিমান বিবেচনায় নীল সাঁতারু কাঁকড়ায় ১৮.২ শতাংশ প্রোটিন থাকে। অধিক চাহিদার কারণে প্রকৃতি থেকে এর আহরণ বৃদ্ধি পেয়েছে যার ফলে সংখ্যা দিনে দিনে হ্রাস পাচ্ছে। এ প্রেক্ষিতে ইনস্টিটিউট সম্প্রতি নীল সাতারু কাঁকড়ার গবেষণা কার্যক্রম শুরু করে পোনা উৎপাদনে প্রাথমিক সফলতা অর্জন করেছে। নীল সাঁতারু কাঁকড়া স্বজাতিভোজী হওয়ায় প্রজননের মাধ্যমে উৎপাদিত পোনা বাঁচিয়ে রাখা অন্যতম চ্যালেঞ্জ। বাংলাদেশের সুনীল কর্মকান্ডের উন্নয়ন, পুষ্টির চাহিদা পূরণ, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনসহ টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জনে *Blue swimming crab* গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে।

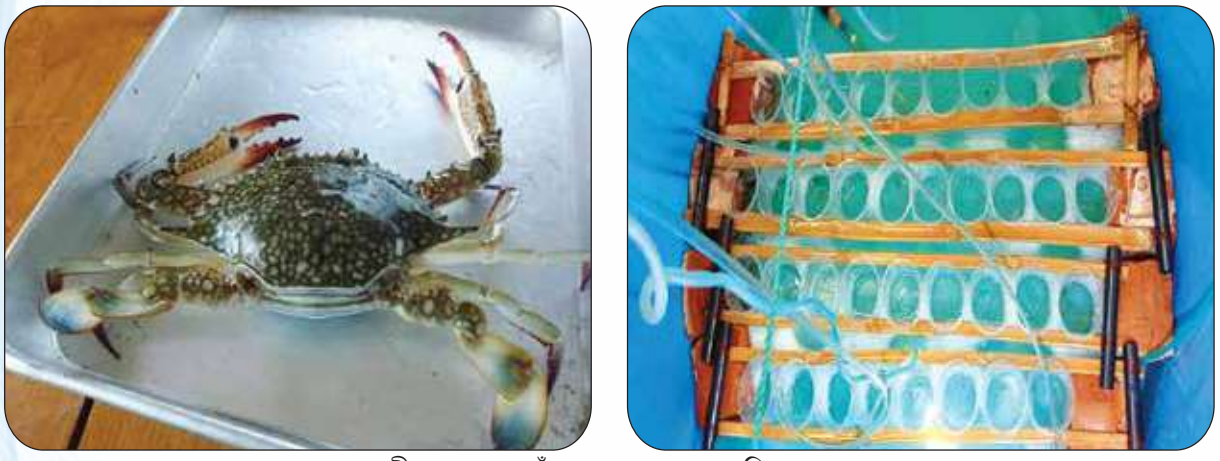

নীল সাতারু কাঁকড়া এবং পোনা প্রতিপালন

জ. ওয়েস্টার (Oyster) ও সামুদ্রিক সবুজ ঝিনুকের (Green Mussel) চাষ পদ্ধতি উদ্ভাবনঃ

ওয়েস্টার *(Crassostrea gigas)* ও সামুদ্রিক সবুজ ঝিনুক *(Perna sp.)* বাণিজ্যিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ ২টি অপ্রচলিত সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ। ওয়েস্টারে প্রায় ৫৪-৭০% প্রোটিন, ৪-১০% লিপিড এবং ১৬-২৫% কার্বহাইড্রেট বিদ্যমান। বিদেশে এর প্রচুর চাহিদা রয়েছে। এ প্রেক্ষিতে, ইনস্টিটিউট ২০২১ সাল হতে নিবিড় গবেষণার মাধ্যমে প্রকৃতি হতে স্প্যাট সংগ্রহ করে পোনা উৎপাদনের কৌশল উদ্ভাবন করেছে। এছাড়া, ওয়েস্টার এর চাষ পদ্ধতি উদ্ভাবনের লক্ষ্যে সাগরে বাঁশের ভেলার মাধ্যমে পনটের ঝুড়ি এবং ঝুলন্ত দড়ি পদ্ধতিতে মেরিকালচার করা হচ্ছে। গবেষণায় দেখা যায়, নেটের ঝুড়ি পদ্ধতিতে ওয়েষ্টার এর মাসিক দৈহিক বৃদ্ধি ৮.৫০-১০.২০ গ্রাম এবং বাঁচার হার ৮৫-৯৫%। গুরুত্বপূর্ণ এই প্রজাতিটির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং গবেষণাগারে এর পোনা উৎপাদন পদ্ধতি নিয়ে বর্তমানে গবেষণা চলমান আছে। গবেষণাগারে পোনা উৎপাদনে সফলতা অর্জিত হলে বাণিজ্যিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ এই প্রজাতিটির ব্যাপক চাষাবাদ সম্ভবপর হবে। ইনস্টিটিউট ২০২১ সাল হতে সবুজ ঝিনুকের উপর নিবিড় গবেষণা শুরু করে। বর্তমানে ঝিনুক চাষের জন্য প্রকৃতি হতে স্প্যাট সংগ্রহ করে চাষের উপর গবেষণা কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

সামুদ্রিক সবুজ ঝিনুক ও ওয়েস্টার

ঝ. সুন্দরবনে মাছের আহরণমাত্রা ও মজুদ নিরূপণঃ

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে সুন্দরবনের মৎস্য সম্পদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। সুন্দরবনে প্রায় ৩২২ প্রজাতির মাছ পাওয়া যায়। সুন্দরবন সামুদ্রিক মাছের প্রজনন ও নার্সারি ক্ষেত্র হিসেবে খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং আদর্শ স্থান। কিন্তু বর্তমানে পানি দূষণসহ নিষিদ্ধ জাল ব্যবহারের কারনে সুন্দরবনের বাণিজ্যিক গুরুত্বসম্পন্ন মৎস্যসম্পদ বিপদাপন্ন। এমতাবস্থায়, সুন্দরবনে মাছের মজুদ ও আহরণমাত্রা নিরূপনের লক্ষ্যে ইনস্টিটিউটের পাইকগাছাস্থ লোনাপানি কেন্দ্র হতে গবেষণা পরিচালিত হচ্ছে। গবেষণায় দেখা গেছে, কাইন মাগুর, চিত্রা, বেলে, শীলা কাঁকড়া এবং ব্লাড কোকেল অতি মাত্রায় আহরিত হচ্ছে এবং এইসব প্রজাতির আহরণমাত্রা হচ্ছে যথাক্রমে ০.৬৪, ০.৫৫, ০.৬৬, ০.৬০ এবং ০.৫৩। তাছাড়া, সুন্দরবনে পোয়া ও লাক্কা মাছের মজুদ আশংকাজনক হারে হ্রাস পেয়েছে। ইনস্টিটিউট হতে পরিচালিত গবেষণায় আহরিত তথ্য ভবিষ্যতে সুন্দরবনের মাছের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা কৌশল উদ্ভাবনে সহায়ক ভূমিকা রাখবে।

ঞ. রয়না/রেখা মাছের কৃত্রিম প্রজনন ও পোনা উৎপাদনঃ

উপকূলীয় অঞ্চলের অর্থনৈতিক গুরুত্বসম্পন্ন রেখা মাছ *(Datnioides polota)* যা অঞ্চলভেদে রয়না, রেখাসহ বিভিন্ন নামে পরিচিত। এই মাছটি দেখতে যেমন সুন্দর খেতেও তেমন সুস্বাদু। মাছটিতে কাঁটা কম থাকার কারণে উপকূলীয় অঞ্চলের মানুষের কাছে এর প্রচুর চাহিদা রয়েছে। তাছাড়া, অ্যাকোয়ারিয়ামের জন্য ছোট আকারের রেখা মাছের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। পরিবেশ বিপর্যয় ও সংরক্ষণের অভাবে এ মাছটি প্রায় হারিয়ে যাচ্ছে। আন্তর্জাতিক প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ সংঘ *(IUCN)* এর ২০২১ সালের তথ্য মতে রেখা মাছ *Least Concern* প্রজাতি হিসেবে বিবেচিত। রয়না মাছের চাষকে দীর্ঘমেয়াদী-স্থিতিশীলভাবে বিকশিত করতে এবং জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে অতি-সম্প্রতি ইনস্টিটিউট গবেষণার মাধ্যমে প্রথমবারের মতো কৃত্রিম প্রজনন এবং পোনা উৎপাদনে প্রাথমিক সফলতা অর্জন করে। রেখা মাছের সর্বোচ্চ প্রজনন মৌসুম এপ্রিল-জুলাই মাস। রেখা মাছের ডিম ধারন ক্ষমতা ২৫০০-৩০০০ ডিম/গ্রাম। উপকূলীয় অঞ্চলের এ মাছটির পোনার প্রাপ্যতা বৃদ্ধি পেলে জীববৈচিত্র্য রক্ষার পাশাপাশি মাছের উৎপাদনও বৃদ্ধি পাবে।

রয়না/রেখা মাছ ও লার্ভি

ট. ডিমুয়া চিংড়ির প্রজনন ও পোনা উৎপাদনঃ

উপকূলীয় অঞ্চলে অর্থনৈতিক গুরুত্বসম্পন্ন ১টি চিংড়ি প্রজাতি হচ্ছে ডিমুয়া চিংড়ি *(Macrobrachium villosimanus)*। ডিমুয়া চিংড়ি দেখতে ও আকারে অনেকটা গলদা চিংড়ির কাছাকাছি এবং বাজারমূল্যও বেশি। উপকূলীয় অঞ্চলে ডিমুয়া চিংড়ির পোনার প্রাপ্যতা ও ক্রমান্বয়ে হুমকির মুখে রয়েছে। এ প্রেক্ষিতে গবেষণার মাধ্যমে ২০২২ সালে ইনস্টিটিউট প্রথমবারের মত ডিমুয়া চিংড়ির কৃত্রিম প্রজনন এবং পোনা উৎপাদনে সফলতা অর্জন করেছে। গবেষণায় দেখা গেছে, ডিমুয়া চিংড়ি ১০-১৫ পিপিটি লবনাক্ততা ও ২৮-৩০°C তাপমাত্রার পানিতে প্রজনন করে থাকে। ডিমুয়া চিংড়ির পোনা উৎপাদন কৌশল উদ্ভাবিত হওয়ায় উপকূলীয় অঞ্চলে এর পোনা সহজলভ্য হবে ও ঘেরে অন্যান্য মাছের সঙ্গে মিশ্রচাষ ও বাগদা চিংড়ির বিকল্প প্রজাতি হিসেবে চাষ করা সম্ভব হবে।

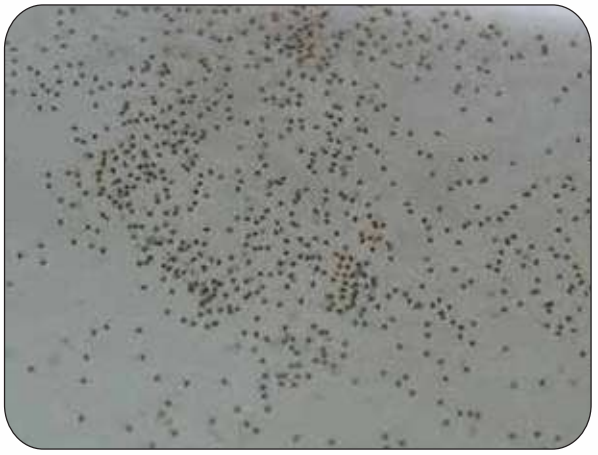

ডিমুয়া চিংড়ির ব্রুড ও রেণু

ঠ. সামুদ্রিক লাইভ ফিড কালচারঃ

সামুদ্রিক ও উপকূলীয় মাছ এবং শেলফিস (চিংড়ি, কাঁকড়া ও ওয়েস্টার) এর পোনা উৎপাদনের জন্য লাইভ ফিড প্রয়োজনীয় উপাদান। বঙ্গোপসাগর থেকে প্রথমবারের মত ০৫টি প্রজাতির ফাইটোপ্লাংকটন *(Skeletonema costatum, Isocrysis galvana, Nannochloropsis oculata, Chaetoceros gracilis, Tetraselmis suecica)* ও ০১টি জুপ্লাংকটন *(Brachionus rotundiformis)* আইসোলেশন পদ্ধতি উদ্ভাবন করা হয়েছে

এবং ইনডোর-আউটডোর কালচার করা হচ্ছে। সম্প্রতি আরও দুটি অর্থনৈতিক গুরুত্বসম্পন্ন লাইভ ফিড প্রজাতি *(Thallasiosira sp. I Cyclops sp.)* নিয়ে গবেষণা কাজ চলমান রয়েছে। গত ০৩ বছর যাবৎ ইনস্টিটিউটের লাইভ ফিড গবেষণাগার থেকে বিশুদ্ধ লাইভ ফিড স্টক কক্সবাজারে ৩৫টি চিংড়ি হ্যাচারিতে সরবরাহ করা হচ্ছে।

সামুদ্রিক লাইভ ফিড কালচার

ড. সেমিনার/কর্মশালা আয়োজন ও গবেষণা কার্যক্রম পরিদর্শন:

দেশের মৎস্যসম্পদ উন্নয়ন, প্রযুক্তি হস্তান্তর/জনপ্রিয়করণ, গবেষণা পরিকল্পনা প্রণয়ন, ইত্যাদি বিষয়ে ইনস্টিটিউট হতে চলতি ২০২২-২৩ অর্থ বছরে মোট ৭টি সেমিনার/কর্মশালা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে আয়োজন করা হয়েছে। এসব সেমিনার/কর্মশালা থেকে গৃহীত সুপারিশমালা দেশের মৎস্যসম্পদ উন্নয়নে ভবিষ্যত রূপরেখা প্রণয়ন, গবেষণা প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নে কার্যকর ভূমিকা রাখছে।

মাননীয় মন্ত্রী ও সচিব মহোদয়ের ইনস্টিটিউটের কর্মশালায় অংশগ্রহণ ও গবেষণা কার্যক্রম পরিদর্শন

ঢ. সীউইড উৎসব/মেলা আয়োজন:

সীউইড পরিচিতি এবং জনপ্রিয় করার জন্য গত বছর ইনস্টিটিউট কর্তৃক দুইটি সীউইড উৎসব/মেলা আয়োজন করা হয়েছে। গত ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২২ তারিখে কক্সবাজারে একটি এবং গত ০৩ জুন, ২০২২ তারিখে পটুয়াখালীস্থ পর্যটন হলিডে কমপ্লেক্স মিলনায়তনে 'সীউইড মেলা' আয়োজন করা হয়। মেলায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব শ ম রেজাউল করিম এমপি, মাননীয় মন্ত্রী, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ

মন্ত্রণালয়। মেলায় সভাপতিত্ব করেন বিএফআরআই এর মহাপরিচালক ড. ইয়াহিয়া মাহমুদ। এছাড়াও পটুয়াখালীর অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক মো. ওবায়দুর রহমান ও কলাপাড়া উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান এস এম রাকিবুল আহসান, বিএফআরআই ও মৎস্য অধিদপ্তরের বরিশাল বিভাগের কর্মকর্তাগণ, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ ও মৎস্য খাতের অংশীজনরা মেলায় উপস্থিত ছিলেন।

কক্সবাজার ও পটুয়াখালীতে সীউইড মেলার উদ্বোধন করছেন
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী শ ম রেজাউল করিম এমপি

ণ. কক্সবাজারস্থ অফিস কাম গবেষণাগার ভবন উদ্বোধন:

দেশের সামুদ্রিক গবেষণা জোরদারকরণের লক্ষ্যে গত ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ বিএফআরআই এর কক্সবাজারস্থ সামুদ্রিক কেন্দ্রে ৭তলা বিশিষ্ট ১টি দৃষ্টিনন্দন অফিস কাম গবেষণাগার ভবন উদ্বোধন করেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব শ ম রেজাউল করিম এমপি।

বিএফআরআই এর কক্সবাজারস্থ সামুদ্রিক কেন্দ্রে নবনির্মিত অফিস কাম গবেষণাগার ভবন
উদ্বোধন করছেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী শ ম রেজাউল করিম এমপি

এসময় অন্যান্যদের মাঝে উপস্থিত ছিলেন কক্সবাজার-৩ আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য জনাব সাইমুম সরওয়ার কমল, মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. নাহিদ রশীদ, অতিরিক্ত সচিব জনাব মো. তোফাজ্জেল হোসেন, ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. ইয়াহিয়া মাহমুদ ও মৎস্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক খ. মাহবুবুল হক। উল্লেখ্য, ইনস্টিটিউট কর্তৃক বাস্তবায়িত সামুদ্রিক মৎস্য গবেষণা জোরদারকরণ ও অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক ১টি প্রকল্পের আওতায় উক্ত ভবনটি নির্মাণ করা হয়েছে। দৃষ্টিনন্দন এ ভবনে সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ উন্নয়নে ৫টি গবেষণাগার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এসব গবেষণাগার থেকে সীউইড হতে মূল্যবান জৈব উপাদান পৃথকীকরণ, মাছ প্রক্রিয়াজাতকরণ, লাইভ ফিড চাষ, প্রচলিত ও অপ্রচলিত মৎস্যসম্পদ থেকে মূল্য সংযোজিত পণ্য উৎপাদন, পানি দূষণ ইত্যাদি বিষয়ে গবেষণা পরিচালনা করা হবে।

ত. গবেষণায় অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ইনস্টিটিউটের পদক অর্জন:

দেশের মৎস্যসম্পদ উন্নয়নে গবেষণায় গৌরবজনক অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট এ যাবত ১৯টি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পদক/পুরস্কার অর্জন করেছে। এর মধ্যে "একুশে পদক ২০২০" অন্যতম। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ২০ ফেব্রুয়ারি ২০২০ ঢাকায় এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. ইয়াহিয়া মাহমুদের নিকট এ পদক প্রদান করেন। তাছাড়া, গবেষণায় অনন্য অবদান ও দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখার জন্য ইনস্টিটিউট "Rtv-NRBC Bank কৃষি পদক ২০২২" লাভ করেছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট থেকে 'একুশে পদক' এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের নিকট হতে "Rtv-NRBC Bank কৃষি পদক ২০২২" গ্রহণ করছেন ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. ইয়াহিয়া মাহমুদ

থ. সাম্প্রতিক প্রকাশনা:

বঙ্গোপসাগরে মাছের স্থায়িত্বশীল উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে এর সুষ্ঠু মৎস্য ব্যবস্থাপনা কৌশল উদ্ভাবন করা জরুরী। এ প্রেক্ষিতে ৩ বছরব্যাপী গবেষণা পরিচালনার মাধ্যমে বঙ্গোপসাগরের ৪৭৩টি মাছের ক্যাটালগিং করা হয়েছে। এর উপর ভিত্তি করে সম্প্রতি 'বাংলাদেশের সামুদ্রিক মাছ' শিরোণামে ইনস্টিটিউট হতে একটি অ্যালবাম প্রকাশ করা হয়েছে। এছাড়া, হাঙর ও হাঙর জাতীয় মাছের জীববৈচিত্র্য ও প্রাপ্যতা সংক্রান্ত ELASMOBRANCH FISHERY IN BANGLADESH শিরোনামে একটি বই ইনস্টিটিউট হতে প্রকাশিত হয়েছে। সমুদ্রের মৎস্যসম্পদ উন্নয়নে প্রকাশনা দুইটি সহায়ক হবে। তাছাড়া, দেশীয় মাছের প্রজনন, সংরক্ষণ ও চাষের উপর ইনস্টিটিউটের "বিপন্ন প্রজাতির দেশীয় মাছ সংরক্ষণ ও চাষ ব্যবস্থাপনা" শিরোনামে ১টি গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশনা রয়েছে।

ইনস্টিটিউটের সাম্প্রতিক প্রকাশনা মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় মন্ত্রী এবং সচিব মহোদয়ের নিকট হস্তান্তর

ইনস্টিটিউট কর্তৃক সম্প্রতি প্রকাশিত বই

৮. বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির (APA) বাস্তবায়ন অগ্রগতি:

বিগত জুন ২০২২ মন্ত্রণালয়ের সাথে ইনস্টিটিউটের ২০২২-২৩ আর্থিক সালের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় । চুক্তি অনুযায়ী প্রশাসনিক ও গবেষণা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে । সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী ইনস্টিটিউটের বাস্তবায়ন অগ্রগতিতে অর্জিত স্কোর ২০২২-২৩ অর্থবছরে ৯৯.১৪% । উল্লেখ্য, মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ সংস্থাসমূহের মধ্যে ইনস্টিটিউট ২০২১-২২ অর্থবছরে এপিএ বাস্তবায়নে সাফল্যস্বরূপ তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে ।

৯. SDG লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের অগ্রগতি:

এসডিজির লক্ষ্যমাত্রা পূরণের লক্ষ্যে ইনস্টিটিউট ২০২২-২৩ অর্থবছরে ৫৪টি গবেষণা প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে এবং ৪টি প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছে । উদ্ভাবিত প্রযুক্তি মাঠ পর্যায়ে সম্প্রসারণের ফলে দেশের মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধিসহ কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দারিদ্র দূরীকরণ ও পুষ্টিচাহিদা পূরণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে । এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ইনস্টিটিউটের চাঁদপুরস্থ নদী কেন্দ্রে ইলিশ গবেষণা জোরদারকরণ প্রকল্প, কক্সবাজারস্থ সামুদ্রিক মৎস্য ও প্রযুক্তি কেন্দ্রে সামুদ্রিক মৎস্য গবেষণা জোরদারকরণ ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প ও বাংলাদেশ উপকূলে সীউইড চাষ এবং সীউইডজাত পণ্য উৎপাদন গবেষণা এবং ময়মনসিংহস্থ স্বাদুপানি কেন্দ্র হতে বাংলাদেশে ঝিনুক ও শামুক সংরক্ষণ, পোনা উৎপাদন এবং চাষ প্রকল্প শীর্ষক ৪টি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে । এতে গবেষণা সহ প্রযুক্তি উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে বিজ্ঞানীদের সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে ।

১০. অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির বিবরণ:

ইনস্টিটিউটে ২০২২-২৩ অর্থ বছরে প্রারম্ভিক জের ১০১টি অডিট আপত্তি । চলতি অর্থবছরে ৫১টি আপত্তি যুক্ত হয়েছে । সর্বমোট ১৫২টি আপত্তির মধ্যে মাত্র ৩৫টি আপত্তি নিষ্পত্তি হয়েছে । ২৫টি সাধারণ আপত্তির উপর দ্বিপক্ষীয় সভা এবং ২০টি অগ্রিম আপত্তির উপর ত্রিপক্ষীয় সভা আয়োজনের জন্য কার্যপত্র প্রেরণ করা হয়েছে । অবশিষ্ট আপত্তির ব্রডশীট জবাব অডিট অধিদপ্তর এবং মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে ।

১১. মানবসম্পদ উন্নয়নে গৃহীত পদক্ষেপ:

মানবসম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে ২০২২-২৩ অর্থ বছরে ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানী ও কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বিভিন্ন মেয়াদে স্থানীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। আলোচ্য সময়ে ইনস্টিটিউটের ৯ জন বিজ্ঞানী স্বল্পমেয়াদী বৈদেশিক শিক্ষা সফরে অংশগ্রহণ করেছেন, তন্মধ্যে ০৪ জন কর্মকর্তা পিএইচডি কোর্সে এবং ০৫ জন কর্মকর্তা স্বল্পমেয়াদী প্রশিক্ষণে বিদেশে গমন করেন। এই অর্থবছরে প্রায় ১৪৬টি প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আওতায় মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন সংস্থাসমূহ থেকে ৩০৯০ জন অংশগ্রহণকারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এছাড়াও ২০২২-২৩ অর্থবছরে ইনস্টিটিউটের সদর দপ্তরসহ ৫টি কেন্দ্র ও ৫টি উপকেন্দ্র হতে শুদ্ধাচার, তথ্য অধিকার, ই-গভর্ন্যান্স, সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি, অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা ও অন্যান্য বিষয়ে মোট ৯৮টি প্রশিক্ষণ কর্মসচির আওতায় ১৭১২ জন কর্মকর্তাকে প্রযুক্তিভিত্তিক কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

১২. তথ্য অধিকার আইনের আওতায় গৃহীত কার্যক্রম:

২০২২-২৩ অর্থবছরে ইনস্টিটিউট হতে তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তথ্য প্রাপ্তির আবেদন শতভাগ নিষ্পত্তি করা হয়েছে এবং স্ব-প্রণোদিতভাবে প্রকাশযোগ্য তথ্য ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে হালনাগাদ করে ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে। তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর ৫ ধারা অনুসারে যাবতীয় তথ্যের ক্যাটালগ ও ইনডেক্স তৈরি/হালনাগাদকরণ এবং নির্ধারিত সময়ে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। তথ্য অধিকার আইন ও বিধি বিধান সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধিকরণের লক্ষ্যে ইনস্টিটিউটের বিভিন্ন সাফল্য ও সংবাদ প্রেস বিজ্ঞপ্তি আকারে প্রচার কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে। এছাড়াও, ২০২২-২৩ অর্থবছরে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ ও এর বিধিমালা, প্রবিধানমালা, স্বতঃপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকাসহ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ইনস্টিটিউটের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের নিয়ে ৩টি প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়েছে। তথ্য অধিকার বিষয়ে ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী তথ্য অধিকার সংক্রান্ত প্রত্যেকটি ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন নির্ধারিত সময়ে ওয়েবসাইটের তথ্য অধিকার সেবাবক্সে প্রকাশ করা হয়েছে।

১৩. ইনোভেশন কার্যক্রম/সেবা সহজিকরণ কার্যক্রম:

২০২২-২৩ অর্থবছরে মন্ত্রীপরিষদ বিভাগ কর্তৃক প্রণয়নকৃত ই-গভর্ন্যান্স ও ইনোভেশন কর্মপরিকল্পনা ইনস্টিটিউটের ইনোভেশন টিম কর্তৃক বাস্তবায়িত হয়েছে। কর্মপরিকল্পনা ও লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী সেবা সহজীকরণ, সেবা ডিজিটালাইজেশন ও উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়িত হয়েছে। আলোচ্য সময়ে ইনস্টিটিউট উদ্ভাবিত প্রযুক্তিগত সেবা সহায়তা ও ইনস্টিটিউট উদ্ভাবিত পোনা সুলভ মূল্যে বিতরণ এবং কর্মকর্তাদের সিপিএফ হিসাব সহজীকরণ নামে সেবা সহজীকরণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এছাড়াও অনলাইন প্রশিক্ষণের আবেদন এবং ই কার্প ব্রিডিং এ্যাপস নামে সেবা ডিজিটালাইজেশন করা হয়েছে। এই অর্থবছরের উল্লেখযোগ্য ইনোভেশনের মধ্যে রয়েছে "বিএফআরআই ইন কাপ্তাই লেক ইনফো" নামে মোবাইল এ্যাপস ও "বিএফআরআই সুবর্ণ রুই" উদ্ভাবন।

১৪.আইসিটি/ডিজিটালাইজেশন কার্যক্রম:

ইনস্টিটিউটের বিভিন্ন সেবাসমূহ জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে আইসিটির ব্যবহার করা হচ্ছে। ইনস্টিটিউটে ন্যাশনাল পোর্টাল ফ্রেমওয়ার্কে ৮০ এমবিপিএস ব্যান্ডউইথ সমৃদ্ধ ইন্টারনেট সংযোগ, লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক, ডি-নথি সিস্টেম ও ই-জিপি সেবার মাধ্যমে ডিজিটালাইজেশন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

১৫.স্মার্ট বাংলাদেশ-২০৪১ বাস্তবায়নে গৃহীত কার্যক্রম:

বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট চতুর্থ শিল্প-বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা ও সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে মাছ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে যা স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে অগ্রণী ভূমিকা পালন

করবে। স্মার্ট বাংলাদেশ-২০৪১ বাস্তবায়নে ইনস্টিটিউটের দীর্ঘমেয়াদী কর্মপরিকল্পনার আওতায় ইতোমধ্যে মৎস্যচাষে রিমোর্ট সেনসিং ব্যবহার করে প্রযুক্তি উদ্ভাবন, ন্যানো টেকনোলজি ব্যবহার করে হ্যাচারি পরিচালনা করা ও মলিকুলার বায়োলজি ব্যবহার করে ভ্যাকসিন উদ্ভাবন করা ইত্যাদি বিষয়ে গবেষণা পরিচালনা করা হচ্ছে। বর্তমানে মুক্ত জলাশয়ে মাছের পরিভ্রমণ পথ, বাসস্থান, মৃত্যু হার ইত্যাদি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের জন্য Fish Tagging প্রযুক্তি ব্যবহার করা হচ্ছে। মৎস্যখাতে স্মার্ট প্রযুক্তি যেমন রিমোট কন্ট্রোল অপারেটেড ফিস ফিডার, অটোমেটিক পদ্ধতিতে পানির গুণাগুণ নির্ণয়, স্মার্ট সেনসর, স্মার্ট আন্ডারওয়াটার ক্যামেরা, আইওটি ভিত্তিক স্মার্ট মৎস্য খামার ব্যবস্থাপনা, রিমোট সেনসিং এবং জিআইএস প্রযুক্তির মাধ্যমে রোগের পূর্বাভাস প্রদান ও দমন, রোবটিক্স এর ব্যবহার ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তর গবেষণা পরিচালনার জন্য ইনস্টিটিউট হতে "৪র্থ শিল্প বিপ্লবের সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা ও মৎস্যখাতের সম্ভাবনা" শীর্ষক ডিপিপি প্রণয়ন করা হচ্ছে। এছাড়াও, ইনস্টিটিউট হতে দেশের মৎস্য চাষী ও সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার মনস্ক ও দক্ষ করে গড়ে তুলতে উন্নত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সকল স্তরে ফোর আই আর উপযোগী দক্ষ জনবল তৈরিতে এবং চাষি পর্যায়ে প্রযুক্তিভিত্তিক কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।

১৬. জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল চর্চার বিবরণ:

ইনস্টিটিউটে শুদ্ধাচার বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ২০২২-২৩ অর্থবছরে গঠিত নৈতিকতা কমিটি সুষ্ঠুভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। আলোচ্য সময়ে শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনার অংশ হিসাবে ৪টি নৈতিকতা কমিটির সভা আয়োজন করা হয়েছে। শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনার আওতায় ইনস্টিটিউটের ওয়েবসাইট ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে হালনাগাদ করা হয়েছে। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা, ২০২২-২০২৩ অনুযায়ী শুদ্ধাচার বিষয়ে ইনস্টিটিউটের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিয়ে ২টি প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে এবং শুদ্ধাচার বাস্তবায়নে তাঁদেরকে অনুপ্রাণিত করা হচ্ছে।

১৭. অভিযোগ/অসন্তুষ্টি নিষ্পত্তির ব্যবস্থা:

ইনস্টিটিউটের অভিযোগ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তা (অনিক) কে দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। ইনস্টিটিউটের সদর দপ্তরসহ এর আওতাধীন ৫টি কেন্দ্র ও ৫টি উপকেন্দ্রে ২০২২-২৩ অর্থবছরে কোন প্রকার অভিযোগ পাওয়া যায়নি।

১৮. উপসংহার:

বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট মাছের উৎপাদন বৃদ্ধিতে প্রযুক্তি উদ্ভাবনে কাজ করে যাচ্ছে। বিপন্ন প্রজাতির দেশীয় মাছ সংরক্ষণ ও চাষ, মাছের রোগ নিরাময়ে ভ্যাক্সিন তৈরি, উপকূলীয় মাছের পোনা উৎপাদন, মাছের জাত উন্নয়ন, অপ্রচলিত মৎস্যসম্পদ যেমন কুচিয়া ও কাঁকড়ার পোনা উৎপাদন ও চাষ, মিঠা পানির ঝিনুকে ইমেজ মুক্তা উৎপাদন, সাগর উপকূলে সীউইড চাষ ও এর ব্যবহার এবং ইলিশের উৎপাদন বৃদ্ধি ও সংরক্ষণে মা ইলিশ ও জাটকা ধরা নিষিদ্ধের সময় নির্ধারন, ইলিশের অভয়াশ্রম প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি ক্ষেত্রে বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট আলোচ্য সময়ে যথেষ্ট সফলতা অর্জন করেছে। দেশের ক্রমবর্ধমান জনগোষ্ঠীর পুষ্টি চাহিদা মেটাতে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির ধারা আমাদের অব্যাহত রাখতে হবে। এ লক্ষ্যে পুকুরে চাষের পাশাপাশি অভ্যন্তরীণ উন্মুক্ত জলাশয় যেমন নদ-নদী, প্লাবনভূমি, সুন্দরবন, হাওড়-বাওড়, কাপ্তাই লেক ইত্যাদি জলাশয়কে বিজ্ঞানভিত্তিক চাষ ব্যবস্থাপনার আওতায় আনা হচ্ছে। তাছাড়া চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের চলমান পরিস্থিতিতে দেশের মৎস্য খাতের নানামুখী চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় ইনস্টিটিউট সময়োপযোগী গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করছে যা আধুনিক ও প্রযুক্তিভিত্তিক মৎস্য ব্যবস্থাপনায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনবে এবং আগামী দিনের 'স্মার্ট বাংলাদেশ' বিনির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট
www.blri.gov.bd

১. ভূমিকা:

বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএলআরআই) মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীনে দেশের প্রাণী ও পোল্ট্রিসম্পদ উন্নয়নে একমাত্র জাতীয় গবেষণা প্রতিষ্ঠান। ১৯৮৪ সালে মহামান্য রাষ্ট্রপতির ২৮ নং অর্ডিন্যান্স এর মাধ্যমে বিএলআরআই প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৯৮৬ সাল থেকে কর্মযাত্রা শুরু হয়। পরবর্তীতে ২০১৮ সালে উল্লিখিত অধ্যাদেশ রহিতক্রমে জাতীয় সংসদে বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ৫৩ নং আইন) পাশ হয়। বিএলআরআই এর সার্বিক পরিচালনার জন্য মাননীয় মন্ত্রী, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সভাপতিত্বে ১৪ (চৌদ্দ) সদস্য বিশিষ্ট পরিচালনা বোর্ড রয়েছে এবং মহাপরিচালক বিএলআরআই এর মুখ্য নির্বাহী। রাজধানী ঢাকার ৩০ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে সাভার উপজেলার ঢাকা-আরিচা মহাসড়কের জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের বিপরীত পাশে এর প্রধান কার্যালয় অবস্থিত এবং এর আওতাধীন ছয়টি আঞ্চলিক কেন্দ্র রয়েছে। আঞ্চলিক কেন্দ্রগুলো: ১. বাঘাবাড়ি, শাহজাদপুর উপজেলা, সিরাজগঞ্জ; ২. নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলা, বান্দরবান; ৩. গোদাগাড়ী উপজেলা, রাজশাহী; ৪. ভাঙ্গা উপজেলা, ফরিদপুর; ৫. বাহাদুরপুর, যশোর সদর, যশোর এবং ৬. সৈয়দপুর উপজেলা, নীলফামারী (এই আঞ্চলিক কেন্দ্র স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে)।

পোল্ট্রি ও প্রাণিসম্পদের উৎপাদন সমস্যা চিহ্নিতকরণ, জাত উদ্ভাবন, খাদ্য ও পুষ্টি, স্বাস্থ্য ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ে টেকসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন, আর্থ-সামাজিক মূল্যায়ন ও পরীক্ষণ, প্রাথমিক সম্প্রসারণ এবং প্রযুক্তি সম্প্রসারণের পাশাপাশি খাদ্য নিরাপত্তা, প্রাণিজ উপকরণ ও প্রোডাক্টের ভ্যালু অ্যাডিশন, খামারি ও উদ্যোক্তাদের পরামর্শ সেবা ও শিল্পায়নে বিএলআরআই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। জাতীয় চাহিদার নিরিখে গবেষণার মাধ্যমে প্রাণির জাত ও প্রজনন ব্যবস্থাপনা, খাদ্য, পুষ্টি ও পালন ব্যবস্থাপনা, ভ্যালু এডিশন, লবণ সহিষ্ণু ঘাসের জাত, প্রাণির রোগ প্রতিরোধ ও প্রতিকার ব্যবস্থাপনা বিষয়ে বিএলআরআই কর্তৃক ইতোমধ্যে মোট ৭৪টি প্রযুক্তি ও ১৯টি প্যাকেজ উদ্ভাবিত হয়েছে। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে আরও দু'টি নতুন প্রযুক্তি "স্বল্প খরচে সহজেই হিমায়িত সিমেন উৎপাদন" এবং "ঘাসভিত্তিক টোটাল মিক্সড রেশনের মাধ্যমে কম খরচে খাসি হৃষ্টপুষ্টকরণ প্রযুক্তি" উদ্ভাবিত হয়েছে। এসব প্রযুক্তিগুলো প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল এবং অন্যান্য সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা এবং উদ্যোক্তাদের মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে সম্প্রসারিত হচ্ছে। উদ্ভাবিত প্রযুক্তিগুলো সম্প্রসারণ ও বাস্তবায়নের ফলে প্রাণিসম্পদের পালন ও ব্যবস্থাপনায় উৎকর্ষ সাধন, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। যা আমাদের দেশের টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অগ্রযাত্রায় অবদান রাখছে। এছাড়া, বিএলআরআই প্রাণিজ কৃষি গবেষণা ও উন্নয়নে রাষ্ট্রীয় খাতে দেশের সরকারি-বেসরকারি শিক্ষা ও সম্প্রসারণের সংস্থাসমূহ এবং আন্তর্জাতিক উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে সহযোগী হিসেবে কাজ করছে।

২. রূপকল্প (Vision):

প্রাণিসম্পদের উন্নয়নে জাতীয় চাহিদার নিরিখে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন।

৩. অভিলক্ষ্য (Mission):

নিরাপদ প্রাণিজ আমিষের চাহিদাপূরণের লক্ষ্যে গবেষণার মাধ্যমে প্রাণিসম্পদের উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি।

৪. লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য (Aims and Objectives):

- উন্নততর গবেষণা পরিচালনা ও টেকসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন;
- উদ্ভাবিত প্রযুক্তির মাধ্যমে খাদ্য ও প্রাণিজ পুষ্টির ঘাটতিপূরণ;
- সম্ভাবনাময় দেশি প্রাণিসম্পদের সংরক্ষণ, উন্নয়ন এবং বংশবৃদ্ধিকরণ;
- প্রাণিসম্পদ পালনে দক্ষ মানব সম্পদ উন্নয়ন;
- দারিদ্র্য বিমোচন।

৫. প্রধান কার্যাবলী (Main Functions):

০১. গবেষণার মাধ্যমে দেশের প্রাণিসম্পদের মৌলিক সমস্যা সনাক্তক্রমে তা সমাধানের উপায় নির্ধারণ বা চিহ্নিত করা;

০২. প্রাণিসম্পদের বিভিন্ন প্রকার রোগ দ্রুত সনাক্তকরণ এবং তার চিকিৎসার জন্য উপযোগী পদ্ধতি উদ্ভাবন করা;

০৩. প্রাণিসম্পদ উৎপাদনের উপর বিভিন্ন প্রকার ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস, ছত্রাক এবং পরজীবি দ্বারা সৃষ্ট রোগ এবং তাদের সংক্রমণ প্রভাব নির্ণয়ে ইপিডেমিওলজিক্যাল গবেষণা পরিচালনা করা;

০৪. প্রাণী ও পোল্ট্রিতে বিভিন্ন প্রকার জীবাণু দ্বারা সৃষ্ট রোগের বিষয়ে প্রাণির শরীরের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা সংক্রান্ত গবেষণা এবং রোগের যথাযথ প্রতিষেধক উৎপাদনের জন্য লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা;

০৫. দুধ, মাংস ও কর্ষণ শক্তি উৎপাদন বৃদ্ধি সহায়ক প্রাণিসম্পদের উন্নত জাত উদ্ভাবন এবং ডিম ও মাংসের উৎপাদন বৃদ্ধি সহায়ক পোল্ট্রির উন্নত জাত উদ্ভাবন করা;

০৬. প্রাণী খাদ্যের উৎপাদন ও সংরক্ষণ পদ্ধতির উন্নয়ন এবং কৃষিভিত্তিক উপজাত, উচ্ছিষ্ট ও অপ্রচলিত খাদ্য সামগ্রীর সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করা;

০৭. আপদকালীন সময়ে প্রাণিখাদ্য যোগানের লক্ষ্যে দীর্ঘমেয়াদী সংরক্ষণযোগ্য প্রাণিখাদ্য প্রস্তুতকরণের কৌশল উদ্ভাবন করা;

০৮. প্রাণী হইতে মানুষে সংক্রমণযোগ্য রোগ এবং আন্তঃদেশীয় প্রাণিরোগ প্রতিরোধকল্পে গবেষণার মাধ্যমে উক্ত রোগ নির্মূলের লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকার মানসম্পন্ন টিকা উদ্ভাবন করা;

০৯. প্রাণী হতে মানুষে সংক্রমণযোগ্য রোগ নিয়ন্ত্রণে 'একস্বাস্থ্য (One Health)' বিষয়ক গবেষণা পরিচালনা করা;

১০. প্রাণী এবং উৎপাদিত প্রাণিজপণ্য সংক্রান্ত বিভিন্ন উপাদানের উৎপাদন ব্যয় নির্ণয় করা।

৬. সাংগঠনিক কাঠামো (Organizational Structure):

বিএলআরআই এর প্রধান কার্যালয়ে ১০ টি গবেষণা বিভাগ, ৩ টি রিসার্চ সেন্টার এবং ১ টি সেবা ও সহায়তা বিভাগ রয়েছে। গবেষণা বিভাগ ও সেন্টারগুলো হচ্ছে যথাক্রমে:

০১. প্রাণী উৎপাদন গবেষণা বিভাগ;
০২. পোল্ট্রি উৎপাদন গবেষণা বিভাগ;
০৩. বায়োটেকনোলজি বিভাগ;
০৪. প্রাণিস্বাস্থ্য গবেষণা বিভাগ;
০৫. ছাগল উৎপাদন গবেষণা বিভাগ;
০৬. ভেড়া উৎপাদন গবেষণা বিভাগ;
০৭. মহিষ উৎপাদন গবেষণা বিভাগ;
০৮. প্রশিক্ষণ, পরিকল্পনা ও প্রযুক্তি পরীক্ষণ বিভাগ;
০৯. আর্থ-সামাজিক গবেষণা বিভাগ;
১০. ফার্মিং সিস্টেম রিসার্চ ডিভিশন;
১১. ডেইরি রিসার্চ এন্ড ট্রেনিং সেন্টার;
১২. পোল্ট্রি রিসার্চ সেন্টার;
১৩. ট্রান্সবাউন্ডারি এ্যানিমেল ডিজিজ রিসার্চ সেন্টার।

সেবা ও সহায়তা বিভাগের অধীনে পরিচালিত বিভিন্ন শাখাসমূহ হচ্ছে যথাক্রমে:

০১. প্রশাসন শাখা;
০২. প্রকৌশল শাখা;
০৩. হিসাব শাখা;
০৪. গবেষণা খামার শাখা;
০৫. গ্রন্থাগার শাখা;
০৬. প্রকাশনা ও জনসংযোগ শাখা;
০৭. স্টোর ও প্রোকিউরমেন্ট শাখা;
০৮. পরিবহন শাখা;
০৯. নিরাপত্তা শাখা;
১০. আইসিটি শাখা।

বিএলআরআই এর আঞ্চলিক কেন্দ্র গুলো হচ্ছে যথাক্রমে:

০১. বিএলআরআই আঞ্চলিক কেন্দ্র, বাঘাবাড়ি; শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ; প্রতিষ্ঠিত হয় ২০০৩ সালে;
০২. বিএলআরআই আঞ্চলিক কেন্দ্র, নাইক্ষ্যংছড়ি; বান্দরবান; প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৮৯ সালে;
০৩. বিএলআরআই আঞ্চলিক কেন্দ্র, গোদাগাড়ি, রাজশাহী; প্রতিষ্ঠিত হয় ২০১৬ সালে;
০৪. বিএলআরআই আঞ্চলিক কেন্দ্র, সদর, যশোর; প্রতিষ্ঠিত হয় ২০১৯ সালে;

০৫. বিএলআরআই আঞ্চলিক কেন্দ্র , ভাংগা, ফরিদপুর; প্রতিষ্ঠিত হয় ২০১৯ সালে;

০৬. বিএলআরআই আঞ্চলিক কেন্দ্র , সৈয়দপুর, নীলফামারী (নির্মাণাধীন) ।

মহাপরিচালক মহোদয় গত ২৭/১০/২০২২ খ্রিঃ তারিখে বিএলআরআই এর গোদাগাড়ী, রাজশাহী আঞ্চলিক কেন্দ্র পরিদর্শন করেন এবং খামারিদের মাঝে বিএলআরআই কর্তৃক উন্নয়নকৃত দেশী মুরগী বিতরণ করেন

মহাপরিচালক মহোদয় গত ০৯/০৮/২০২২ খ্রিঃ তারিখে
বিএলআরআই এর নাইক্ষ্যংছড়ি, বান্দরবান আঞ্চলিক কেন্দ্র পরিদর্শন করেন

বার্ষিক রিসার্চ রিভিউ কর্মশালা ও প্রযুক্তি হস্তান্তর-২০২২ অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব শ ম রেজাউল করিম, এমপি

৭. ২০২২-২৩ অর্থ বছরে ইনস্টিটিউটের উল্লেখযোগ্য অর্জন/সাফল্য:

৭.১. প্রযুক্তি উদ্ভাবন:

৭.১.১. স্বল্প খরচে সহজেই হিমায়িত সিমেন উৎপাদন প্রযুক্তি:

গবাদিপশুর জাত উন্নয়নে কৃত্রিম প্রজনন একটি সর্বজন স্বীকৃত জনপ্রিয় প্রযুক্তি। কৃত্রিম প্রজনন করতে হিমায়িত সিমেন প্রয়োজন। মূলত কৃত্রিম প্রজননের সাফল্য নির্ভর করে হিমায়িত সিমেনের গুণাগুণ এবং উর্বর হিমায়িত সিমেন সরবরাহের কৌশলগুলোর উপর। খুব কম তাপমাত্রায় (-১৯৬° ডিগ্রি সেলসিয়াস) সিমেন সংরক্ষণের জন্য সিমেন হিমায়িতকরণ (Semen cryopreservation) একটি জটিল পদ্ধতি। সিমেন হিমায়িতকরণের সময় রাসায়নিক বিষাক্ততা, অসমোটিক স্ট্রেস এবং অন্যান্য কারণে ৫০%পর্যন্ত শুক্রাণু কোষ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে, যার ফলে গর্ভধারণের হার কমে যায়। এ জন্য বেশিরভাগ সময় বাণিজ্যিক প্রোগ্রামেবল ফ্রিজার ব্যবহার করা হয় যা তাপমাত্রা গ্রেডিয়েন্ট বজায় রাখতে পারে। কিন্তু, এই বাণিজ্যিক মেশিনগুলো খুব ব্যয়বহুল। এই সমস্যা সমাধানকল্পে, বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট এর বায়োটেকনোলজি বিভাগ থেকে স্বল্প খরচে সিমেন হিমায়িতকরণ প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে। এটি অত্যন্ত সাশ্রয়ী এবং সহজে পরিচালনাযোগ্য। অধিকন্তু, দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি হওয়াতে এটি সহজেই মেরামতযোগ্য। তৈরিকৃত সিমেন হিমায়িতকরণ মেশিনটি গবাদিপশুর জাত সংরক্ষণের পাশাপাশি সহজে জাত উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা যায়।

বিএলআরআই সিমেন হিমায়িতকরণ মেশিন:

বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট এর বায়োটেকনোলজি বিভাগ থেকে তৈরিকৃত সিমেন হিমায়িতকরণ মেশিনের দুইটা অংশ রয়েছে; ১. বিএলআরআই সিমেন হ্যান্ডলিং কেবিনেট এবং ২. বিএলআরআই হিমায়িতকরণ বক্স।

সিমেন হ্যান্ডলিং কেবিনেটে সংগৃহীত সিমেনকে একই তাপমাত্রায় নিয়ে আসা হয় (ইকুইলিব্রেশন) এবং হিমায়িতকরণ বক্সে তরল নাইট্রোজেন দ্বারা বাষ্পীকরণ পদ্ধতিতে সিমেন হিমায়িতকরণ করা হয়। সিমেন হ্যান্ডলিং কেবিনেটে ৩০ মিনিটে সিমেনের তাপমাত্রা ৩৭° সে. থেকে ৫° সে. এ নামানো হয়। এরপর সিমেন স্ট্রগুলি হিমায়িতকরণ বক্সে তরল নাইট্রোজেন থেকে নির্দিষ্ট দূরত্বে রাখা হয় এবং বাষ্পীকরণ পদ্ধতিতে ১০ মিনিটে ৫° সে. থেকে-১২০° সে. তাপমাত্রায় নামানো হয়। চুড়ান্তরূপে দীর্ঘ সময়ব্যাপী সংরক্ষণ করার জন্য সিমেন স্ট্রগুলোকে -১৯৬° সে. এ তরল নাইট্রোজেন ট্যাংকে প্রতিস্থাপন করা হয়।

বিএলআরআই সিমেন হিমায়িতকরণ মেশিনের সুবিধাঃ

- স্বল্প বিদ্যুৎ খরচ;
- বৈদ্যুতিক ব্যাক-আপ সুবিধা;
- সহজে পরিষ্কার যোগ্য (আল্ট্রা ভায়োলেট লাইট);
- স্থানান্তরযোগ্য;
- কোল্ড এয়ার কুলিং সিস্টেম;
- প্রতি মিনিটে ১° সে. করে তাপমাত্রা কমায়;
- দীর্ঘ সময় ধরে ৫° সে. তাপমাত্রা বজায় রাখে;
- প্রতি রানে মাত্র ৪০০/- টাকার নাইট্রোজেন খরচ হয়;
- প্রতি রানে ৩৫০ ডোজ সিমেন ক্রায়োপ্রিজার্ভ করা যায়;
- প্রতি দিনে যতবার ইচ্ছা রান করানো যায়;
- ব্যবহৃত নাইট্রোজেন পুনরায় ব্যবহার করা যায়;
- ক্ষুদ্র পরিসরে সিমেন হিমায়িতকরণের জন্য উপযোগী।

বিএলআরআই সিমেন হ্যান্ডলিং কেবিনেট

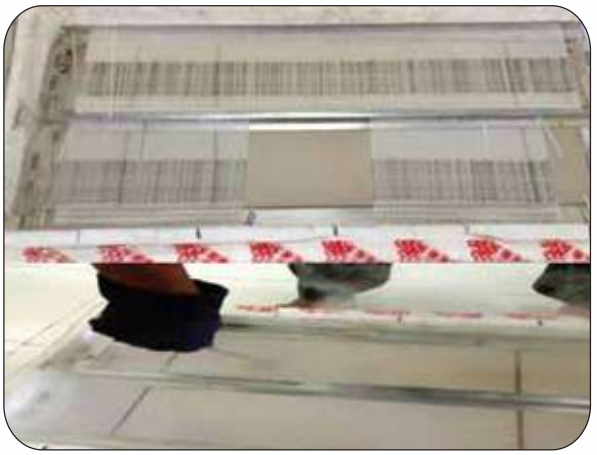

বিএলআরআই হিমায়িতকরণ বক্স

খরচের তুলনামূলক বিবরণ:

আর্থিক খরচ বিশ্লেষণে দেখা যায় যে বিএলআরআই উদ্ভাবিত সিমেন হিমায়িতকরণ প্রযুক্তি ব্যবহার করলে প্রতিবার ক্রায়োপ্রিজারভেশনে তরল নাইট্রোজেন খরচ ৯২%, ডাইলুটার খরচ ৯৩% এবং মেশিন ক্রয় বাবদ খরচ ৮৩.৩৩% সাশ্রয় হয়। উক্ত আর্থিক বিশ্লেষণে গবাদিপশুর (ষাঁড়/পাঠা) ক্রয়ের খরচ সিমেন হিমায়িতকরণের জন্য ব্যবহৃত স্ট্র, মাইক্রোস্কোপ, স্ট্র প্রিন্টার, লিকুইড নাইট্রোজেন ক্যান সিমেনের গুণাগুণ বিশ্লেষণের ব্যবহৃত বিভিন্ন কেমিক্যাল এবং দৈনন্দিন সিমেন হিমায়িতকরণে ব্যবহৃত বিভিন্ন উপাদান যেমন কভার স্লিপ, গ্লোভস এর খরচ বিবেচনা করা হয়নি কারণ সকল ক্ষেত্রে উক্ত উপাদানগুলি অপরিহার্য।

বৈশিষ্ট্য	বাণিজ্যিক প্রযুক্তি (Minitube)	বিএলআরআই উদ্ভাবিত প্রযুক্তি	সাশ্রয়
প্রতিবার হিমায়িতকরণে তরল নাইট্রোজেন খরচ (টাকা/রান)	৫০০০ /=	৪০০ /=	৪৬০০/= (৯২%)
ডাইলুটার (২০০ মিলি লিটার)	৮৫০০ /=	৫৭০ /=	৭৯৩০/= (৯৩%)
মেশিন ক্রয়/উৎপাদন	১৫০০০০০০/=	২৫০০০০০/=	১২৫০০০০০/= (৮৩.৩৩%)

বিএলআরআই এর উদ্ভাবিত প্রযুক্তি ক্ষুদ্র পরিসরে দেশীয় গরু, ছাগল এবং মহিষের সিমেন হিমায়িতকরণের জন্য উপযোগী। সুতরাং, উক্ত প্রযুক্তি ব্যবহার করে বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান, বিশ্ববিদ্যালয় এবং সিমেন উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান তাদের অধিক উৎপাদনশীল এবং আর্থিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ গবাদিপশুর সিমেন সংরক্ষণের মাধ্যমে সহজে জাত সংরক্ষণ করতে সক্ষম হবে। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পরিকল্পিতভাবে প্রাণী প্রজননের ক্ষেত্রে সিমেন হিমায়িতকরণ অপরিহার্য। উক্ত প্রযুক্তি গবাদিপশুর জাত সংরক্ষণের পাশাপাশি সহজে জাত উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা যায়।

৭.১.২ ঘাসভিত্তিক টোটাল মিক্সড রেশনের মাধ্যমে কম খরচে খাসি হৃষ্টপুষ্টকরণ প্রযুক্তি:

বর্তমানে বাংলাদেশে প্রায় ২৬৯.৪৫ লক্ষ ছাগল রয়েছে (ডিএলএস, ২০২২-২৩)। আমাদের দেশ প্রতি বছর গড়ে প্রায় ০.০৮ মিলিয়ন হেক্টর কৃষি জমি হারাচ্ছে। তাই ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার খাদ্য চাহিদা মেটাতে সীমিত কৃষি জমি বারবার ব্যবহার করতে হচ্ছে। ফলে পতিত জমি বা চারণভূমি দিন দিন কমে যাচ্ছে। পতিত জমি বা গোচারণ জমি কমে যাওয়ায় প্রান্তিক কৃষকরা খোলা পদ্ধতিতে ছাগল পালনে নিরুৎসাহিত হচ্ছেন। তাছাড়া ছাগল হৃষ্টপুষ্টকরণের জন্য সুষম রেশন সরবরাহ করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই সমস্যা থেকে উত্তরণের জন্য বদ্ধ/স্টল ফিডিং সিস্টেমে ছাগল পালনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। দেশের দাবি, ছাগল হৃষ্টপুষ্টকরণের জন্য সুষম রেশন দিতে হবে।

ঘাসভিত্তিক টিএমআর:

ঘাসভিত্তিক টোটাল মিক্সড রেশন (টিএমআর) যা ছাগলের খাওয়ানোর জন্য ব্যবহৃত হয়। সর্বোপরি, ঘাসভিত্তিক কম খরচে টিএমআর খাওয়ানোর জন্য ক্যাস্ট্রেটেট পুরুষ/খাসি ছাগল হৃষ্টপুষ্টকরণের পাইলটিং কার্যক্রম বিএলআরআই শুরু করেছে।

টিএমআর প্রযুক্তি চাহিদাযোগ্য বৃদ্ধির হার অর্জন করবে এবং লালন-পালনের খরচ ও হৃষ্টপুষ্টকরণের সময়সীমা হ্রাস করবে, অন্যদিকে টিএমআর প্রযুক্তি ছাগল হৃষ্টপুষ্টকরণের মডেল উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে সহায়ক হবে এবং মাংস উৎপাদন বৃদ্ধি করবে। এমন বাস্তবতায় খাসি ছাগল বাজার জাত করার জন্য উপযোগী না হওয়া পর্যন্ত ঘাসভিত্তিক কম খরচে টিএমআর খাওয়ানোর মডেল পাইলটিং প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে।

টিএমআর প্রস্তুত প্রণালী:

৬০ ভাগ রাফেজ (আঁশযুক্ত কাঁচাঘাস যেমন জার্মান, নেপিয়ার ইত্যাদি) এবং ৪০ ভাগ দানাদার খাবারের সংমিশ্রণে টিএমআর তৈরি করা হয়েছে। প্রতি একশত কেজি টিএমআর তৈরিতে গমের ভূসি ৩২ ভাগ, খেসারি ভুসি ২০ ভাগ, সয়াবিন ভাঙ্গা ৪০ ভাগ, চিটাগুড় ৪ ভাগ, লবণ ১ ভাগ এবং ডিসিপি ৩ ভাগ দরকার হয় (কাচাঘাসে ১০-১৬% এবং দানাদার খাবারে ২২% আমিষ থাকে)। কাচাঘাস সতেজ অবস্থায় হাত বা মেশিনের সাহায্যে ২-৩ ইঞ্চি পরিমাণ ছোট করে নিতে হবে, খাসি ছাগলের দৈহিক ওজন অনুযায়ী নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে রাফেজ এবং দানাদার খাবার দৈনিক দুইবার সমানভাবে ভাগ করে দিতে হবে। গবেষণার শুরুতেই ছাগলের প্রারম্ভিক ওজন রেকর্ড করা হয়, পরবর্তীতে ১৫ দিন পরপর সকালে খাবার দেওয়ার পূর্বে ওজন পরিমাপ করে রেকর্ড করা হয়। সংগৃহীত তথ্যসমূহ পরিসংখ্যানগতভাবে বিশ্লেষণ করা হয়।

পরিমাণ	০৫ কেজি খাসির জন্য	১০ কেজি খাসির জন্য	২০ কেজি খাসির জন্য
কাচাঘাস	৭৫০ গ্রাম	১.৫ কেজি	৩ কেজি
দানাদার খাবার	১১৮ গ্রাম	২৩৬ গ্রাম	৪৭২ গ্রাম
চিটাগুড়	৫০ গ্রাম	১০০ গ্রাম	২০০ গ্রাম

স্বরণিঃ ওজন ভিত্তিক জীবন্ত খাসি ছাগলের দৈনিক আঁশ জাতীয় ও দানাদার খাবারের পরিমাণ:

ঘাস ভিত্তিক টিএমআর ব্যবহারের ফলাফল:

গবেষণায় দেখা যায় যে, ৬ থেকে ৯ মাস বয়সের খাসি ছাগলগুলোর দৈহিক ওজন বেশি হয়েছে। হৃষ্টপুষ্টকরণের প্রক্রিয়াটি অনুসরণের ফলে কমলাপুরে, রাজশাহী এবং বিএলআরআই-এ তে গড়ে দৈনিক ওজন হয়েছিলো নিয়ন্ত্রণ গ্রুপ, ৩-৬, ৬-৯ এবং ৯-১২ মাস এর যথাক্রমে ৫৭.৭৯, ৭০.৩২, ৭২.৪৫, ৭০.২৮ এবং ৫০.২৭, ৭৬.১১, ৭১.১১, ৬৭.৪ গ্রাম/দিন।

প্রযুক্তির আর্থিক সুবিধাসমূহ:

টিএমআর প্রযুক্তিটি সারাবছর সব ধরণের বৈরি আবহাওয়ায়ও ব্যবহার উপযোগী। খাসি ছাগলকে কোনো ধরনের গ্রোথ প্রোমোটার, অ্যান্টি-প্যারাসাইটিক ওষুধ, অ্যান্টিবায়োটিক ও ফিড অ্যাডিটিভ সরবরাহ করা হয়নি। সাধারণত ১৮ কেজি জীবন্ত ওজনের একটি খাসি ছাগলের প্রতি কেজি মাংস উৎপাদনে খরচ হয় ৫২০ টাকা। আবার ২০ কেজি জীবন্ত ওজনের একটি খাসি ছাগলের প্রতি কেজি মাংস উৎপাদনে খরচ হয় ৬৫০ টাকা। ২০-২৫ কেজি জীবন্ত ওজন বিশিষ্ট একটি খাসি ছাগলের প্রতি কেজি মাংস উৎপাদনে খরচ হয় ৮৫০ টাকা। ২৫-৩০ কেজি জীবন্ত ওজন বিশিষ্ট একটি খাসি ছাগলের প্রতি কেজি মাংস উৎপাদনে খরচ হয় ১০০০ টাকা। এখানে উল্লখ্য যে, ১৮ কেজি মাংস বিশিষ্ট খাসি ছাগলের চর্বি ও কোলেস্টেরলের পরিমাণ কম, মাংস সুস্বাদু ও সহজে পরিপাচ্য যা অন্যান্য ওজন বিশিষ্ট খাসি ছাগলে পাওয়া যায় না। তাই যাদের উচ্চ রক্তচাপের ঝুঁকি আছে এবং স্থূলতাজনিত নানাবিধ সমস্যা রয়েছে; সেই সমস্ত ভোজন রসিকদের খাদ্য তালিকায় ১৮ কেজি ওজন বিশিষ্ট খাসির মাংস রাখা যেতে পারে। এছাড়া চর্বি ও কোলেস্টেরল সচেতন উন্নত বিশ্বের মানুষের মাঝে এই ধরনের মাংস রপ্তানী করে বৈদেশিক মুদ্রাও অর্জন করা সম্ভব।

টিএমআর ব্যবহারের উপকারিতা:

আমাদের দেশে দিন দিন জমির পরিমাণ কমে যাওয়ার ফলে ছাগলের চারণভূমির সংকট দেখা দিয়েছে। এমতাবস্থায় টিএমআর প্রযুক্তি ব্যবহার করে একজন ছাগল পালনকারী খামারি খুব সহজেই এই সমস্যার উত্তরণ ঘটাতে পারবে। টিএমআরে খাদ্যের সকল পুষ্টি গুণাগুণ প্রায় সুষম পর্যায়ে থাকে। এই মিশ্রণ থেকে খাবার বাছাই করে খাওয়ার সম্ভাবনা থাকেনা বিধায় খাবার অপচয় কম হয়। এই পদ্বতিতে খাদ্যের পরিপাচ্যতা বাড়ায় যার দ্বারা ছাগলের মাংস উৎপাদন অর্থাৎ দৈনিক বৃদ্ধির হার বেড়ে যায়। ফলে খাদ্য খরচ কমে গিয়ে খামারের আয় বেড়ে যায়। এই পদ্ধতিতে ছাগলের মৃত্যুহার নেই বললেই চলে এবং খুব সহজেই সুঠামদেহী ছাগল বাজারজাত করা যায়।

টিএমআর এর সতর্কতা:

ছাগল হৃষ্টপুষ্ট করার জন্য টিএমআর প্রস্তুত করার সময় খাদ্য উপাদানের গুণগতমান পরীক্ষা করে নিতে হবে। টিএমআর এ কাচাঘাস সরবরাহ করার পূর্বে লক্ষ্য রাখতে হবে যেন রাসায়নিক সার ব্যবহারের পর কমপক্ষে ১৫ দিন অতিবাহিত হয়। লক্ষ্য রাখতে হবে যেন দানাদার খাবারে কোন ধরনের মোল্ড, ফাঙ্গাস না থাকে। দুর্গন্ধযুক্ত ও পচে যাওয়া উপকরণ খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না। টিএমআর এ ব্যবহৃত চিটাগুড় মিষ্টি বিধায় পিপড়া, মাছি, তেলাপোকা ইত্যাদি আসতে পারে তাই প্রস্তুতকৃত টিএমআর ছায়া যুক্ত স্থানে ভালভাবে ঢেকে রাখতে হবে। প্রতিদিনের টিএমআর প্রতিদিন প্রস্তুত করতে হবে এবং প্রস্তুতকৃত টিএমআর এর সকালের অংশ সকাল ৮-৯ টার মধ্যে এবং বিকেলের অংশ ৩-৪ টার দিকে সরবরাহ করতে হবে। ব্যবহৃত পানির পাত্র সবসময় পরিষ্কার রাখতে হবে। প্রত্যাশিত দৈনিক বৃদ্ধির হার, খাসি পালনের খরচ কমানো এবং হৃষ্টপুষ্টকরণের সময়সীমা হ্রাস করার জন্যে এই গবেষণালব্ধ ফলাফল কাজে লাগানো যেতে পারে। অন্যদিকে যা ছাগল হৃষ্টপুষ্ট মডেলের উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন এবং মাংস উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

৭.২ অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্স ল্যাবরেটরিকে রেফারেন্স ল্যাবরেটরি হিসেবে স্বীকৃতি:

অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্স (AMR) একটি বিশ্বব্যাপী জনস্বাস্থ্য সমস্যা। ২০১৫ সালের মে মাসে, ৬৮ তম বিশ্ব স্বাস্থ্য সমাবেশে অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্সের উপর গ্লোবাল এ্যাকশন প্ল্যান গ্রহণ করে। গ্লোবাল এ্যাকশন প্লান (GAP) এর পাঁচটি কৌশলগত উদ্দেশ্যগুলির মধ্যে একটি হল AMR-এর উপর নজরদারি এবং গবেষণার মাধ্যমে প্রমাণাদির ভিত্তি শক্তিশালী করা। উক্ত সমাবেশে বিশ্বের সমস্ত দেশকে GAP-এর উপর ভিত্তি করে তাদের নিজস্ব জাতীয় কর্মপরিকল্পনা তৈরি এবং স্থানীয় পর্যায়ে তা বাস্তবায়ন শুরুর বিষয়ে সর্বোচ্চ গুরুত্বারোপ করা হয়। তদানুসারে বাংলাদেশে ২০১৭ সালে অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্স প্রতিরোধের জন্য জাতীয় কর্মপরিকল্পনা তৈরি করা হয়েছে। বাংলাদেশ সরকার এবং আমেরিকান স্বাস্থ্য বিভাগ (US-CDC) ২০১৭ সাল থেকে গ্লোবাল হেলথ সিকিউরিটি এজেন্ডা (GHSA) নিয়ে কাজ করছে। এই প্রকল্পের আর্থিক সহায়তার মাধ্যমে বিএলআরআই-তে অবস্থিত AMR Lab বাংলাদেশের AMR বিষয়ক জাতীয় পরিকল্পনা অনুযায়ী গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করছে এবং গবেষণা প্রচেষ্টাকে আন্তর্জাতিক মানদণ্ডে উন্নত করতে সক্ষম হয়েছে। ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএলআরআই) এর অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্স (AMR) ল্যাবরেটরিটি-কে রেফারেন্স ল্যাবরেটরি হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়।

৭.৩ চলমান গবেষণা কার্যক্রম:

বিএলআরআই প্রাণী ও পোল্ট্রি জাতের মোট ৩৫ টি প্রাণী প্রজাতি সংরক্ষণ এবং এসব জাতের উৎপাদন দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য গবেষণা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। পাশাপাশি গবাদিপশুর খাদ্য হিসেবে ফডার চাষকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে বিএলআরআই ফডার জাত সংরক্ষণ, বৈশিষ্ট্যায়ন ও উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য গবেষণা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে এবং ফডার জার্মপ্লাজম স্থাপনের মাধ্যমে ৪৬ টি ফডারের জাত সংরক্ষণ করছে। বিএলআরআই মাংস, ডিম ও দুধ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রাণী ও পোল্ট্রি উৎপাদনের পাঁচটি ক্ষেত্র যথা ১. জেনেটিক্স অ্যান্ড ব্রিডিং; ২. ফিডস, ফডার অ্যান্ড নিউট্রিশন; ৩. জীব প্রযুক্তি, পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন; ৪. পোল্ট্রি ও প্রাণী রোগ ও স্বাস্থ্য এবং ৫. আর্থ-সামাজিক ও ফার্মিং সিস্টেম বিবেচনায় গবেষণা কার্যক্রমগুলো প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করে থাকে। চলমান গবেষণা কার্যক্রমগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো:

রেড চিটাগাং ক্যাটেল (আরসিসি গরুর জাত) উন্নয়ন ও সংরক্ষণ:

সাধারণত বৃহত্তর চট্টগ্রাম এলাকায় এ জাতের গরু পাওয়া যায়। বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট ২০০২ সাল থেকে রেড চিটাগাং ক্যাটেল (আরসিসি) জাত সংরক্ষণ এবং বংশ পরম্পরায় নির্বাচিত প্রজননের মাধ্যমে আরসিসি গরুর জাতের কৌলিকমান উন্নয়নে গবেষণা করছে। আরসিসি অষ্টমুখী লাল গরু হওয়ায় দেখতে খুব সুন্দর এবং ষাঁড় গরুগুলোর দৈহিক বৃদ্ধিও অধিক। এমনকি সামান্য পরিমাণে দানাদার খাদ্য ও পর্যাপ্ত পরিমাণে কাঁচা ঘাস খাওয়ালে দৈনিক ৬৫০ গ্রাম হারে দৈহিক বৃদ্ধি হয়। আরসিসি জাতের গাভী প্রতিবছর বাচ্চা দেয় এবং জীবদ্দশায় ১৩-১৫টি বাচ্চা দেয়। পাশাপাশি খামারিরা ষাঁড়ের ভালো রংয়ের কারণে অধিক মূল্য পেয়ে থাকে। দেশি জাতের গরু হওয়ায় ইহার মাংস অত্যন্ত সুস্বাদু এবং ব্র্যান্ডেড মাংস হিসেবে আরসিসি গরুর মাংস দেশে এবং বিদেশে বাজারজাত করার সুযোগ রয়েছে। সম্প্রতি National Technical Regulatory Committee (NTRC) এর ৫ম সভায় (২৪-০৫-২০২২) আরসিসি গরুকে দেশীয় গরুর জাত হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়।

বিএলআরআই কর্তৃক উন্নয়নকৃত রেড চিটাগাং ক্যাটেল (আরসিসি) জাতের গাভী

এই অর্থবছরে (২০২২-২৩) বিএলআরআই কর্তৃক উন্নয়নকৃত আরসিসি গরুর জাত মাঠ পর্যায়ে ব্যাপকভাবে সম্প্রসারণ এবং সহজলভ্য করার লক্ষ্যে, রাজশাহীর গোদাগাড়ী উপজেলার কমলাপুর গ্রাম এবং চট্টগ্রামের চন্দনাইশ উপজেলার হাশিমপুর গ্রামকে "আরসিসি মডেল ভিলেজ" হিসেবে তৈরির কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এ পর্যন্ত উক্ত গ্রামগুলিতে ৬০০ ডোজ উন্নত কৌলিক গুণসম্পন্ন সিমেন বিতরণ করা হয়েছে। এ দুইটি গ্রাম থেকে সর্বমোট ৯৮টি বিশুদ্ধ আরসিসি প্রোজেনি (বাচ্চা) এবং ৭৩ টি গ্রেডেড আরসিসি এর প্রোজেনি (বাচ্চা) পাওয়া গেছে। জন্মের সময় বাচ্চাগুলোর গড় ওজন ছিল প্রায় ১৭ কেজি। উক্ত গ্রামগুলোতে বর্তমানে আরসিসি গাভীর গড় দুধ উৎপাদন ৩-৩.৫ লিটার।

মুন্সীগঞ্জ ক্যাটেল ও নর্থ বেঙ্গল গ্রে-ক্যাটেল সংরক্ষণ ও উন্নয়ন:

মুন্সিগঞ্জ ক্যাটেল এবং নর্থ বেঙ্গল গ্রে-ক্যাটেল উন্নত দেশীয় জাতের গবাদিপশু; যা প্রধানত মুন্সীগঞ্জ জেলা এবং বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের সংলগ্ন এলাকায় পাওয়া যায়। দেশের প্রাণিজ আমিষের চাহিদাপূরণে সম্ভাবনাময় এ জাতের গরুগুলো যাতে বিলুপ্ত না হয় সে লক্ষ্যে তিনটি উদ্দেশ্য বিবেচনা করে এই গবেষণা কার্যক্রমটি গ্রহণ করা হয়েছে যথা: ১. মুন্সীগঞ্জ ও নর্থ বেঙ্গল গ্রে ক্যাটেল এর বাহ্যিক এবং জেনেটিক বৈশিষ্ট্য মূল্যায়ন; ২. বিএলআরআই গবেষণা খামারে মুন্সীগঞ্জ ও নর্থ বেঙ্গল গ্রে ষাঁড় এবং গরু সংরক্ষণ এবং ৩. মুন্সীগঞ্জ ও নর্থ বেঙ্গল গ্রে ক্যাটেল প্রোজেনির কর্মক্ষমতা মূল্যায়ন। বর্তমানে বিএলআরআই-এর নিউক্লিয়াস হার্ডে ২৫টি গাভী এবং ১৭টি ষাঁড়সহ মোট ৪২টি মুন্সীগঞ্জ ক্যাটেল রয়েছে। খামারী পর্যায়ে মুন্সীগঞ্জ জাতের গরু পালনে আগ্রহ তৈরি ও সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিএলআরআই কর্তৃক উন্নয়নকৃত মুন্সীগঞ্জ জাতের ষাঁড় থেকে সিমেন সংগ্রহ করে কৃত্রিম প্রজননের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

অধিক মাংস উৎপাদনশীল গরুর জাত উদ্ভাবন:

বিএলআরআই দেশীয় আবহাওয়া উপযোগী অধিক মাংস উৎপাদনশীল (২ বৎসর বয়সে ≈ ৬.৫ খাদ্য রূপান্তর দক্ষতায় ন্যূনতম ৩০০ কেজি দৈহিক ওজন) গরুর জাত উদ্ভাবনের লক্ষ্যে দেশি কম উৎপাদনশীল গাভী/বকনা গরু ব্যবহার করে এবং উন্নত মাংসল জাতের ষাঁড়ের বীজ দ্বারা কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে প্রথম প্রোজেনী (F_1) এর উৎপাদন দক্ষতা যাচাইপূর্বক দেশের জন্য মাংস উৎপাদনকারী ব্রিড নির্বাচন এবং ধারাবাহিকভাবে নিয়ন্ত্রিত সংকরায়নের মাধ্যমে টেকসই অধিক উৎপাদনশীল সিনথেটিক বিফ ব্রিড উৎপাদনের লক্ষ্যে গবেষণা কার্য পরিচালনা করে আসছে। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে বিভিন্ন জাতের ষাঁড়ের সিমেন সংগ্রহ ও মূল্যায়ন করা হয়েছে এবং বিভিন্ন ষাঁড়ের ৫৫৫০টি ফ্রোজেন সিমেন স্ট্র তৈরি করা হয়েছে। এছাড়া, প্রথম প্রোজেনী (F_1) ড্যাম (মায়ের) এর দুধ উৎপাদন ও গুণাগুন মূল্যায়ন করা হয়েছে।

দেশি মুরগির জাত উন্নয়ন ও সংরক্ষণ:

সম্পূরক খাদ্য ও ব্যবস্থাপনা এবং বিজ্ঞানভিত্তিক গবেষণার মাধ্যমে দেশি মুরগির জাত উন্নয়ন করা হয়েছে। উন্নয়নকৃত এ দেশি জাতের মুরগির বার্ষিক গড় ডিম উৎপাদন ১৬০-১৮০টি, যা স্থানীয় দেশি মুরগির তুলানায় তিনগুনের বেশি এবং ৮ (আট) সপ্তাহে গড় দৈহিক ওজন ৭৫০-৮০০ গ্রাম হয়ে থাকে। মাংসের স্বাদ ও গুণাগুনের কারনে স্থানীয় বাজারে চাহিদার আলোকে খামারি ও উদ্যোক্তাদের মাঝে বিএলআরআই কর্তৃক উন্নয়নকৃত দেশি মুরগি পালনে ব্যাপক আগ্রহ রয়েছে। এ প্রেক্ষিতে, ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে খামারি/উদ্যোক্তাদেরকে দেশি মুরগির ৫৩০৫টি একদিনের বাচ্চা এবং ২০৫০টি হ্যাচিং ডিম সরবরাহ করা সম্ভব হয়েছে। এছাড়া, বর্তমানে আঞ্চলিক পর্যায়ে সম্প্রসারণের পাশাপাশি বৈশ্বিক আবহাওয়া ও জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে দেশি মুরগির ওপর প্রভাব এবং করণীয় বিষয়ে গবেষণা কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

দেশীয় জাতের মুরগির জাত উদ্ভাবন ও বাণিজ্যিকিকরণঃ

দেশীয় পরিবর্তনশীল আবহাওয়া উপযোগী অধিক মাংস উৎপাদনকারী মুরগির জাত "বিএলআরআই মিট চিকেন-১ (সুবর্ণ)" মাঠ পর্যায়ে সম্প্রসারণের জন্য ১৩ ডিসেম্বর ২০২২ সালে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী শ ম রেজাউল করিম, এমপি এবং সচিব ড. নাহিদ রশীদ, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এর উপস্থিতিতে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের নিকট হস্তান্তর করা হয়। উদ্ভাবিত সুবর্ণ মুরগির গড় ওজন ৫৬ দিনে ৯০০-১০০০ গ্রাম হয়। এই সুবর্ণ মুরগির মাংসের স্বাদ ও গুণাগুন দেশি মুরগির ন্যায় হওয়ায় বাজারে ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। তাই জাতটি আগ্রহী খামারি বা উদ্যোক্তাদের নিকট ব্যাপকভাবে সহজপ্রাপ্য করার জন্য দেশের স্বনামধন্য পোল্ট্রি শিল্প যেমন আফতাব বহুমুখী ফার্মস লিমিটেড, প্যারাগন পোল্ট্রি লিমিটেড এবং প্ল্যানেট এগ্রো. লিমিটেড এর সাথে কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

বিএলআরআই কর্তৃক উদ্ভাবিত মাংস উৎপাদনকারী মুরগীর জাত বিএলআরআই মিট চিকেন-১ (সুবর্ণ)

৮. বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) ২০২২-২৩ অর্থবছরে ইনস্টিটিউটের কৌশলগত দিকসমূহের ৫১টি কার্যক্রমের বিপরীতে সবগুলো কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা সফলভাবে অর্জিত হয়েছে। বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে ইনস্টিটিউটের কৌশলগত দিকসমূহের কার্যক্রম অনুযায়ী ১২টি মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন, ৪টি ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন এবং ১টি অর্ধবার্ষিক প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে যথাসময়ে দাখিল এবং apams software-এ বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির আওতায় পরিচালিত কার্যক্রমের তথ্যাদি, অগ্রগতি প্রতিবেদন ও প্রমাণক দাখিল করা হয়েছে। এপিএ কার্যক্রমগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো মাংস, ডিম ও দুধ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৫ (পাঁচ) টি গবেষণা ক্ষেত্রে ৪০টি গবেষণা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে, মাঠ পর্যায়ে সম্প্রসারণের জন্য উদ্ভাবিত দু'টি প্রযুক্তি (বিএলআরআই মিট চিকেন-১, সূবর্ণ এবং বিএলআরআই ঘাস-৫, লবণসহিষ্ণু) প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে। এ অর্থবছরে (২০২২-২৩) আরও দু'টি নতুন প্রযুক্তি "স্বল্প খরচে সহজেই হিমায়িত সিমেন উৎপাদন" এবং "ঘাসভিত্তিক টোটাল মিক্সড রেশনের মাধ্যমে কম খরচে খাসি হৃষ্টপুষ্টকরণ প্রযুক্তি" উদ্ভাবিত হয়েছে যা মাঠ পর্যায়ে সম্প্রসারণের জন্য হস্তান্তরের প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

৯. SDG-র লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের অগ্রগতি:

দেশীয় আবহাওয়া ও প্রয়োজনীয়তার নিরিখে গবেষণা ক্ষেত্র চিহ্নিত করে ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDGs) অর্জনে বিএলআরআই হতে একটি যুগোপযোগী গবেষণা কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। উক্ত কর্মপরিকল্পনায় আবহাওয়া সহনশীল টেকসই প্রাণির জাত উন্নয়ন, খাদ্য ও পুষ্টি, প্রাণীর রোগ-প্রতিরোধ ও ভ্যাক্সিন তৈরি, জৈব প্রযুক্তির প্রয়োগ ও ব্যবহার, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, প্রাণিজাত পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও মূল্য সংযোজন এবং বিজ্ঞানভিত্তিক খামার ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি বিষয়ে বিভিন্ন গবেষণা প্রকল্প/কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDGs) অর্জনে ইনস্টিটিউটের রাজস্ব বাজেটে কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী গবেষণা কার্যক্রম বাস্তবায়নের পাশাপাশি বর্তমান (২০২৩-২০২৪) অর্থবছরে ০৩ (তিন) টি উন্নয়ন প্রকল্প চলমান রয়েছে (১. পোল্ট্রি গবেষণা ও উন্নয়ন জোরদারকরণ প্রকল্প; ২. জুনোসিস ও আন্তঃসীমান্তীয় প্রাণিরোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ গবেষণা প্রকল্প এবং ৩. মহিষ গবেষণা ও উন্নয়ন প্রকল্প)।

১০. অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির বিবরণ:

সরকারি অফিসসমূহে কার্যক্রম ও সেবা প্রদান প্রক্রিয়ায় সঠিক ও তথ্য ভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিতের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বছরে অডিট করে কোনো আপত্তি পাওয়া গেলে তা ঐ বছরই নিষ্পত্তি করতে হয়। এই প্রেক্ষিতে বিএলআরআই ২০২২-২৩ অর্থবছরে ইনস্টিটিউটের বিদ্যমান মোট ১৫২ টি অডিট আপত্তির মধ্যে ৪৩ টির নিষ্পত্তি করেছে।

১১. মানব সম্পদ উন্নয়নে গৃহীত পদক্ষেপ:

মানব সম্পদ উন্নয়নের ক্ষেত্রে কারিগরি বিষয়ে দক্ষ জনবল তৈরির লক্ষ্যে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) এর লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে মোট ৬৭০ জন খামারী/উদ্যোক্তাকে বিভিন্ন প্রযুক্তিভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান এবং ৯৩৯ জন আগ্রহী খামারি/উদ্যোক্তাকে প্রাণিপালন ও ব্যবস্থাপনা, রোগ-প্রতিরোধ, ঘাস-চাষ ও সংরক্ষণ, খাদ্য ব্যবস্থাপনা এবং খামার স্থাপন বিষয়ে কারিগরি পরামর্শসেবা প্রদান করা হয়েছে। ২৮৩ জন বিজ্ঞানী/কর্মকর্তা/কর্মচারী-কে বিভিন্ন বিষয়ে যেমন বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদন ফরম পূরণের অনুশাসন বিষয়ক প্রশিক্ষণ; বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) বিষয়ক প্রশিক্ষণ; সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি ও সেবা সহজিকরণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ; বিভিন্ন অনলাইন সেবা ব্যবহারের উপর প্রশিক্ষণ এবং শুদ্ধাচার ও নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

বিএলআরআই উদ্ভাবিত প্রযুক্তি মাঠ পর্যায়ে সম্প্রসারণের লক্ষ্যে খামারি প্রশিক্ষণ প্রদান

১২. তথ্য অধিকার আইনের আওতায় গৃহীত কার্যক্রম:

সুশাসন প্রতিষ্ঠায় এবং বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির অংশ হিসেবে বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএলআরআই) এ তথ্য অধিকার বিষয়ক কর্মপরিকল্পনা ২০২২-২০২৩ বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এর অংশ হিসেবে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে "তথ্য অধিকার, আইন, বিধি, প্রবিধান, স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশনাসহ সংশ্লিষ্ট বিষয়ক" শীর্ষক ০৩ (তিন) টি প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়েছে। পাশাপাশি তথ্য অধিকার বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধিকল্পে ০৩ (তিন) টি প্রচার কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে। এছাড়া তথ্য অধিকার আইনের আওতায় প্রাপ্ত আবেদনসমূহ যথাসময়ের মধ্যে নিষ্পত্তি করা হয়েছে এবং দাপ্তরিক ওয়েবসাইটে স্বপ্রণোদিতভাবে প্রকাশযোগ্য তথ্যসমূহ নিয়মিতভাবে হালনাগাদ করা হচ্ছে।

"তথ্য অধিকার আইন, বিধি, প্রবিধান, স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশনাসহ সংশ্লিষ্ট বিষয়ক" শীর্ষক প্রশিক্ষণ আয়োজন

১৩. ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্ম-পরিকল্পনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম:

উদ্ভাবনী আইডিয়া: বিএলআরআই এর উদ্ভাবনী ধারণাসমূহের মধ্যে বিএলআরআই ফিডমাস্টার মোবাইল অ্যাপস, বিএলআরআই ডেইরি ব্রিডিং ম্যানেজার ও খামার গুরু উদ্ভাবনী আইডিয়া তিনটি মাঠ পর্যায়ে রেপ্লিকেশন হচ্ছে এবং গ্রীনওয়ে বিজনেস অ্যাপসটির মাঠ পর্যায়ে পাইলটিং কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এছাড়াও ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে বিএলআরআই প্রশিক্ষণ জানালা, আইওটি (IOT) বেইজড সেমি-অটোমেটেড ডেইরি ফার্মিং, পোল্ট্রি খামারে গবেষণা কার্যক্রমে ডিজিটাল রেকর্ডি সিস্টেম এবং স্বল্প খরচে বিএলআরআই উদ্ভাবিত ম্যাসটাইটিস টেস্ট (বিএমটি) কিট দ্বারা দুধ পরীক্ষাকরণের প্রচার ও প্রশিক্ষণ শীর্ষক ধারণাসমূহ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়াও ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্ম-পরিকল্পনা অনুযায়ী ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে "অনলাইন ছুটি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি" শীর্ষক ডিজিটাল সেবা চালু করা হয়েছে।

"ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন" শীর্ষক প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়

কর্মশালা/প্রশিক্ষণ: গত ৩০/০১/২০২৩ ও ২৭/০২/০২৩ খ্রি: তারিখে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় দিনব্যাপী দুইটি বিষয়ভিত্তিক কর্মশালা আয়োজিত হয়েছে ।

৪র্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় বিষয়ভিত্তিক কর্মশালা আয়োজন করা হয়

মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প পরিদর্শন:

গত ০৬/০৩/২০২৩ খ্রি: তারিখে বিএলআরআই এর ইনোভেশন টিম বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি) কর্তৃক বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণাসমূহ পরিদর্শন করে এবং ব্রি এর কর্মকর্তাগণের সাথে একটি মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণ করে ।

ব্রি এর বঙ্গবন্ধু-পিয়েরে এলিয়ট ট্রুডো এগ্রিকালচারাল টেকনোলোজি সেন্টারের সামনে বিএলআরআই ইনোভেশন টিম এবং ব্রি বিজ্ঞানীবৃন্দ

১৪. আইসিটি/ডিজিটালাইজেশন সংক্রান্ত কার্যক্রম:

আইসিটি/ডিজিটালাইজেশন কার্যক্রমের আওতায় অত্র ইনস্টিটিউট কর্তৃক নিম্নোক্ত কার্যক্রমসমূহ গ্রহণ করা হয়েছে:

আইপি টেলিফোন সেবা চালু:

বর্তমানে অভ্যন্তরীণ যোগাযোগের জন্য বিএলআরআই কর্মকর্তাগণ আইপি টেলিফোন সেবা ব্যবহার করছেন । বিএলআরআই এর বিভিন্ন আঞ্চলিক কেন্দ্রেসমূহ আইপি ফোনের আওতায় আনার ফলে ইন্টারকম ব্যবহার করে দেশের বিভিন্ন শহরে স্থাপিত আঞ্চলিক কেন্দ্রের সাথে যোগাযোগ করা সহজ হয়েছে ।

ডিজিটাল চাহিদাপত্র ও অনলাইন ছুটির আবেদন:

বর্তমানে বিএলআরআই ওয়েবসাইটে ডিজিটাল চাহিদাপত্র ও অনলাইন ছুটির আবেদন করার জন্য দুটি সফটওয়্যার সন্নিবেশ করা হয়েছে । কর্মকর্তা কর্মচারীরা তাদের দাপ্তরিক প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের চাহিদা এবং ছুটির আবেদন সফটওয়্যার ব্যবহার করে করতে পারছেন ।

গবেষণা কাজে ই-জার্নাল লাইব্রেরিঃ

বিএলআরআই এ বিজ্ঞানীগণ লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে The Essential Electronic Agricultural Library (TEEAL) এ সংরক্ষিত আন্তর্জাতিকমানের প্রায় ২৫০টি কৃষি বিষয়ক স্বনামধন্য ই-জার্নাল ব্যবহার করতে পারছে এবং সেখান থেকে নতুন নতুন গবেষণা ধারণা ও প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করতে পারছে। এছাড়া AGORA, ARDI, GOALI, Hinari ও OARE আন্তর্জাতিক অনলাইন জার্নালসমূহে বিএলআরআই এর বিজ্ঞানীদের পড়াসহ ডাউনলোড করার সুযোগ রয়েছে।

ভিডিও কনফারেন্সঃ

বিএলআরআই এ অত্যাধুনিক ভিডিও কনফারেন্স রুম স্থাপন করা হয়েছে। এখানে বসে বিজ্ঞানীগণ দেশ ও বিদেশের বিভিন্ন সংস্থার সাথে সরাসরি যোগাযোগ করতে পারেন।

এসএমএস গেটওয়ে চালুঃ

বিভিন্ন সভা আহ্বান বা কর্মচারীদের তাৎক্ষনিক বার্তা/নোটিশ প্রেরণের জন্য ওয়েব বেইজড এসএমএস প্রেরণ ব্যাবস্থা চালু করা হয়েছে, ফলে সভা আহ্বান/সতর্ক বার্তা প্রেরণের কাজে কাগজের ব্যবহার ও সময় ব্যয় রোধ করা হয়েছে।

ডেডিকেটেড ইন্টারনেট সেবাঃ

বিজ্ঞানী ও কর্মকর্তাদের গবেষণা ও দাপ্তরিক কাজে সার্বক্ষণিক ইন্টারনেট সেবা প্রদানের লক্ষ্যে অপটিক্যাল ফাইবার ব্যবহার করে ২০০ এমবিপিএস এবং রেডিও লিংক ব্যবহার করে ১০০ এমবিপিএস ডুপ্লেক্স ইন্টারনেট কানেকটিভিটি ল্যান এ সংযোগ করা হয়েছে। ফলে, দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক ই-যোগাযোগ বেড়েছে। এছাড়া ওয়াইফাই জোন তৈরি করে বিভিন্ন মোবাইল ডিভাইজ যেমন স্মার্ট ফোন, ট্যাবলেট পিসি, ট্যাব ও ল্যাপটপ ইত্যাদি ব্যবহার করে ই-কমিউনিকেশনের মাধ্যমে গবেষণা কার্যক্রমকে তরান্বিত করা হয়েছে।

আইসিটি অবকাঠামো উন্নয়নঃ

বিএলআরআই এর সার্ভার রুমে আধুনিক ও উন্নত যন্ত্রপাতি যেমন HP Server, Cisco Router/ Switches, Mikrotik CCR Router ইত্যাদি উন্নত যন্ত্রপাতি স্থাপনের মাধ্যমে আইসিটি অবকাঠামো উন্নয়ন করা হয়েছে। এর ফলে গবেষণা ও উন্নয়নমূলক কাজের গতি বৃদ্ধি পেয়েছে।

১৫. স্মার্ট বাংলাদেশ-২০৪১ বাস্তবায়নে গৃহীত পদক্ষেপঃ

বাংলাদেশের দ্বিতীয় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০২১-৪১) বাস্তবায়নের মাধ্যমে রূপকল্প-২০৪১ এর মধ্যে একটি উন্নত, সমৃদ্ধ ও স্মার্ট বাংলাদেশে রূপান্তরের লক্ষ্যে প্রাণিজ আমিষের পর্যাপ্ততা জনপ্রতি দুধ ৩০০ মিলি, মাংস ১৬০ গ্রাম ও বছরে ডিম ২০৮টি ধরা হয়েছে। নিরাপদ প্রাণিজ আমিষের এই প্রেক্ষিত পরিকল্পনা বাস্তবায়নে জাতীয় চাহিদার নিরিখে এবং সমস্যা চিহ্নিতকরণের মাধ্যমে প্রাণির জাত ও প্রজনন ব্যবস্থাপনা; খাদ্য, পুষ্টি ও পালন ব্যবস্থাপনা; প্রাণী ও পোল্ট্রি খাদ্যে ভ্যালু এডিশন; প্রাণির রোগ প্রতিরোধ ও প্রতিকার; প্রাণী ও পোল্ট্রি রোগের টিকা যেমনঃ Lumphy Skin Disease (LSD), Avian Influenza (H9N2), জৈবপ্রযুক্তির প্রয়োগ ও ব্যবহার, খরা সহিষ্ণু অধিক উৎপাদনশীল ঘাস; বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, প্রাণিজাত পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ

ও মূল্য সংযোজন এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রয়োগের মাধ্যমে বিজ্ঞানভিত্তিক খামার ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি বিষয়ে বিভিন্ন গবেষণা কার্যক্রম বিএলআরআই গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন করছে। যা প্রাণিসম্পদ খাতে টেকসই উৎপাদন ব্যবস্থা নিশ্চিত করার মাধ্যমে নিরাপদ প্রাণিজ আমিষের নিরাপত্তা ও আত্ম-কর্মসংস্থানের উন্নয়নে প্রাণিসম্পদ নির্ভরযোগ্য ভূমিকা ও অবদান রাখতে সক্ষম হবে।

১৬. জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল চর্চার বিবরণঃ

শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান (সংশোধন) নীতিমালা-২০২১ অনুযায়ী ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ইনস্টিটিউটের প্রধান কার্যালয় হতে বিভিন্ন গ্রেডের ৩ (তিন) জন এবং আঞ্চলিক কার্যালয়ের প্রধানদের মধ্যে ১ (এক) জনসহ মোট ৪ (চার) জন কর্মচারীকে শুদ্ধাচার পুরস্কার-২০২৩ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া, ইনস্টিটিউটের বিভিন্ন গ্রেডের কর্মচারীগণকে "শুদ্ধাচার অনুশীলন ও প্রয়োগ" শিরোনামে প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আওতায় শুদ্ধাচার বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

"শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন বিষয়ে দক্ষতা বৃদ্ধি বিষয়ক" প্রশিক্ষণ আয়োজন

১৭. অভিযোগ/অসন্তুষ্টি নিষ্পত্তির ব্যবস্থা:

২০২২-২৩ অর্থবছরে ইনস্টিটিউটে বিদ্যমান অভিযোগ বক্স থেকে কোন অভিযোগ পাওয়া যায়নি। GRS ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি দপ্তরে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের একজন নাগরিক যে কোনো সেবার বিরুদ্ধে তার অসন্তোষ বা ক্ষোভ জানিয়ে অভিযোগ দাখিল করতে পারেন। ২০২২-২৩ অর্থবছরে GRS সফটওয়্যার হতে প্রাপ্ত ৩টি অভিযোগের সবগুলো অভিযোগ নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

"অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা" শীর্ষক প্রশিক্ষণ আয়োজন

১৮. উপসংহার:

আগামীতে ২০৪১ সালের মধ্যে একটি সমৃদ্ধ ও স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের মানসম্পন্ন পুষ্টিচাহিদা পূরণ, দারিদ্র হ্রাস এবং গতানুগতিক প্রাণিজ কৃষিকে বাণিজ্যিক ধারায় রূপান্তরের জন্য পোল্ট্রি ও প্রাণিসম্পদ খাতে গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রমে জীবপ্রযুক্তি, ন্যানোটেকনোলজি, তথ্য প্রযুক্তি এবং এতদসম্পর্কিত জ্ঞান ও বিজ্ঞানে সক্ষমতা বহুমাত্রিক বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। জ্ঞাননির্ভর বাজার অর্থনীতির বর্তমান ও ভবিষ্যৎ যুগে গবেষণা ও প্রযুক্তি উদ্ভাবনের কোন বিকল্প নেই। প্রযুক্তি উদ্ভাবনই শেষ কথা নয়; খামারি ও উদ্যোক্তাগণের ব্যবহারের জন্য গবেষণা কাজে মূল্য সংযোজন অপরিহার্য। বিএলআরআই এ সকল লক্ষ্যপূরণে এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্বে সুদৃঢ় অবস্থান সৃষ্টির প্রয়াসে প্রত্যয়ী হয়ে কাজ করে যাচ্ছে।

বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন
www.bfdc.gov.bd

১. ভূমিকা:

বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন (বামউক) সরকারি মালিকানাধীন সেবাধর্মী স্বশাসিত প্রতিষ্ঠান যার ২০টি কেন্দ্র দেশের মৎস্য সম্পদ ও মৎস্য শিল্পের উন্নয়নে কাজ করছে। কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে দেশে আধুনিক ট্রলারের মাধ্যমে সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ, আহরিত মৎস্যের স্বাস্থ্যসম্মত অবতরণ, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ ও বাজারজাতকরণসহ মৎস্য রপ্তানিকারকদের প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করে আসছে। কর্পোরেশন চট্টগ্রাম মৎস্য বন্দরের মাল্টিচ্যানেল স্লিপওয়ে ডকইয়ার্ডের মাধ্যমে সমুদ্রগামী মৎস্য ট্রলারসমূহের মেরামত সেবা প্রদান করছে। এছাড়াও চট্টগ্রামের কর্ণফুলী নদীতে স্থাপিত টি-হেড জেটির মাধ্যমে সমুদ্রগামী মৎস্য ট্রলারের বার্থিং সুবিধা প্রদান করছে। কর্পোরেশন ১৯৬৪ সাল হতে ৬৮,৮০০ হেক্টর আয়তনের কাপ্তাই হ্রদে মিঠা পানির মাছ উৎপাদন, আহরণ, সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণ সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে পার্বত্য রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছড়ি জেলাধীন ১০টি উপজেলায় বসবাসরত উপজাতিসহ প্রায় ১০ লক্ষাধিক স্থানীয় জনসাধারণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন, প্রোটিনের চাহিদা পূরণ ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে আসছে। সামুদ্রিক মাছের আহরণোত্তর অপচয় রোধ ও মাছের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তির সুবিধার্থে কর্পোরেশন কর্তৃক কক্সবাজার জেলায় শুটকি প্রক্রিয়াকরণ শিল্প স্থাপন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এছাড়া হাওর অঞ্চলের জেলেদের মাছের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তির লক্ষ্যে সুনামগঞ্জ জেলার দিরাই উপজেলায় মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্পের কাজ চলমান রয়েছে।

২. রূপকল্প (Vision):

জনগণের জন্য স্বাস্থ্যসম্মত মাছ সরবরাহে সহায়তাকরণ।

৩. অভিলক্ষ্য (Mission):

উন্মুক্ত ও বদ্ধ জলাশয়ে মৎস্য উৎপাদন, আহরণ, আহরিত মৎস্যের অপচয় হ্রাসকরণের লক্ষ্যে স্বাস্থ্যসম্মত অবতরণ, প্রক্রিয়াকরণ, সংরক্ষণ এবং বিপণন কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করে জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছানো।

৪. লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য (Aims and Objectives):

- মৎস্য সম্পদ ও মৎস্য শিল্পের উন্নয়নের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ;
- মৎস্য উৎপাদন ও মৎস্য শিল্প স্থাপন;
- মৎস্য আহরণের জন্য ইউনিট প্রতিষ্ঠা এবং মৎস্য সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের উদ্দেশ্যে অধিকতর সমন্বিত পদ্ধতির উন্নয়ন;

- মৎস্য শিকারের নৌকা, মৎস্য বাহন, স্থল ও জলপথে মৎস্য পরিবহণ এবং মৎস্য শিল্প উন্নয়নের সহিত জড়িত প্রয়োজনীয় সকল আধুনিক সরঞ্জাম ও যন্ত্রাংশ সংগ্রহ, ধারণ ও হস্তান্তর;
- মৎস্য এবং মৎস্যজাত পণ্য সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ, বিতরণ এবং বাজারজাতকরণের জন্য ইউনিট প্রতিষ্ঠা;
- মৎস্য শিল্প ও মৎস্যজীবী সমবায় সমিতিকে অগ্রিম ঋণ প্রদান;
- মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠায় উৎসাহ প্রদান;
- মৎস্য সম্পদের জরিপ ও অনুসন্ধানের ব্যবস্থা গ্রহণ;
- মৎস্য শিকার, উৎপাদন, পরিবহণ, সংরক্ষণ এবং বাজারজাতকরণের পদ্ধতি সম্পর্কিত গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা বা ব্যবস্থা গ্রহণ;
- মৎস্য এবং মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানির জন্য প্রতিষ্ঠান স্থাপন; এবং
- সকল বা যে কোন কার্য সম্পাদনের উদ্দেশ্যে আবশ্যকীয় সম্পদ অর্জন, ধারণ ও হস্তান্তর ।

৫. প্রধান কার্যাবলী (Main Functions):

- সমুদ্র, উপকূল, হাওর, কাপ্তাই হ্রদসহ উন্মুক্ত ও বদ্ধ জলাশয়ে আহরিত মৎস্যের গুণগতমান সংরক্ষণের জন্য আধুনিক সুযোগ সুবিধা সম্বলিত মৎস্য অবতরণ, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ ও বাজারজাতকরণ কেন্দ্র স্থাপন;
- সমুদ্রগামী মৎস্য ট্রলারসমূহের ডকিংসহ মেরামত সুবিধাদি প্রদানের নিমিত্ত মাল্টিচ্যানেল স্লিপওয়ে ডকইয়ার্ড, মেরিন ওয়ার্কশপ, বার্থিং ও বেসিন সুবিধাদি প্রদান;
- কাপ্তাই হ্রদ ও বিভিন্ন জলাশয়/পুকুরে মৎস্য উৎপাদন, আহরণ, পরিবহন ও বাজারজাতকরণের মাধ্যমে জনসাধারণের কর্মসংস্থান সৃষ্টি;
- আহরিত মাছের গুণগতমান সংরক্ষণের জন্য আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত মৎস্য অবতরণ সুবিধাদি প্রদান;
- মৎস্য ও মৎস্যজাত দ্রব্যাদি বাজারজাতকরণ, সংরক্ষণ,পরিবহন, প্রক্রিয়াকরণ এবং রপ্তানির জন্য সহায়তা প্রদান;
- ভ্রাম্যমান ফিস ভ্যানের মাধ্যমে ঢাকা মহানগরীতে নিরাপদ মাছ বিপণন;
- সকল বা যে কোন কার্য সম্পাদনের উদ্দেশ্যে আবশ্যকীয় সম্পদ অর্জন, ধারণ, হস্তান্তর ও সরকারি অর্থায়নে বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন ।

৬. সাংগঠনিক কাঠামো:

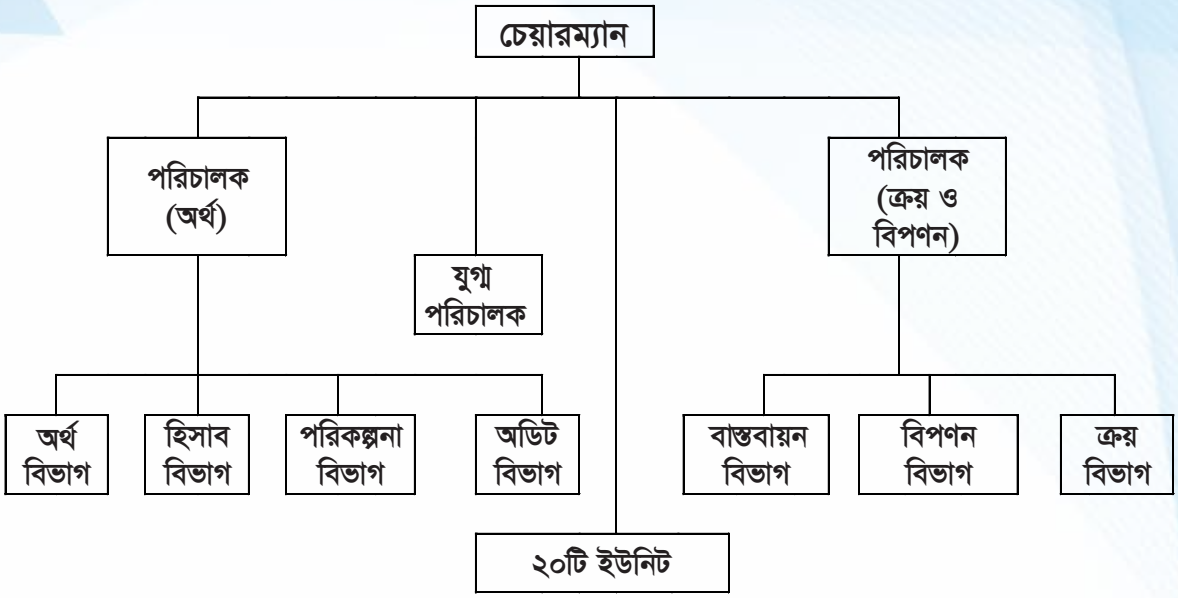

৭. ২০২২-২৩ অর্থবছরে অর্জিত সাফল্যসমূহ:

মৎস্য অবতরণ (Fish Landing):

দেশের সমুদ্র, উপকূল, হাওর ও কাপ্তাই হ্রদ হতে মৎস্যজীবীদের আহরিত মাছ স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে অবতরণ ও বাজারজাতকরণের জন্য কর্পোরেশনের ১৭টি অবতরণ কেন্দ্রে ২০২২-২৩ অর্থবছরে ২২,৫৩৮ মেট্রিক টন সামুদ্রিক ও মিঠা পানির মাছ অবতরণ হয়। ব্যবসায়ীরা এ সকল মাছ মৎস্যজীবীদের নিকট হতে সরাসরি ক্রয় করে ঢাকা, চট্টগ্রাম ও দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে বাজারজাতকরণসহ বিদেশে রপ্তানি করে। এছাড়া কর্পোরেশন মোংলা কেন্দ্রের পুকুরে মাছ চাষ করত: উৎপাদিত মাছ সরাসরি বাজারজাতকরণ করে।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব শ ম রেজাউল করিম, এমপি মহোদয় বিএফডিসির কক্সবাজার মৎস্য অবরতণ কেন্দ্র পরিদর্শন করেন

কক্সবাজার মৎস্য অবতরণ কেন্দ্রে মাছ অবতরণ

মৎস্য সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াকরণঃ

কর্পোরেশনের চট্টগ্রাম এবং কক্সবাজারের ২টি প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্রে ২০২২-২৩ অর্থবছরে রপ্তানিকারকদের ৮৪,০৭৮ মেট্রিক টন মাছ প্রক্রিয়াকরণ ও সংরক্ষণ করা হয় ।

কর্পোরেশনের কক্সবাজার মৎস্য প্রক্রিয়াকরণ কারখানায় রপ্তানির জন্য প্রক্রিয়াকৃত সামুদ্রিক মাছ

কাপ্তাই হ্রদে মৎস্য উৎপাদন

২০০৯ সালে কাপ্তাই হ্রদে ৫৫৭৮ মে. টন মাছ উৎপাদন হয় । ইহা ২০২২-২৩ অর্থবছরে প্রায় ২০,০০০ মে. টনে উন্নীত হয়েছে । উৎপাদিত মাছ স্থানীয় জনসাধারণের চাহিদা পূরণের পর ঢাকা, চট্টগ্রামসহ দেশের বিভিন্ন এলাকায় বাজারজাতকরণ করা হয় এবং আইড়, বোয়াল, পাবদা, কেচকি, বাতাসি, বাইম প্রভৃতি মাছ বিদেশে রপ্তানি করা হয় ।

কাপ্তাই হ্রদে মৎস্য আহরণ

হ্যাচারিতে রেণু উৎপাদন:

রাঙ্গামাটি জেলার লংগদু উপজেলার মারিশাচরের নিজস্ব হ্যাচারিতে ২০২২-২৩ অর্থবছরে ৬৮ কেজি কার্প জাতীয় মাছের রেণু উৎপাদন করা হয়। উৎপাদিত রেণু নার্সারী পুকুরে লালন-পালন করত: ৬-৮ ইঞ্চি আকারের পোনা তৈরির পর কাপ্তাই হ্রদে অবমুক্ত করা হয়।

হ্যাচারিতে রেণু পোনা উৎপাদন

নার্সারিতে পোনা উৎপাদন:

কাপ্তাই হ্রদে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে রাঙ্গামাটি সদর ও লংগদু উপজেলায় ৫০ একরের ১৩টি নার্সারি পুকুরে রেণু পোনা উৎপাদন কার্যক্রম অব্যাহত আছে।

নার্সারিতে পোনা উৎপাদন

পোনা অবমুক্তকরণঃ

খাদ্য মন্ত্রণালয়ের সংসদীয় স্থায়ী কমিটির মাননীয় সভাপতি জনাব দীপংকর তালুকদার এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সচিব ড. নাহিদ রশীদ বিগত ২৫ মে ২০২৩ তারিখে কাপ্তাই হ্রদে কার্প জাতীয় মাছের পোনা অবমুক্ত করেন। ২০০৯ সালে হ্রদে ২২ মে. টন কার্প জাতীয় মাছের পোনা অবমুক্ত করা হয়। কাপ্তাই হ্রদে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০২২-২৩ অর্থবছরে ৫৬ মেট্রিক টন কার্প জাতীয় মাছের পোনা কাপ্তাই হ্রদে অবমুক্ত করা হয়।

খাদ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির মাননীয় সভাপতি
জনাব দীপংকর তালুকদার, এমপি এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সচিব ড. নাহিদ রশীদ
কাপ্তাই হ্রদে কার্প জাতীয় মাছের পোনা অবমুক্ত করেন

কাপ্তাই হ্রদে কার্প জাতীয় মাছের পোনা অবমুক্তকরণ অনুষ্ঠান

মাছের সুষ্ঠু প্রজনন ও বংশবৃদ্ধি নিশ্চিতকরণ:

জেলাপ্রশাসকের নির্বাহী আদেশ অনুযায়ী প্রজনন মৌসুমে প্রতিবছর মে হতে ৩/৪ মাস কাপ্তাই হ্রদে মৎস্য আহরণ, সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণ নিষিদ্ধ করা হয় । এ নিষেধাজ্ঞার আদেশ কর্পোরেশন কর্তৃক ওয়েবসাইট, বাংলাদেশ বেতার, স্থানীয় ক্যাবলে, লিফলেট বিতরণের মাধ্যমে ব্যাপকভাবে সম্প্রচার করা হয় । এ সময়ে জেলা ও উপজেলা প্রশাসন, বিজিবি, সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী, নৌ-পুলিশ, পুলিশ ও আনসারসহ বিএফডিসি'র কর্মকর্তা/কর্মচারী কর্তৃক মাছের সুষ্ঠু প্রজননের লক্ষ্যে হ্রদের মাছ আহরণ, পরিবহণ ও বাজারজাতকরণ রোধকল্পে পাহারা ও তদারকি জোরদার করা হয়; যা হ্রদে সকল প্রজাতির মাছের বংশবৃদ্ধিতে সহায়ক হয় ।

অবৈধ জাল আটক এবং ধ্বংস করা হচ্ছে

হ্রদের মৎস্য সংরক্ষণে গৃহীত অভিযান:

কাপ্তাই হ্রদের বিভিন্ন ঘোনাগুলোতে গাছ বা ডালপালা দিয়ে অবৈধ জাগ স্থাপন করে প্রজননক্ষম মাছ নির্বিচারে আহরণ করা হতো। এতে হ্রদের মাছের বংশবৃদ্ধি ব্যাহত হতো। বিএফডিসি'র কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দ, নৌ-পুলিশ এবং জেলা-উপজেলা প্রশাসনের সহায়তায় অবৈধ জাগ উচ্ছেদের জন্য ২০২২-২৩ অর্থবছরে ৩১৩টি অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে। এতে জাগ স্থাপন পূর্বের তুলনায় অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে এবং মা মাছ রক্ষা পাচ্ছে। এছাড়া নিয়মিত অবৈধ জাল আটক করা হচ্ছে।

নৌ-পুলিশের সহায়তায় অবৈধ জাল ও মাছ আটক

মৎস্যজীবীদের বিকল্প খাদ্য সহায়তা প্রদান:

প্রজনন মৌসুমে মাছের সুষ্ঠু বংশবৃদ্ধির নিমিত্ত মে হতে ৩/৪ মাস মৎস্য আহরণ বন্ধকালীন মৎস্যজীবীদের কোন কাজ থাকে না। ২০২৩ সালে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের বরাদ্দ হতে ২৬,৪৫৯ জন মৎস্যজীবীকে ১,৫৮৭.৫৪ মেট্রিক টন চাল/খাদ্য সহায়তা প্রদান করা হয়।

খাদ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির মাননীয় সভাপতি জনাব দীপংকর তালুকদার, এমপি এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সচিব ড. নাহিদ রশীদ কাপ্তাই হ্রদে মৎস্য আহরণ বন্ধকালে মৎস্যজীবীদের মাঝে ভিজিএফ চাল বিতরণ করেন

শুঁটকি উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ (Dry fish prodcution & marketing):

কর্পোরেশন কাপ্তাই হ্রদে ২০২২-২৩ অর্থবছরে ৪৬৫ মে.টন শুটকি উৎপাদন করে যা ঢাকা, চট্টগ্রামসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে বাজারজাতকরণ করা হয়।

কেচকি মাছের শুটকি

শৈল মাছের শুটকি

কাপ্তাই হ্রদে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির পরিকল্পনা (২০২১-২০৪১):

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব শ ম রেজাউল করিম, এমপি এবং সাবেক সচিব জনাব রওনক মাহমুদ ৩১ অক্টোবর ২০২০ তারিখে কাপ্তাই হ্রদে কর্পোরেশনের মৎস্য আহরণ, উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণ কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। এ সময়ে কাপ্তাই হ্রদের মৎস্য উৎপাদনের বিষয়ে সকল পর্যায়ের স্টেকহোল্ডারদের সাথে একটি মতবিনিময় সভা করেন। সভায় কাপ্তাই হ্রদের মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা গ্রহণের নির্দেশনা প্রদান করেন।

কেচকি

পাবদা

গুলশা

কাপ্তাই হ্রদে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সুপারিশসহ প্রতিবেদন দাখিলের জন্য মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক জেলা প্রশাসক, রাঙ্গামাটিকে আহবায়ক করে ০৫ (পাঁচ) সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত কমিটির প্রতিবেদন ও সুপারিশমালার উপর মন্ত্রণালয়, মৎস্য অধিদপ্তর, বিএফআরআই, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও মৎস্যজীবী প্রতিনিধিদের নিয়ে ০২ জানুয়ারি ২০২১ তারিখ কর্পোরেশনের প্রধান কার্যালয়ে একটি কর্মশালার আয়োজন করা হয়। উক্ত কর্মশালার সুপারিশের ভিত্তিতে খসড়া কর্মপরিকল্পনা তৈরি করা হয়। ০৯ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে উক্ত কর্মপরিকল্পনা (২০২১-২০৪১) চূড়ান্ত করা হয়।

০৯ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখে বিএফডিসির সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত কর্মশালা

কর্মপরিকল্পনার উদ্দেশ্য:

- ★ কাপ্তাই হ্রদের মৎস্য উৎপাদন ২০৪১ সালের মধ্যে হেক্টর প্রতি ৫০০ কেজিতে উন্নীতকরণ;
- ★ হ্রদের প্রকৃত মৎস্য উৎপাদন নিরূপনের লক্ষ্যে জরিপকার্য পরিচালনা;
- ★ টেকসই মাছ উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে পার্বত্য এলাকার মৎস্যজীবী, মৎস্য শ্রমিক, বেকার যুবকসহ উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান সৃষ্টি, আয় বৃদ্ধি ও আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং দারিদ্র্য বিমোচন;
- ★ হ্রদের মাছ উৎপাদন বৃদ্ধি করে পুষ্টির চাহিদা পূরণ;
- ★ হ্রদের জীববৈচিত্র ও পরিবেশ সংরক্ষণ ।

কর্মপরিকল্পনা (২০২১-২০৪১):

- ★ কার্প জাতীয় মাছের পোনা নিধন হ্রাস এবং পোনা বড় হওয়ার সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে কেচকি জালের দৈর্ঘ্য সর্বোচ্চ ৭০০ ফুট, প্রস্থ সর্বোচ্চ ২৫ ফুট এবং ফাঁস সর্বনিম্ন ০.৫ সেন্টিমিটার নির্ধারণ করা;
- ★ মৎস্যজীবীদের উৎসাহিত করার নিমিত্ত মুজিব জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে হতদরিদ্র ১০ জন মৎস্যজীবীকে কেচকি জাল ও বৈধ সরঞ্জামাদি সুলভ মূল্যে বিতরণ;
- ★ কাপ্তাই হ্রদে প্রতি বছর ১লা মে হতে ১৫ মে এর মধ্যে পর্যায়ক্রমে বার্ষিক ২০০ মেট্রিক টন কার্প মাছের পোনা অবমুক্তকরণ;
- ★ কমপক্ষে ০৬ ইঞ্চি আকারের রুই ও মৃগেল এবং ৮ ইঞ্চি আকারের কাতলা মাছের পোনা অবমুক্তকরণ;
- ★ ২০০ কেজি কার্প জাতীয় মাছের রেণু উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন একটি নতুন হ্যাচারি স্থাপন;
- ★ বোয়াল, টাকি, শোল, চিতল ও আইড় মাছের পোনা অবমুক্তির পরিমাণ পর্যায়ক্রমে বার্ষিক ৩০০ কেজিতে উন্নীতকরণ;
- ★ অভয়াশ্রম ও হ্রদের নিরাপদ অংশে পোনা অবমুক্তকরণ;

- ★ চিতল, ফলিসহ মাছের প্রাকৃতিক প্রজনন ও অবমুক্তকৃত পোনার আশ্রয়স্থল নিশ্চিত করতে হ্রদের তলদেশের গাছের গুঁড়ি বা গুইট্যা উৎপাটন রোধকল্পে মাসে কমপক্ষে ৪টি অভিযান পরিচালনা;
- ★ অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে স্থানীয় মৎস্যজীবী সম্প্রদায়কে সম্পৃক্ত করে পর্যায়ক্রমে হ্রদের ৫০টি ঘোনা/ক্রিক/ডোবায় (৮০ একর) ১০০ মেট্রিক টন পোনা উৎপাদন;
- ★ হ্রদের পরিবেশ দূষণ রোধকল্পে মৎস্যজীবীসহ স্থানীয় জনসাধারণকে সম্পৃক্ত করে প্রতি মাসে এক বা একাধিক দিন হ্রদের পানিতে ভাসমান পলিথিন, প্লাস্টিক বোতল ইত্যাদি আবর্জনা পরিষ্কার;
- ★ জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে ২০ হাজার লিফলেট বিতরণ, ২০টি বিলবোর্ড স্থাপন, একটি ডকুমেন্টারি তৈরি ও প্রচার;
- ★ মাছের প্রজনন মৌসুমে (মে হতে জুলাই) নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালনা ও টহল জোরদার;
- ★ অবৈধ কারেন্ট জাল ও জাঁক দিয়ে নির্বিচারে মাছের পোনা নিধন রোধকল্পে স্থানীয় প্রশাসন ও নৌ-পুলিশের সহায়তায় মাসে কমপক্ষে ৪টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনা এবং জব্দকৃত কারেন্ট জালসহ অবৈধ মালামাল বাজেয়াপ্তকরণ;
- ★ কাপ্তাই হ্রদ ও হালদা নদী হতে পর্যায়ক্রমে মাছের ৫০ কেজি ডিম/রেণু এবং বিএফআরআই হতে এফ-৪ জেনারেশনের ২০০ কেজি পোনা সংগ্রহ ও প্রতিপালন করে ব্রুড স্টক তৈরি;
- ★ মাছের অপচয় রোধ, পরিবহন ও বাজারজাতকরণে ২০ জন মৎস্যজীবী ও মৎস্য শ্রমিক নিয়ে প্রতিমাসে ১টি প্রশিক্ষণের আয়োজন;
- ★ কাপ্তাই হ্রদে মাছ উৎপাদনের প্রকৃত তথ্য নিরূপনে জরিপকার্য পরিচালনা করা;
- ★ কাপ্তাই হ্রদে মৎস্য আহরণ বন্ধকালীন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের বরাদ্দ হতে মাসিক মৎস্যজীবী প্রতি ২০ কেজির স্থলে পর্যায়ক্রমে ৫০ কেজি করে চাল খাদ্য সহায়তা প্রদানের জন্য অনুরোধ করা;
- ★ জেলেদের প্রকৃত সংখ্যা নিরূপনের লক্ষ্যে জেলে নিবন্ধন হালনাগাদকরণ;
- ★ হ্রদের পানির সকল স্তরের সুষ্ঠু ব্যবহারের মাধ্যমে হ্রদের সর্বোচ্চ উৎপাদন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কার্প জাতীয় মাছ শতকরা ৪০ ভাগ, রাক্ষুসে মাছ ৩০ ভাগ ও সর্বভুক মাছ ২০ ভাগে উন্নীতকরণ এবং কেচকিসহ অন্যান্য ছোট মাছ শতকরা ১০ ভাগে নামিয়ে আনা;
- ★ হ্রদের পানির স্তর, পানির গুণাগুণ, পুষ্টি প্রবাহ, উৎপাদনশীলতা ও প্রাকৃতিক খাদ্যের প্রাপ্যতা বিবেচনায় নিয়ে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সমন্বয়ে বিএফআরআই ও সিভাসু এর মাধ্যমে হ্রদে প্রজাতি ভিত্তিক পোনা মজুদের পরিমাণ ও অনুপাত নির্ধারণে গবেষণা কার্যক্রম জোরদারকরণ এবং গবেষণায় প্রাপ্ত সমন্বিত ফলাফল বিএফডিসি কর্তৃক বাস্তবায়ন;
- ★ বিলুপ্ত প্রায় দেশীয় মাছ রক্ষা ও মাছের স্বত:স্ফূর্ত প্রজননের নিমিত্ত্ব নেভিগেশন রুট পরিহার করে অভয়াশ্রম তৈরি;
- ★ মাছের প্রাকৃতিক ক্ষেত্রসমূহে অভয়াশ্রম ঘোষণাপূর্বক অভয়াশ্রমের সংখ্যা ও আয়তন ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি;
- ★ হ্রদে বিদ্যমান প্রজনন ক্ষেত্রগুলোর সঞ্চিত পলি খননের মাধ্যমে অপসারণপূর্বক মৎস্য প্রজনন ক্ষেত্রগুলো পুনরুদ্ধারে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও বিভাগের সাথে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে কার্যক্রম গ্রহণ;

★ প্রণীত ২০ বছরের কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করত: কাপ্তাই হ্রদে মৎস্য উৎপাদন হেক্টর প্রতি ৫০০ কেজিতে উন্নীত করা ।

উল্লিখিত সময়াবদ্ধ পরিকল্পনা পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে ।

৮. সামুদ্রিক মৎস্য আহরণে কর্পোরেশনের বহি:স্থ কেন্দ্রের কার্যক্রম:

চট্টগ্রাম মৎস্য বন্দর:

জাপান সরকারের কারিগরি সহায়তায় ১৯৬৬-৬৭ সালে চট্টগ্রাম জেলার কর্ণফুলী নদীর দক্ষিণ তীরে কর্ণফুলী থানার ইছানগরে ১২২.৪৫ একর জায়গায় চট্টগ্রাম মৎস্য বন্দর কার্যক্রম শুরু করে ।

চট্টগ্রাম মৎস্য বন্দর

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে ১৯৭২ সালে সোভিয়েত রাশিয়া ১০টি সমুদ্রগামী মৎস্য ট্রলার উপহার হিসেবে প্রদান করে । উক্ত ট্রলারসমূহের মাধ্যমে সমুদ্র হতে মৎস্য আহরণ করা হয় । আহরিত মৎস্য অবতরণ, বাজারজাতকরণ, প্রক্রিয়াকরণ এবং সামুদ্রিক মৎস্য ট্রলার নির্মাণের নিমিত্ত ১৯৭৩ সালে জাপান সরকারের কারিগরি সহায়তায় চট্টগ্রাম মৎস্য বন্দর একটি পূর্ণাঙ্গ মৎস্য বন্দর হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে ।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সচিব ড. নাহিদ রশীদ
চট্টগ্রাম মৎস্য বন্দরের কার্যক্রম পরিদর্শন করছেন

এ ইউনিটে মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ, ফিশিং ট্রলার/জাহাজ ডকিং, আনডকিং, বার্থিং, মেরামত, মৎস্য অবতরণ, বরফ উৎপাদন, ট্রলার বহর পরিচালনা এবং জাল মেরামত সুবিধাদি প্রদান করা হয়। মৎস্য অধিদপ্তরের সাসটেইনেবল কোস্টাল এন্ড মেরিন ফিশারিজ প্রকল্পের আওতায় চট্টগ্রাম মৎস্য বন্দরের ৮ একরের বেসিন খননের কাজ চলমান আছে। এ বেসিন খনন করা হলে এখানে ৬০টি ফিশিং ট্রলার একসাথে বার্থিং করা যাবে। ফলে চট্টগ্রাম মৎস্য বন্দরের সেবা এবং আয় বৃদ্ধি পাবে।

ট্রলার বহরঃ

কর্পোরেশনের চট্টগ্রাম মৎস্য বন্দর ১৯৭২ সালে ১০টি ফিশিং ট্রলারের মাধ্যমে বঙ্গোপসাগরে প্রথমবারের মত বাণিজ্যিক ভিত্তিতে মৎস্য আহরণ শুরু করে। দেশে প্রথমবারের মত সামুদ্রিক মাছ ঢাকা শহরসহ বিভিন্ন অঞ্চলে বাজারজাতকরণ শুরু করে কর্পোরেশন। পর্যায়ক্রমে দেশের বিভিন্ন স্থানে সামুদ্রিক মাছ জনপ্রিয়তা লাভ করে। বর্তমানে বেসরকারি ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের ফিশিং ট্রলারসমূহ সমুদ্রে মৎস্য আহরণের কাজ করছে। বিএফডিসি'র এফ.ভি. কোরাল, এফ.ভি. কাতলা, এফ.ভি. দাতিনা, এফ.ভি. মিনাক্ষী, এফ.ভি. বাগদা, এফ.ভি. রূপচান্দা ও এফ.ভি. গলদা মৎস্য ট্রলার রয়েছে যা সামুদ্রিক মৎস্য আহরণে অবদান রাখছে।

বিএফডিসি'র ট্রলার এফ.ভি.রূপচাঁন্দা

মেরিন ওয়ার্কশপ এ্যান্ড ডকইয়ার্ডঃ

চট্টগ্রাম মৎস্য বন্দরে ৩৫০ টন ও ২৫০ টন ক্ষমতা সম্পন্ন দুইটি পৃথক স্লিপওয়ে বিশিষ্ট একটি মেরিন ওয়ার্কশপ এ্যান্ড ডকইয়ার্ড রয়েছে। দেশীয় ফিশিং ট্রলার ডকিং ও মেরামতের জন্য এ ডকইয়ার্ড তৈরি করা হয়। এ ডকইয়ার্ডের মাধ্যমে বছরে ৩০-৩৫টি ফিশিং ট্রলার ডকিং ও মেরামত সুবিধা প্রদান করা হয়।

মেরিন ওয়ার্কশপ এ্যান্ড ডকইয়ার্ড

মাল্টিচ্যানেল স্লিপওয়ে ডকইয়ার্ডঃ

সামুদ্রিক মৎস্য আহরণের ক্ষেত্র বৃদ্ধি হওয়ায় বিদ্যমান মেরিন ওয়ার্কশপ এ্যান্ড ডকইয়ার্ড এর মাধ্যমে মৎস্য ট্রলারসমূহের মেরামত/তৈরির চাহিদা পূরণ কষ্টসাধ্য ছিল । স্থানীয় মৎস্যজীবী/মৎস্য ব্যবসায়ীদের চাহিদার প্রেক্ষিতে এ খাতে সেবার পরিধি বৃদ্ধির লক্ষ্যে ও ফিশিং ট্রলার, বার্জ, পন্টুন, টাগবোট, ইত্যাদি ডকিং-আনডকিং ও মেরামতের নিমিত্ত চট্টগ্রাম মৎস্য বন্দরে ৪২ কোটি ৭৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নতুন একটি মাল্টিচ্যানেল স্লিপওয়ে ডকইয়ার্ড নির্মাণ করা হয় ।

মাল্টিচ্যানেল স্লিপওয়ে ডকইয়ার্ডে মেরামতের জন্য ডকিংকৃত ট্রলার

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিগত ২৫ এপ্রিল ২০১৯ তারিখে উক্ত ডকইয়ার্ডের শুভ উদ্বোধন করেন। এতে ২০০ মিটার দীর্ঘ ১২০০ মেট্রিক টন ক্ষমতাসম্পন্ন দুটি স্লিপওয়ে রয়েছে। এতে বছরে প্রায় ৪৮টি ফিশিং ট্রলার ডকিং-আনডকিং ও মেরামতের সুযোগ আছে। এতে সামুদ্রিক মৎস্য আহরণে নিয়োজিত ট্রলারসমূহের মেরামত সেবা প্রদানসহ কর্পোরেশনের আয় বৃদ্ধি পাচ্ছে।

টি-হেড জেটিতে ফিশিং ট্রলার বার্থিং:

মাল্টিচ্যানেল স্লিপওয়ে ডকইয়ার্ড প্রকল্পের আওতায় চট্টগ্রাম মৎস্য বন্দরে কর্ণফুলী নদীর তীরে স্থাপিত দুটি টি-হেড জেটিতে একসাথে ২০টি বড় আকারের মাছ ধরা ট্রলারের বার্থিং, পানি ও বিদ্যুৎ সুবিধা প্রদানের সক্ষমতা রয়েছে।

টি-হেড জেটি ও বার্থিংরত ফিশিং ট্রলার

ঢাকা শহরে ফরমালিনমুক্ত সতেজ মাছ বাজারজাতকরণ:

কর্পোরেশনের অবতরণ কেন্দ্রসমূহে অবতরণকৃত মাছ সংগ্রহ করে ভ্রাম্যমান ফিসভ্যানের মাধ্যমে ঢাকা শহরে নিরাপদ মাছ বিক্রয় করা হয়। কর্পোরেশন ভ্রাম্যমান ফিসভ্যানের মাধ্যমে ঢাকা শহরের ১৬টি স্পটে নিরাপদ মাছ বিক্রয় কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এ শহরে বার্ষিক প্রায় ১০০ মেট্রিক টন নিরাপদ মাছ বাজারজাতকরণ করা হয়। এছাড়া কর্পোরেশন ফিসভ্যানের মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত এসএসএফ কর্মকর্তা/সদস্যদের সতেজ মাছ সরবরাহ করে।

কর্পোরেশনের ভ্রাম্যমান ফিসভ্যানের মাধ্যমে নিরাপদ মাছ বিক্রয়

বরফ উৎপাদন ও বিক্রয়:

কর্পোরেশনের পাথরঘাটা, কক্সবাজার, খুলনা, নারায়ণগঞ্জ, রাঙ্গামাটি, চট্টগ্রাম, আলীপুর, মহিপুর, রামগতি, পাড়েরহাট, মোহনগঞ্জ, ভৈবর ও সুনামগঞ্জ কেন্দ্রে মোট ১৩টি বরফ উৎপাদন ও বিক্রয় কেন্দ্র রয়েছে। কেন্দ্রের অবতরণকৃত মৎস্য সংরক্ষণের জন্য নিজস্ব বরফকল হতে বাৎসরিক প্রায় ১০,৫৪৮ মেট্রিক টন বরফ উৎপাদন করা হয় যা সরাসরি মৎস্যজীবীদের নিকট সুলভ মূল্যে বিক্রয় করা হয়।

কর্পোরেশনের বরফকলে উৎপাদিত বরফ

৯. চলমান উন্নয়ন প্রকল্প (Ongoing development projects):

ক. কক্সবাজার জেলায় শুঁটকি প্রক্রিয়াকরণ শিল্প স্থাপন প্রকল্প:

কক্সবাজার বিমানবন্দর সম্প্রসারণের ফলে শুটকি প্রক্রিয়াকরণ কাজের সাথে জড়িত ৪৬০৯টি পরিবারের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে কক্সবাজার সদর উপজেলার খুরুশকুল এলাকায়

কক্সবাজার জেলায় শুঁটকি প্রক্রিয়াকরণ শিল্প স্থাপন প্রকল্পের নবনির্মিত অফিস ভবন উদ্বোধন

নিরাপদ শুঁটকি উৎপাদনের নিমিত্ত ১৯৮.৭৯ কোটি টাকা ব্যয়ে 'কক্সবাজার জেলায় শুটকি প্রক্রিয়াকরণ শিল্প স্থাপন' শীর্ষক প্রকল্পের কাজ চলমান রয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে বার্ষিক প্রায় ১৫,০০০ মেট্রিক টন নিরাপদ শুটকি উৎপাদন করা সম্ভব হবে। পাশাপাশি শুঁটকি শিল্পের সাথে জড়িত প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রায় ১০ হাজার পরিবারের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

বিএফডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব সাঈদ মাহমুদ বেলাল হায়দর (অতিরিক্ত সচিব) এবং প্রকল্প পরিচালক জনাব মো: শামসুজ্জামান প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শন করেন

খ. সুনামগঞ্জ জেলার দিরাই উপজেলায় মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প:

সুনামগঞ্জ জেলার দিরাই উপজেলায় মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্পের আওতায় ২৯.২৪ কোটি টাকা ব্যয়ে একটি আধুনিক মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র নির্মাণের কাজ চলমান রয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে বার্ষিক প্রায় ৬,৮০০ মেট্রিক টন নিরাপদ মৎস্য অবতরণ ও বাজারজাতকরণ সুবিধা প্রদান করা যাবে। পাশাপাশি এক হাজার জনসাধারণের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

প্রকল্পের সীমানা প্রাচীরের নির্মাণ কাজের স্থির চিত্র

১০. বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির (APA) বাস্তবায়ন অগ্রগতি:

২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তি (APA) মোতাবেক ৮৮ ভাগ লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে। এছাড়া ২৫ জুন ২০২৩ তারিখ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব এবং বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান এর মধ্যে ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এ চুক্তির লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নে বিএফডিসি'র কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ আন্তরিকভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

১১. SDG অর্জনের অগ্রগতি:

বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDG) ১২ (পরিমিত ভোগ ও টেকসই উৎপাদনধরণ নিশ্চিত করা) ও ১৪ (টেকসই উন্নয়নের জন্য সাগর, মহাসাগর ও সামুদ্রিক সম্পদের সংরক্ষণ ও টেকসই ব্যবহার) অর্জনের লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDG) ১২ এর লক্ষ্যমাত্রা-১২.৩ অর্জনের নিমিত্ত অত্র কর্পোরেশনের আওতাধীন 'সুনামগঞ্জ জেলার দিরাই উপজেলায় মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র স্থাপন' প্রকল্প এবং টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDG) ১৪ এর লক্ষ্যমাত্রা-১৪.৭ অর্জনের লক্ষ্যে 'কক্সবাজার জেলায় শুটকী প্রক্রিয়াকরণ শিল্প স্থাপন' প্রকল্পের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এছাড়াও 'দ্বি-চ্যানেলবিশিষ্ট স্লিপওয়েসহ পূর্ণাঙ্গ ডকইয়ার্ড নির্মাণ'; এবং 'কাপ্তাই লেকে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি ও ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন' শীর্ষক প্রস্তাবিত প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাই কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। জাইকার সহযোগিতায় প্রস্তাবিত 'Improvement of Bangladesh Fisheries Development Corporation Fish Landing Center, Cox's Bazar' শীর্ষক প্রকল্পের Preparatory Survey কার্যক্রম চলমান রয়েছে। উল্লিখিত প্রকল্পসমূহ গৃহীত এবং বাস্তবায়িত হলে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDG) সংক্রান্ত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সহায়ক হবে।

১২. অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির বিবরণ:

কর্পোরেশনে ২০২২-২৩ অর্থবছরে কৃষি ও পরিবেশ অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক নতুন সংযোজিত ১৭টি আপত্তিসহ মোট অনিষ্পন্ন আপত্তি ছিল ২৬২টি এবং উক্ত অর্থবছরে ৫টি অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি করা হয়। বর্তমানে অবশিষ্ট ২৫৭টি অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির জোরালো প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে।

১৩. মানব সম্পদ উন্নয়নে গৃহীত পদক্ষেপ:

মানব সম্পদ উন্নয়নের জন্য কর্পোরেশনের কর্মকর্তা/কর্মচারিদের নিয়মিত দেশী ও বিদেশী প্রশিক্ষণ প্রদান কার্যক্রম অব্যাহত আছে। এছাড়া ২০২২-২৩ অর্থবছরে ১১৯ জন কর্মকর্তা-কর্মচারিকে অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

১৪. তথ্য অধিকার আইনের আওতায় গৃহীত কার্যক্রম:

বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশনের জনবল নিয়োগে প্রকৌশলী পদের একজন চাকরি প্রার্থী তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ অনুযায়ী তথ্য চেয়ে আবেদন করেন। উক্ত আইন অনুযায়ী তাকে যথাসময়ে তথ্য প্রদান করা হয়। বর্তমানে তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ অনুযায়ী যে কেউ তথ্য চেয়ে আবেদন করলে নিয়মানুযায়ী তাকে তথ্য প্রদান করা হয়।

১৫. ইনোভেশন সংক্রান্ত কার্যক্রম:

কর্মকর্তা/কর্মচারিদেরকে অভ্যন্তরীণ ও বহি:স্থ প্রতিষ্ঠান হতে ইনোভেশন বিষয়ক কার্যক্রম বাস্তবায়ন, উন্নত নাগরিক সেবা প্রদানের লক্ষ্যে নতুন নতুন ধারণা বাস্তবায়ন এবং বিদ্যমান সেবা সহজিকরণের লক্ষ্যে কর্মসূচি গ্রহণ করা হচ্ছে। বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশনের ই-গভর্নেন্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২২-২৩ এর নির্দেশনা অনুযায়ী 'কাপ্তাই হ্রদের বিলুপ্ত প্রজাতির মাছের রেণু উৎপাদনপূর্বক পোনা অভয়াশ্রমে অবমুক্তকরণ' নামক উদ্ভাবনী ধারনা বাস্তবায়ন করা হয়।

কাপ্তাই হ্রদে একসময় সাদা ঘনিয়া, সরপুটি, কৈ, চিতল ও পাঙ্গাস মাছে ভরপুর ছিল। কিন্তু অতি আহরণ,প্রজনন ও বিচরণক্ষেত্র বিনষ্ট এবং অনুকূল পরিবেশ নষ্ট হওয়ায় এই প্রজাতিগুলো বিলুপ্তির পথে। বিএফডিসি'র নিজস্ব হ্যাচারিতে উক্ত প্রজাতির রেণু উৎপাদন করে নার্সারিতে প্রতিপালনপূর্বক পোনা মাছগুলো অভয়াশ্রমে অনুকূল পরিবেশে অবমুক্ত করা হয়।

১৬. আইসিটি/ডিজিটালাইজেশন কার্যক্রম:

বাংলাদেশকে ডিজিটাল বাংলাদেশে রূপান্তরের লক্ষ্যে কর্পোরেশনের একটি ওয়েবসাইট www.bfdc.gov.bd সকল তথ্যাদি প্রকাশ করা হয়। এছাড়া ডি-নথির মাধ্যমে প্রায় ১০০% দাপ্তরিক চিঠি-পত্রাদি নিস্পন্ন করা হয়। ই-জিপির মাধ্যমে প্রায় ৬০% দাপ্তরিক ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন করা হচ্ছে। ঢাকা শহরে অনলাইনে (www.bfdconlinefish.com) মাছ বিক্রির কার্যক্রম চলমান আছে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে নাগরিক সেবা প্রদান করা হয়। সিসি ক্যামেরা স্থাপনের মাধ্যমে প্রধান কার্যালয়সহ বহি:স্থ ইউনিটসমূহের কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা হচ্ছে। কর্পোরেশনের প্রধান কার্যালয়সহ বহি:স্থ ইউনিটের প্রায় ৮০% কর্মকর্তাদের ব্যক্তিগত সরকারি ই-মেইল আইডি চালু আছে। কর্পোরেশনের জাতীয় শুদ্ধাচার কর্মকৌশল, সিটিজেন চার্টারসহ বিভিন্ন প্রকল্পের কার্যাবলী অনলাইনে নিয়মিত প্রকাশ করা হচ্ছে। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় হতে বাস্তবায়নাধীন "মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতে ই-সেবা কার্যক্রম চালুকরণ" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশনের সকল সার্ভিস অটোমেশনের জন্য আইসিটি বিভাগ ও এটুআই এর কারিগরী সহায়তায় Software তৈরি করা হয়েছে।

১৭. স্মার্ট বাংলাদেশ-২০৪১ বাস্তবায়নে গৃহীত কার্যক্রম:

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এর স্মার্ট বাংলাদেশ-২০৪১ বিনির্মাণ ঘোষণার সাথে বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন একাত্মতা পোষণ করে দেশের মৎস্য ও মৎস্য শিল্পের উন্নয়নে প্রতিষ্ঠানটি নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় স্মার্ট বাংলাদেশ-২০৪১ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে স্মার্ট মৎস্যজীবী, স্মার্ট মৎস্য বাজার ব্যবস্থাপনা এবং রেডি টু কুক ফিশ, রেডি টু ইট ফিশ প্রস্তুত করার নিমিত্ত স্মার্ট মৎস্য প্রক্রিয়াকরণ কারখানা স্থাপন করা হবে। স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার কার্যক্রম তরান্বিত করার লক্ষ্যে কর্পোরেশন কর্তৃক নিম্নরূপ কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে:

- একনেক এর ১৮ আগস্ট ২০২০ তারিখের সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গভীর সমুদ্রে টুনা ও সমজাতীয় পেলাজিক মাছ আহরণে ডীপ সী ফিশিং ট্রলার ক্রয় এবং আহরিত মাছ সংরক্ষণ, বিপণন ও বাজারজাতকরণের লক্ষ্যে চট্টগ্রাম মৎস্য বন্দরে ফিশ প্রসেসিং ফ্যাক্টরি স্থাপনের নিমিত্ত "গভীর সমুদ্রে মৎস্য আহরণে সক্ষমতা অর্জন, সংরক্ষণ ও বিপণন এবং বেসরকারি বিনিয়োগ উৎসাহিতকরণ" শীর্ষক একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হচ্ছে। উক্ত প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের কাজ চলমান রয়েছে;

- কাপ্তাই লেকে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি ও ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন;
- বাগেরহাট জেলার মোংলা কেন্দ্রে দ্বি-চ্যানেলবিশিষ্ট স্লিপওয়েসহ পূর্ণাঙ্গ ডকইয়ার্ড নির্মাণ;
- জাইকার অর্থায়নে কর্পোরেশনের কক্সবাজার মৎস্য অবতরণ কেন্দ্রের আধুনিকায়ন;
- দেশের সকল জেলায় স্বাস্থ্যসম্মত মৎস্য অবতরণ ও প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র স্থাপন;
- উপকূলীয় এলাকার সুবিধাজনক স্থানে সামুদ্রিক মৎস্যট্রলার নির্মাণ ও মেরামতের জন্য ডকইয়ার্ড এবং বার্থিং এর জন্য টি-হেড জেটি স্থাপন করা;
- বিএফডিসি'র বিদ্যমান কারখানাসমূহের ইন্ডাস্ট্রিয়াল অটোমেশন, ইন্টারনেট অব থিংস (IoT), বিগ ডাটা এ্যানালাইসিস ইত্যাদি ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে স্মার্ট উপায়ে সেবা প্রদান করা হবে।

১৮. জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল চর্চার বিবরণ:

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের ০৮ জুন ২০২৩ তারিখের ৩৫৬ সংখ্যক স্মারক মূলে "শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান (সংশোধন), নীতিমালা, ২০২১" এর ৩.২ অনুচ্ছেদের নির্দেশনা অনুযায়ী জনাব কাজী আশরাফ উদ্দিন, চেয়ারম্যান (গ্রেড-১), বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন-কে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান করা হয়। তিনি ০১ মাসের মূল বেতনের সমপরিমাণ অর্থ ও মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ-এর নির্ধারিত ফরম্যাটে একটি সার্টিফিকেট এবং একটি ক্রেস্ট প্রাপ্ত হন।

২০২২-২৩ অর্থবছরে প্রণীত জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল, পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি কাঠামো অনুযায়ী কর্পোরেশনের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কার্যক্রম ৯৭ ভাগ বাস্তবায়ন করা হয়। এছাড়া গত ২৩ মে ২০২৩ তারিখ কর্পোরেশনের প্রধান কার্যালয় ও বহি:স্থ ইউনিটসমূহের ২০২৩-২৪ অর্থবছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল, পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি কাঠামো প্রণয়ন করা হয়েছে। এ কাঠামোর আওতায় কর্পোরেশনের কর্মকর্তা/কর্মচারিদেরকে অভ্যন্তরীণ ও বহি:স্থ প্রতিষ্ঠান হতে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন, উন্নত নাগরিক সেবা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা নিশ্চিতকরণে সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদানসহ অন্যান্য কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।

১৯. অভিযোগ/অসন্তুষ্টি নিষ্পত্তির ব্যবস্থা:

কর্পোরেশনের প্রধান কার্যালয়সহ বিভিন্ন ইউনিটের সম্মুখে অভিযোগ বাক্স স্থাপন করা আছে। এছাড়া কর্পোরেশনের ওয়েবসাইটে (www.bfdc.gov.bd) অনলাইনে অভিযোগ দাখিলের ব্যবস্থা আছে। এতে প্রাপ্ত অভিযোগসমূহ নিয়মিত যাচাই-বাছাই পূর্বক প্রতিকারের যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

২০. উপসংহার:

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনায় বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন দেশে মৎস্য উৎপাদন, আহরণ, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ, বিপণন কার্যক্রম যথাযথভাবে পালন করতে সক্ষম হয়েছে। বিএফডিসি বর্তমানে লাভজনক অবস্থায় রয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষিত ২০৪১ সালের মধ্যে স্মার্ট বাংলাদেশ রূপান্তরের লক্ষ্যে বিএফডিসি দেশের মৎস্য ও মৎস্য খাতের উন্নয়নের নিমিত্ত যুগোপযোগী প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে জনসাধারণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, দেশের প্রাণিজ আমিষের চাহিদাপূরণসহ কর্পোরেশন আয় ও কর্মপরিধি সম্প্রসারণে সক্ষম হবে।

মেরিন ফিশারিজ একাডেমি
www.mfacademy.gov.bd

১. ভূমিকা:

১৯৭১ সালের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের পর যুদ্ধ-বিধ্বস্ত দেশ পুনর্গঠন পর্যায়ে বঙ্গোপসাগরের চট্টগ্রাম বন্দর চ্যানেলে নিমজ্জিত-অর্ধনিমজ্জিত জাহাজ এবং বিপদজনক বিস্ফোরক/মাইন ইত্যাদি অপসারণপূর্বক চট্টগ্রাম বন্দরকে ব্যবহার উপযোগী করার জন্য তদানীন্তন বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক রাশিয়ান বিশেষজ্ঞদের নিয়োগ করা হয়েছিল। উক্ত বিশেষজ্ঞগণ তাদের কার্যসম্পাদন করতে গিয়ে বঙ্গোপসাগরে বিপুল মৎস্যসম্পদের বিচরণ প্রত্যক্ষ করেন এবং তাহা আহরণের ব্যাপক সম্ভাবনা বাংলাদেশ সরকারের নিকট তুলে ধরেন। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৭৩ সনে রাশিয়ান সরকার বাংলাদেশ সরকারকে বঙ্গোপসাগরের মৎস্য সম্পদ আহরণের নিমিত্তে অফিসার, নাবিক এবং বিশেষজ্ঞসহ ১০টি মৎস্য শিকারি জাহাজ (ট্রলার) প্রদান করেন। ভবিষ্যতে দেশীয় প্রশিক্ষিত জনবল দ্বারা উক্ত ট্রলারসমূহ পরিচালনা করা এবং ব্যাপক হারে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে বঙ্গোপসাগরের মৎস্যসম্পদ আহরণের মাধ্যমে দেশের জনসাধারণের প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণের উদ্দেশ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সরকারের দুরদর্শীতায় ১৯৭৩ সনে রাশিয়ান সরকারের কারিগরী সহযোগীতায় 'মেরিন ফিশারিজ একাডেমি' প্রতিষ্ঠা করা হয়। একাডেমিতে বর্তমানে নটিক্যাল স্টাডিজ বিভাগ, মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ এবং মেরিন ফিশারিজ বিভাগ এ ৩টি বিষয়ে প্রি-সী ট্রেনিং/বিএসসি (অনার্স) পর্যায়ের শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হয়। ২০১৮ সালে অত্র একাডেমিকে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় কর্তৃক অন্যতম মেরিটাইম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করা হয় এবং একাডেমির নটিক্যাল স্টাডিজ ও মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের ক্যাডেটগণ নৌবাণিজ্যিক জাহাজে কর্মসংস্থানের জন্য নৌপরিবহন অধিদপ্তর হতে প্রয়োজনীয় Seaman Book/CDC (Continuous Discharge Certificate) প্রাপ্ত হচ্ছে।

২. রূপকল্প (Vision):

মেরিটাইম সেক্টরে পেশাভিত্তিক প্রশিক্ষণ/শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে মানবসম্পদ উন্নয়ন।

৩. অভিলক্ষ্য (Mission):

আপামর জনসাধারণের প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণ, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের মাধ্যমে দেশের অর্থনীতিকে সমৃদ্ধকরণ এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন।

৪. লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য (Aims and Objectives):

১. গভীর সমুদ্রগামী মৎস্য আহরণকারী জাহাজ/ট্রলার ও নৌ বাণিজ্যিক জাহাজ চালানো, জাহাজের ইঞ্জিন অপারেশন, জাহাজ নির্মাণ ও মেরামত শিল্প, মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও মাননিয়ন্ত্রণ শিল্প ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সেক্টরের জন্য দক্ষ জনশক্তি তৈরির উদ্দেশ্যে প্রি-সী ট্রেনিং ও স্নাতক সম্মান পর্যায়ের শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করা।

২. সমুদ্রে মৌলিক নিরাপত্তা (Basic Safety) কোর্সসহ অন্যান্য আবশ্যকীয় বিষয়ে নৌ-কর্মকর্তা ও নাবিকদের এনসিলিয়ারি শর্ট কোর্স প্রদান করা।

৩. সমুদ্রগামী মৎস্য আহরণকারী জাহাজ/ট্রলার নৌ বাণিজ্যিক জাহাজ এ নিয়োজিত অফিসারদের সার্টিফিকেট অব কম্পিটেন্সী পরীক্ষার প্রস্তুতির নিমিত্তে রিফ্রেশার্স কোর্স পরিচালনা করা।

৫. প্রধান কার্যাবলি (Main Functions):

১. প্রতি শিক্ষাবর্ষে ব্যাচ ভিত্তিতে নটিক্যাল স্টাডিজ বিভাগে ৪০জন, মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে ৪০ জন এবং মেরিন ফিশারিজ বিভাগে ৩০জন দেশীয় শিক্ষার্থী ক্যাডেট ভর্তি করা।

২. নৌপরিবহন অধিদপ্তর কর্তৃক অনুমোদিত STCW 2010 international convention অনুসরণক্রমে প্রণীত সিলেবাস অনুযায়ী নটিক্যাল স্টাডিজ ও মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে ২(দুই) বছর মেয়াদী প্রি-সী ট্রেনিং কোর্স এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেরিটাইম ইউনিভার্সিটি কর্তৃক অনুমোদিত সিলেবাস অনুযায়ী ৪ বছর মেয়াদি বিএসসি (অনার্স) ইন নটিক্যাল সায়েন্স, বিএসসি ইন মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং এবং বিএসসি (অনার্স) ইন মেরিন ফিশারিজ কোর্স পরিচালনা করা।

৩. সেমিস্টার পদ্ধতিতে পরীক্ষা গ্রহণ ও ফলাফল প্রকাশ করা ইত্যাদি।

৬. সাংগঠনিক কাঠামো:

ক্রমিক নং	অনুমোদিত পদের নাম	বেতন গ্রেড	পদের সংখ্যা	পূরণকৃত পদ
ক.	অধ্যক্ষ	৪	১	প্রেষণে-১
খ.	উর্ধ্বতন ইন্সট্রাক্টর	৫	২	নিয়মিত-১, প্রেষণে-১
গ.	ইন্সট্রাক্টর	৬	৫	নিয়মিত-৩, প্রেষণে-১
ঘ.	জুনিয়র ইন্সট্রাক্টর	৯	৫	নিয়মিত-২, প্রেষণে-১
ঙ.	মেডিকেল অফিসার কাম ইন্সট্রাক্টর	৯	১	প্রেষণে-১
চ.	এডুকেশন অফিসার	৯	২	নিয়মিত-১
ছ.	ফিজিক্যালট্রেনিং ইন্সট্রাক্টর	১০	১	প্রেষণে-১
জ.	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	১১	১	নিয়মিত-১
ঝ.	ফোরম্যান (মেকানিক্যাল)	১১	১	নিয়মিত-১
ঞ.	অন্যান্য কর্মচারী	১৩-২০	৪৪	নিয়মিত-৩৭, আউটসোর্সিং-৩১
	মোট:	-	৬৩	নিয়মিত-৪৪, প্রেষণ-৬, আউটসোর্সিং-৩১

* উল্লেখ্য যে, অত্র একাডেমির অধীনে রাজস্বখাতে ২৫ ক্যাটাগরির ৩১(একত্রিশ)টি পদ সৃজনের প্রস্তাব জনপ্রশাসন মন্ত্রনালয় এবং অর্থবিভাগের অনুমোদনের পর বর্তমানে মন্ত্রী পরিষদ বিভাগে প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটির বিবেচনাধীন আছে।

৭. ২০২২-২৩ অর্থবছরে অর্জিত সাফল্যসমূহ:

৭.১ প্রতিষ্ঠানের স্বাভাবিক কার্যক্রমের বর্ণনা:

	প্রশিক্ষণ/শিক্ষা কার্যক্রম	সংখ্যা
০১.	৪১তম ব্যাচের ৪র্থ বর্ষ ১ম সেমিস্টার কোর্স সমাপ্ত এবং ২য় সেমিস্টার কোর্স চলমান।	১৭
০২.	৪২তম ব্যাচের ১ম বর্ষ, ২য় সেমিষ্টার এবং ২য় বর্ষ ১ম সেমিস্টার কোর্স সমাপ্ত।	১৩৯
০৩.	৪৩তম ব্যাচের ১ম বর্ষ ১ম সেমিষ্টার কোর্স সমাপ্ত।	১০৭
০৪.	Pre-sea Training Special Course (Nautical) for Ex-cadet (27th to 35th Batch)	৮২ জন
০৫.	Pre-sea Training Special Course (Engineering) for Ex-cadet (27th to 35th Batch)	৬৯ জন

Pre-sea Training Special Course এর প্রশিক্ষণ ক্লাশ

৭.২ বাজেট বাস্তবায়ন:

ধরণ	বরাদ্দ	ব্যয়	হার (%)
রাজস্ব বাজেট	১০.৮৯ কোটি	১০.২২ কোটি	৯৪%
উন্নয়ন বাজেট	০	০	০

৭.৩ রাজস্ব আয়:

ধরণ	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	হার (%)
নন-ট্যাক্স রেভিনিউ আয়	৬৫.০০ লক্ষ টাকা	৩৬.৫০ লক্ষ টাকা	৫৬%

৮. বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির (APA) বাস্তবায়ন অগ্রগতি:

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সাথে মেরিন ফিশারিজ একাডেমির ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি Annual Performance Agreement (APA) ১০০% বাস্তবায়িত হয়েছে। ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি যথাসময়ে দাখিল করা হয়েছে যা বাস্তবায়ন কাজ চলমান আছে।

৯. SDG অর্জনের অগ্রগতি:

SDG লক্ষ্যমাত্রার ক্রমিক নং-১৪ 'Conserve and sustainable use the oceans, seas and marine resources for sustainable development' এর বাস্তবায়নে মেরিন ফিশারিজ একাডেমির সম্পৃক্ততা রয়েছে। বাংলাদেশ একটি সমুদ্র উপকূলীয় দেশ যার সুদীর্ঘ ৭১০ কিলোমিটার উপকূল লাইন এবং ১,১৮,৮১৩ বর্গ কি.মি. একান্ত অর্থনৈতিক এলাকা আছে। ফলে সুনীল অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের টেকসই অনুশীলনের জন্য বাংলাদেশ অত্যন্ত সম্ভাবনাময় অবস্থানে রয়েছে। বাংলাদেশে সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ অনুসন্ধান, আহরণ ও টেকসই ব্যবহারের সাথে দেশের খাদ্য নিরাপত্তার বিষয়টি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। মেরিন ফিশারিজ একাডেমি একমাত্র জাতীয় পেশাভিত্তিক মেরিটাইম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যেখানে সমুদ্র সম্পদ ব্যবস্থাপনা, আহরণ, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ, মাননিয়ন্ত্রণ, টেকসই ব্যবহার, নৌবাণিজ্য ইত্যাদি বিষয়ে প্রি-সী ট্রেনিং/স্নাতক (সম্মান) পর্যায়ের শিক্ষা কোর্স পরিচালনার মাধ্যমে দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি করা হয়।

১০. অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির বিবরণ:

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে এ একাডেমির অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির বিবরণ নিম্নের সারণীতে প্রদান করা হলো। উল্লেখ্য যে, এ প্রতিষ্ঠানের অডিট আপত্তিতে বড় ধরনের কোন দুর্নীতি, আত্মসাৎ, জালিয়াতি, ইত্যাদি নেই।

ক্রমপুঞ্জিত অডিট আপত্তির সংখ্যা	জড়িত টাকা	নিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তির সংখ্যা	জড়িত টাকা	অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তির সংখ্যা	জড়িত টাকা
১০	৩.৩৭৪৭ কোটি	২	০.০১৯০ কোটি	৮	৩.৩৫৫৭ কোটি

১১. মানব সম্পদ উন্নয়নে গৃহীত পদক্ষেপ:

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে মেরিন ফিশারিজ একাডেমিতে নিম্নের সারণী অনুযায়ী কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ দেশে/বিদেশে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণ করেছেন:

ধরণ	প্রশিক্ষণ কোর্সের সংখ্যা	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
দেশের অভ্যন্তরে প্রশিক্ষণ	১৫	২২
বৈদেশিক প্রশিক্ষণ	১ (পিএইচডি)	১

১২. তথ্য অধিকার আইনের আওতায় গৃহীত কার্যক্রম:

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর আওতায় অত্র দপ্তরের নিম্নবর্ণিত ২জন কর্মকর্তা-কে যথাক্রমে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এবং আপিল কর্তৃপক্ষ মনোনীত করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, উক্ত আইনের আওতায় এ যাবৎ কোন সেবা প্রার্থী পাওয়া যায়নি। তাছাড়া অত্র প্রতিষ্ঠান মূলত একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হওয়ায় এখানে উক্ত আইনের ব্যবহারিক ক্ষেত্র খুবই সীমিত।

দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা:

নাম	পদবী	ঠিকানা	মোবাইল/ই-মেইল নম্বর
সেলিনা সুলতানা	ইন্সট্রাক্টর (ফিস প্রসেসিং)	মেরিন ফিশারিজ একাডেমি ফিশ হারবার, কর্ণফুলী, চট্টগ্রাম	০১৭১৫৯২১৬৫৯ Sultanamfa1995@gmail.com

আপিল কর্তৃপক্ষ:

নাম	পদবী	ঠিকানা	মোবাইল/ই-মেইল নম্বর
মোহাম্মদ ওয়াসিম মকসুদ ক্যাপ্টেন, বিএন	অধ্যক্ষ	মেরিন ফিশারিজ একাডেমি ফিশ হারবার, কর্ণফুলী, চট্টগ্রাম	০১৭৪৭৮২১৮৩৩ principalmfa@yahoo.com

১৩. ইনোভেশন/সেবাসহজিকরণ কার্যক্রম:

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে একাডেমিতে প্রশিক্ষণরত ক্যাডেটগণ কর্তৃক বিভিন্ন কিস্তিতে জমাকৃত অর্থের হিসাবে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে Online Banking System for MFA Cadets শীর্ষক অটোমেশন হিসাব পদ্ধতি উদ্ভাবন করা হয়েছে এবং বর্তমানে ইহার ব্যবহার চলমান আছে। ইহার ফলে ক্যাডেটদের অভিভাবকগণ দেশের যে কোন প্রান্ত থেকে তাদের পোষ্যদের অনুকূলে দেয় টাকা অনায়াসে জমা করতে পারছে এবং ক্যাডেটগণও তাদের টাকা জমার বিষয়ে সহজে অবগত হতে পারছে।

১৪. আইসিটি/ডিজিটালাইজেশন কার্যক্রম:

একাডেমিতে প্রশিক্ষণার্থী ক্যাডেট ভর্তি সংক্রান্ত কার্যক্রম, ক্যাডেটগণ কর্তৃক জমাকৃত অর্থের হিসাব ও ব্যয় ব্যবস্থাপনা এবং সকল প্রকার দাপ্তরিক কাজে আইসিটি'র ব্যবহার নিশ্চিত করা হয়েছে। দাপ্তরিক কাজের প্রায় ৯০% ই-নথির মাধ্যমে সম্পাদন করা হচ্ছে এবং সরকারি সকল প্রকার ক্রয় ই-জিপি প্রক্রিয়ায় সম্পাদন করা হচ্ছে। সরকারি সম্পদের সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণকল্পে একাডেমির সম্পূর্ণ ক্যাম্পাস সিসিটিভি ক্যামেরার আওতায় আনা হয়েছে।

১৫. স্মার্ট বাংলাদেশ-২০৪১ বাস্তবায়নে গৃহীত কার্যক্রম:

আন্তর্জাতিক মানের দক্ষ জনসম্পদ তৈরির মাধ্যমে মেরিন ফিশারিজ একাডেমি বর্তমান সরকারের স্মার্ট বাংলাদেশ ২০৪১ রূপকল্প বাস্তবায়নে অনন্য ভূমিকা রাখবে।

১৬. জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল চর্চার বিবরণ:

২০২২-২৩ অর্থবছরে এ একাডেমি মন্ত্রীপরিষদ বিভাগ এর নির্দেশিকা অনুযায়ী জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও যথাযথ বাস্তবায়ন করেছে। এতদসংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রমাণকসহ যথাসময়ে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

একাডেমির অধ্যক্ষ ক্যাপ্টেন মোহাম্মদ ওয়াসিম মকসুদ, (জি), বিসিজিএম, পিএসসি, বিএন এর নিকট থেকে ২০২২-২৩ অর্থবছরের জাতীয় শুদ্ধাচার পুরস্কার গ্রহণ করছেন লেঃ কমান্ডার আক্তারুজ্জামান, (ই), বিএন, ইন্সট্রাক্টর (নেভাল আর্কিটেক্ট)।

একাডেমির অধ্যক্ষ ক্যাপ্টেন মোহাম্মদ ওয়াসিম মকসুদ, (জি), বিসিজিএম, পিএসসি, বিএন এর নিকট থেকে ২০২২-২৩ অর্থবছরের জাতীয় শুদ্ধাচার পুরস্কার গ্রহণ করছেন ডাঃ ফারহানা রহমান, মেডিকেল অফিসার কাম ইন্সট্রাক্টর।

একাডেমির অধ্যক্ষ ক্যাপ্টেন মোহাম্মদ ওয়াসিম মকসুদ, (জি), বিসিজিএম, পিএসসি, বিএন এর নিকট থেকে ২০২২-২৩ অর্থবছরের জাতীয় শুদ্ধাচার পুরস্কার গ্রহণ করছেন সুজন চক্রবর্তী, ল্যাবরেটরি এ্যাসিসটেন্ট।

একাডেমির অধ্যক্ষ ক্যাপ্টেন মোহাম্মদ ওয়াসিম মকসুদ, (জি), বিসিজিএম, পিএসসি, বিএন এর নিকট থেকে ২০২২-২৩ অর্থবছরের জাতীয় শুদ্ধাচার পুরস্কার গ্রহণ করছেন মোঃ গোলাম সোবহান, মালী।

১৭. গভর্নিং বডির সভা:

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে মেরিন ফিশারিজ একাডেমির ২টি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সচিব ড. নাহিদ রশীদ। সভায় চট্রগ্রাম এর বিভাগীয় কমিশনার মৎস্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক, অর্থ মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব, চট্রগ্রাম বিশ্ব বিদ্যালয়ের মেরিন সায়েন্স ইনস্টিটিউট এর পরিচালক চট্রগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের সদস্যসহ অন্যান্য সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

২৮ নভেম্বর ২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত গভর্নিং বডির সভায় উপস্থিতি

১৮. অভিযোগ/অসন্তুষ্টি নিষ্পত্তির ব্যবস্থা:

অভিযোগ এবং সেবার মান সম্পর্কে মতামত প্রদানের জন্য এ দপ্তরের প্রশাসনিক ভবনের নীচতলায় অভিযোগ বক্স স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও অনলাইনে অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তির সুবিধার্থে একাডেমির ওয়েবসাইটে GRS সেবা বক্স স্থাপন করা হয়েছে। তবে ২০২২-২৩ অর্থবছরে এ দপ্তরে অনলাইনে কিংবা অফলাইনে কোন অভিযোগ পাওয়া যায়নি।

১৯. উপসংহার:

মেরিন ফিশারিজ একাডেমি-সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ, সংরক্ষণ, মাননিয়ন্ত্রণ এবং নৌ-বাণিজ্যিক সেক্টরের জন্য দক্ষ জনশক্তি উৎপাদনকারী দেশের অন্যতম পেশাভিত্তিক মেরিটাইম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এ একাডেমি হতে উত্তীর্ণ ক্যাডেটগণ একদিকে দেশের অভ্যন্তরে গভীর সমুদ্রগামী ফিশিং জাহাজ (ট্রলার), জাহাজ নির্মাণ ও মেরামতকারী প্রতিষ্ঠান, মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও মাননিয়ন্ত্রণ শিল্প ইত্যাদি সেক্টরে কর্মসংস্থানের মাধ্যমে দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন এবং আপামর জনসাধারণের প্রাণিজ আমিষের চাহিদাপূরণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। অন্যদিকে ক্যাডেটগণ দক্ষতার সাথে নৌ-বাণিজ্যিক জাহাজ, জাহাজ নির্মাণ ও মেরামতকারী প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি সেক্টরে বহিঃবিশ্বের বিভিন্ন দেশে কর্মসংস্থানের মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে রেমিটেন্স বৃদ্ধির মাধ্যমে জাতীয় অর্থনীতিকে সমৃদ্ধকরণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিল
www. bvc-bd.org

১.ভূমিকা:

ভেটেরিনারি শিক্ষা, পেশা ও সেবার মান নিয়ন্ত্রণের জন্য বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিল একটি সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান (Statutory Body)। ইহা দি বাংলাদেশ ভেটেরিনারি প্র্যাকটিশনার্স অধ্যাদেশ-১৯৮২ (১৯৮৬ সালের ১নং আইন) এর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়। এ পেশাকে আধুনিক ও আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করার লক্ষ্যে বিগত ১০ জুলাই, ২০১৯ তারিখে বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিল আইন-২০১৯ জারি করা হয়। গুণগত মান সম্পন্ন ভেটেরিনারি পেশা এবং শিক্ষা নিশ্চিত করাসহ জনস্বার্থে ইহাকে প্রয়োগ করা ও প্রাণিচিকিৎসকদের আইনগত অধিকার সুরক্ষিত করা এ প্রতিষ্ঠানের প্রধান লক্ষ্য। অত্র প্রতিষ্ঠানের রেজিস্টার্ড ভেটেরিনারিয়ানগণ প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা প্রতিষ্ঠান, বাংলাদেশ আর্মি, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, সিটি কর্পোরেশন, বন বিভাগ, ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর, পুলিশ, বিজিবি, পোল্ট্রি সেক্টর, ডেইরী সেক্টর, এনজিও, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকসহ দেশে ও বিদেশে নানাবিধ পেশাগত কাজে কর্মরত আছেন। কর্মরত ভেটেরিনারিয়ানদের পাশাপাশি অবসরপ্রাপ্ত ও নবীন ভেটেরিনারিয়ান প্রাইভেট প্র্যাকটিস-এর মাধ্যমে তৃণমূল পর্যায়ে প্রাণিজ প্রোটিন উৎপাদন, প্রাণীর স্বাস্থ্য রক্ষা, রোগ নিয়ন্ত্রণ, জনস্বাস্থ্যের উন্নয়নসহ সকল প্রকার ভেটেরিনারি সার্ভিস প্রদান করছেন; যা নিরাপদ প্রাণীজ আমিষ উৎপাদন, দারিদ্র বিমোচন ও নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিতকরণসহ দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ভূমিকা রাখছে।

২. রূপকল্প (Vision):

মানসম্মত প্রাণিস্বাস্থ্য সেবা প্রদানের মাধ্যমে নিরাপদ প্রাণিজ প্রোটিন উৎপাদন, প্রাণীর স্বাস্থ্য সংরক্ষণ, রোগদমন ও জনস্বাস্থ্য নিশ্চিত করা।

৩. অভিলক্ষ্য (Mission):

ভেটেরিনারি শিক্ষা, পেশা ও সেবার মান নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে পেশাজীবিদের সক্ষমতাকে সময়োপযোগী রাখা।

৪. লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য (Aim & Objectives):

- পেশাজীবিদের দক্ষতার মান বজায় রাখা;
- গুণগত মানসম্মত প্রাণিস্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করা;
- নিরাপদ প্রাণিজাত প্রোটিন উৎপাদনে সহায়তা করা;
- ভেটেরিনারি শিক্ষার মান বজায় রাখা;

- পেশাগত শৃংখলা রক্ষা করা;
- ইথিক্যাল মানদণ্ড বজায় রাখা ও প্রাণিকল্যাণ সাধন করা ।

৫. প্রধান কার্যাবলী (Main Functions):

- ভেটেরিনারি প্র্যাকটিশনার এবং প্যারাভেটদের নিবন্ধন ও সনদ প্রদান, নিয়ন্ত্রণ এবং তাদের আইনগত অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা সংরক্ষণ;
- ভেটেরিনারি শিক্ষা, পেশা ও সেবার মান নিয়ন্ত্রণ, উন্নয়ণ, সম্প্রসারণ এবং ক্ষেত্রমত এতদবিষয়ে গবেষণা পরিচালনা;
- ভেটেরিনারি প্র্যাকটিশনারদের পেশাগত নৈতিকতা সম্পর্কিত নীতিমালা প্রণয়ন, তদারকি, বাস্তবায়ন ইত্যাদি;
- ভেটেরিনারি শিক্ষার কোর্সে ভর্তির নির্দেশিকা ও শর্তাদি নির্ধারণ; কারিকুলাম প্রণয়ন, ডিগ্রির মান উন্নয়ন, ইন্টার্নশিপ নীতিমালা প্রণয়ন;
- ভেটেরিনারি শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য স্বীকৃতি প্রদান, বিদেশি ডিগ্রি বা ডিপ্লোমার সমতা মূল্যায়ন;
- ভেটেরিনারি প্র্যাকটিশনারদের দক্ষতা বৃদ্ধি, বিশেষায়িত জ্ঞানের সুযোগ সৃষ্টি বা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ;
- পেশা বহির্ভূত বা অবৈধ কাজে লিপ্ত ভেটেরিনারি প্র্যাকটিশনার ও প্যারাভেটদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ ।

৬. সাংগঠনিক কাঠামো:

বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিলের অর্গানোগ্রাম

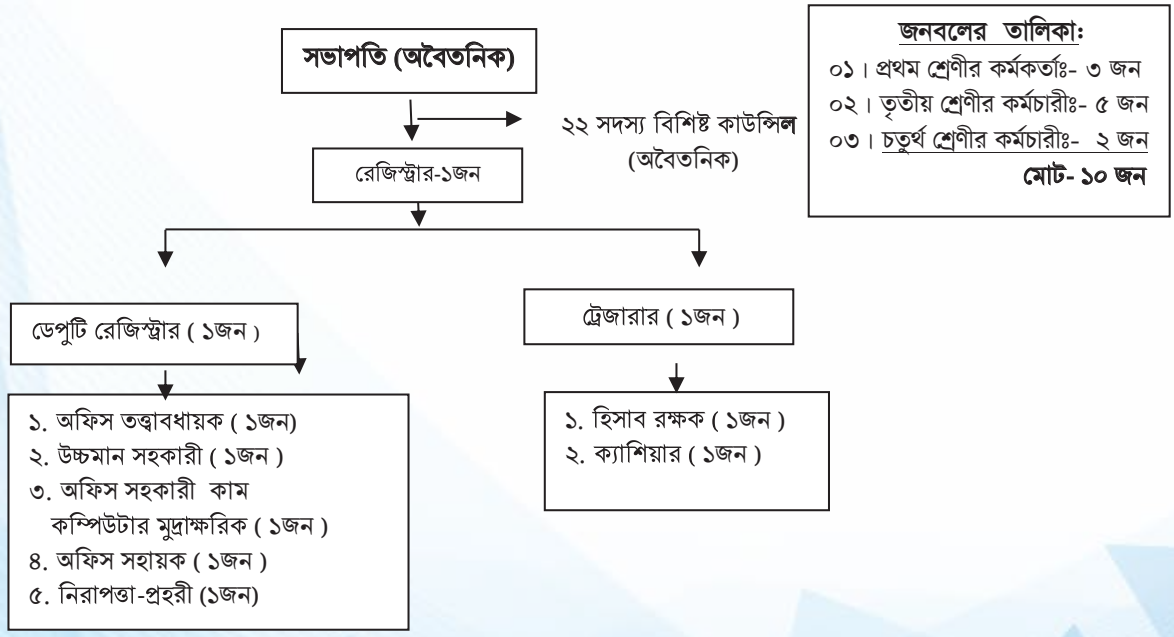

৭. ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে অর্জিত সাফল্যসমূহ:

ক. ভেটেরিনারি প্র্যাকটিশনার্স রেজিস্ট্রেশন (ভিপিআর) প্রদান:

প্রাণিচিকিৎসকগণ রেজিস্ট্রেশন ব্যতিরেকে নামের আগে 'ডা:' উপাধি ব্যবহার বা কোন প্রকার পেশাগত কাজ বা পেশা সংশ্লিষ্ট কোন চাকুরিতে প্রবেশ করতে পারেন না। তাই ভেটেরিনারি সেবা প্রদানের উদ্দেশ্যে ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে মোট ৭১৩ জনকে ভেটেরিনারি প্র্যাকটিশনার্স রেজিস্ট্রেশন প্রদান করা হয়েছে।

খ. প্র্যাকটিশনার্স আইডি কার্ড (পি আই সি) প্রদান:

তৃণমূল পর্যায়ের খামারীরা যাতে প্রতারিত না হোন এবং সঠিক প্রাণিচিকিৎসকের নিকট থেকে মান সম্মত ভেটেরিনারি সেবা পান সে লক্ষ্যে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে মোট ৭৪৪ জন পেশাজীবীকে পরিচয় পত্র প্রদান করা হয়েছে।

পরিচয় পত্র

গ. ভেটেরিনারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (ভি ই আই) পরিদর্শন:

কাউন্সিলের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধি দল/কর্মকর্তা বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শনপূর্বক সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে ভেটেরিনারি শিক্ষার ভৌত অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা, লাইব্রেরি, ল্যাবরেটরি, খামার ও টিচিং ভেটেরিনারি হাসপাতাল ইত্যাদি স্থাপনা মানসম্মত কিনা, দক্ষ জনবল আছে কিনা এবং কী মানের শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে তা সরেজমিনে পরিদর্শন করে থাকে। অত্র দপ্তর বিগত অর্থ বছরে ১২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করেছে।

ঝিনাইদহ সরকারি ভেটেরিনারি কলেজ পরিদর্শন

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শন

ঘ. প্র্যাকটিস কেন্দ্র (পিসি) পরিদর্শন:

ভেটেরিনারিয়ানরা প্র্যাকটিস কেন্দ্রে কি মানের ভেটেরিনারি সেবা প্রদান করছে ও ইথিক্যাল মানদণ্ড মেনে চলছে কিনা তা পরিদর্শনের মাধ্যমে মূল্যায়ন এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করা হয়। অত্র দপ্তর ১ বছরে ২৪টি প্র্যাকটিস কেন্দ্র পরিদর্শন করেছে।

শালনা, গাজিপুর

সগীর'স পেট ক্লিনিক, লালমাটিয়া, ঢাকা

ঙ. ভবন নির্মাণ প্রকল্প:

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের ঐকান্তিক ইচ্ছার কারণে দীর্ঘ ৩১ বছর পর বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিলের কেন্দ্রীয় ভেটেরিনারি হাসপাতাল চত্বরে প্রায় ১৩.৪৩ শতাংশ জমি বরাদ্দ করা হয় । বর্তমান কৃষি বান্ধব সরকারের সদিচ্ছার কারণে বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিল ১৬৮৩.৩৪ লক্ষ টাকার একটি বিনিয়োগ প্রকল্পের মাধ্যমে ১০তলা ভিতের উপর ৫ তলা ভবনের কাজ সম্পন্ন হওয়ায় মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব শ ম রেজাউল করিম এমপি ১৮ জুলাই' ২২ তারিখে ভবনটি শুভ উদ্বোধন করেন ।

এই ভবনে কাউন্সিলের অফিসসহ শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, কনফারেন্স হল, বোর্ড রুম, ভিডিও কনফারেন্স, ই-লাইবেরি, ট্রেনিং হল, কমনরুম, লাইব্রেরি ও মহিলাদের জন্য নামাজের জায়গার সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে ।

তাছাড়া রয়েছে আইসিটি শাখা ও শক্তিশালী ডাটাবেজ যার মাধ্যমে দেশের প্রতিটি বিভাগীয়, জেলা ও উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর এবং পেশা সংশ্লিষ্ট অন্যান্য অংশীদারী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংযুক্ত হবে । এ প্রকল্পের মাধ্যমে কাউন্সিলের কার্যক্রম সম্প্রসারিত হয়েছে এবং ভেটেরিনারিয়ানদের নানাবিধ সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি হয়েছে ।

চ. ডিজিটাল ডাটাবেজ প্রনয়ণ ও হালনাগাদকরণঃ

বর্তমান সরকারের "ডিজিটাল বাংলাদেশ" গড়ার স্বপ্নকে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কাউন্সিল রেজিস্টার্ড ভেটেরিনারি ডাক্তারের বিবিধ তথ্য সম্বলিত (ডিগ্রী, রক্তের গ্রুপ, ই-মেইল, মোবাইল নং) একটি ডিজিটাল ডাটাবেজ তৈরি করা হয়েছে। মোট ৮৫০০ জন ডাক্তারের ডাটাবেজ তৈরির কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ইহা একটি চলমান প্রক্রিয়ার ফলে নতুন ডাক্তাররা রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্তির পর ডাটাবেজে অন্তর্ভুক্ত হচ্ছেন। বর্তমানে ডাক্তাররা তাদের যে কোন তথ্য ডাটাবেজের মাধ্যমে ঘরে বসেই জানতে পারছেন। খামারী এবং ব্যবসায়ীরাও তাদের কাংখিত ডাক্তারদের সঙ্গে যোগাযোগ সৃষ্টি করতে পারছেন। বর্তমানে বর্ণিত ডাটাবেজটি নিয়মিত হালনাগাদ করা হচ্ছে।

ছ. কর্মশালা ও প্রশিক্ষণঃ

১. ভেটেরিনারি শিক্ষা ও পেশার মানোন্নয়নে ৬১৩ জন পেশাজীবী প্রশিক্ষণে এবং ৩৭৩ জন পেশাজীবী কর্মশালায় অংশগ্রহন করেন।

পেশাজিবীদের কর্মশালা ও প্রশিক্ষণ

২. দাপ্তরিক কর্তাকর্তা-কর্মচারীদের কাজের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য ৯ জনকে গড়ে ৬০ ঘন্টা করে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

অভ্যন্তরীন প্রশিক্ষণ

জ. নারী শিক্ষার প্রসারঃ

পূর্বে ভেটেরিনারি শিক্ষার প্রতি নারীরা তেমন আগ্রহী ছিল না। সরকার বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ভেটেরিনারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত করাতে বর্তমানে নারী ভেটেরিনারি ডাক্তারের সংখ্যা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। কাউন্সিলের তথ্য অনুযায়ী দেখা যায় ১৯৮৫ থেকে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত পুরুষ ভেটেরিনারিয়ানদের বিপরীতে নারী ভেটেরিনারিয়ানদের হার ছিল ৩.৪%, ১৯৯৬-২০০১ সাল পর্যন্ত ৪.২% এবং ২০০১ থেকে ২০০৭ সাল পর্যন্ত ৭.২%।

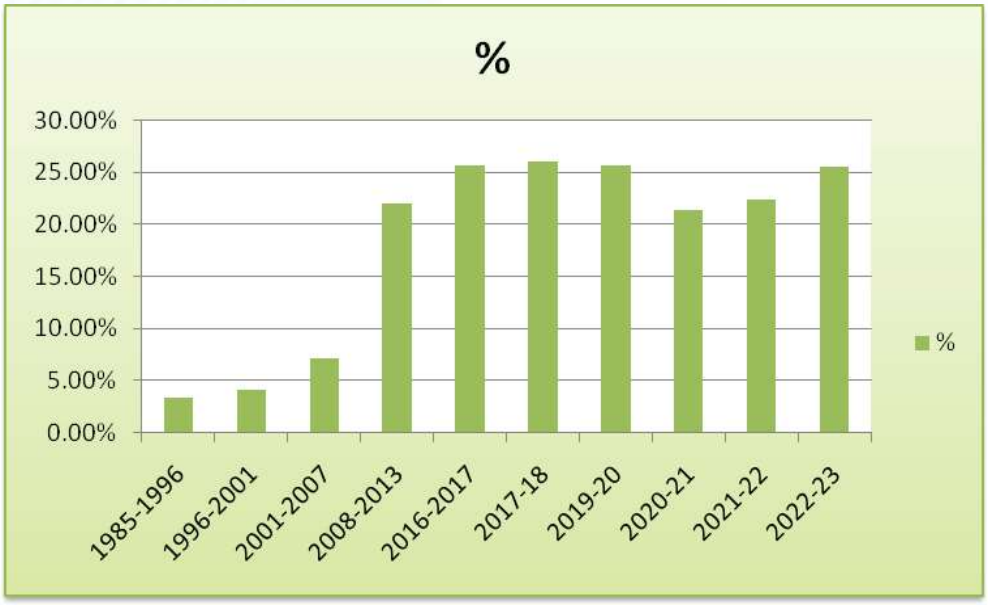

জানুয়ারি ২০০৮ থেকে ২০১৩ পর্যন্ত দ্রুত নারী ভেটেরিনারিয়ানের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে যার শতকরা হার ২২%, ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে ২৫.৭৭%, ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে ২৬.০৪%, ২০১৯-২০ অর্থ বছরে ২৫.৭০%, ২০২০-২১ অর্থ বছরে ২১.৩৭%, ২০২১-২২ অর্থবছরে ২২.৪৯% ও ২০২২-২৩ অর্থবছরে ২৫.৫৩%। ভেটেরিনারিতে নারী শিক্ষার হার আরও বৃদ্ধির জন্য ২০২২-২৩ অর্থবছরে ৬টি প্রতিষ্ঠানে লিফলেট ও পোস্টার বিতরণ এবং ২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উদ্বুদ্ধকরণ সভা আয়োজন করা হয়েছে।

ভেটেরিনারি নারি শিক্ষায় উদ্বুদ্ধকরণ সভা

প্রাণীর চিকিৎসা প্রদান

ঝ. নারীর ক্ষমতায়ন:

নারী ভেটেরিনারিয়ানরা রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্ত হয়ে তৃণমূল পর্যায়ে ভেটেরিনারি সার্ভিস পৌঁছে দিচ্ছেন। তারা প্রান্তিক পর্যায়ের মহিলাদের গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগী পালন, টিকাদান, খামার ব্যবস্থাপনা ইত্যাদির উপর প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গ্রাম্য মহিলারা বিভিন্ন আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডের সাথে নিজেদের সম্পৃক্ত করছেন। ফলে দেশে দুধ, ডিম ও মাংসের উৎপাদন বাড়ছে, জাতির পুষ্টির চাহিদা পূরণ হচ্ছে। ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশ মাংস ও ডিম উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়েছে। দুধ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের কাছাকাছি। ফলে তৃণমূল পর্যায়ে অর্থনৈতিক ভিত শক্তিশালী হচ্ছে।

গবাদিপশু পালনের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন

ঞ. মোবাইল কোর্ট পরিচালনা:

বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিল আইন-২০১৯ এর ৩৬, ৩৭ ও ৩৮ ধারা মোবাইল কোর্ট আইন-২০০৯ এর তপসিলভূক্ত হওয়ায় অবৈধ ভেটেরিনারি প্র্যাকটিস রোধে ১২টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয় এবং কোয়াকদের জেল জরিমানা করা হয়।

ট. নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্য সম্বলিত সনদ প্রদান:

রেজিস্ট্রার্ড ভেটেরিনারি প্র্যাকটিশনারদের প্রদানকৃত সনদপত্র যাতে কেউ নকল করতে না পারে সেজন্য সিকিউরিটি প্রিন্টিং করর্পোরেশন (বাংলাদেশ) লি: হতে মুদ্রণকৃত অধিক নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্য সম্বলিত সনদ প্রদান করা হচ্ছে।

বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিল
Bangladesh Veterinary Council
Certificate of Registration as a Veterinary Practitioner
0000003

৮. বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) বাস্তবায়ন অগ্রগতি:

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) স্বাক্ষরের লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিল ৮ম বারের মত পৃথকভাবে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০২২-২০২৩ মেয়াদের জন্য স্বাক্ষর করেছে। চুক্তি অনুযায়ী কাউন্সিল বিগত বছরগুলির মত শতভাগ কৌশলগত উদ্দেশ্য পূরণে সচেষ্ট থাকবে।

৯. অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির বিবরণ:

মন্ত্রণালয়/ দপ্তর/অধিদপ্তর ও সংস্থার নাম	মোট আপত্তির সংখ্যা (১৯৭২ হতে)	ক্রমপুঞ্জিত নিষ্পত্তির মোট সংখ্যা (১৯৭২ হতে)	হালনাগাদ অনিষ্পন্ন মোট আপত্তির সংখ্যা	সম্পাদিত দ্বিপক্ষীয় সভার সংখ্যা	সম্পাদিত ত্রিপক্ষীয় সভার সংখ্যা	মন্তব্য
বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিল (বিভিসি)	৪৩	২০	২৩	-	-	

১০. মানব সম্পদ উন্নয়নে গৃহীত পদক্ষেপ:

ভেটেরিনারিয়ানদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বিষয় ভিত্তিক প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছে। তাছাড়া কাউন্সিলে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ৬০ ঘন্টা প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

১১. তথ্য অধিকার আইনের আওতায় গৃহীত পদক্ষেপ:

তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের জন্য নির্দেশনা মোতাবেক প্রকাশযোগ্য তথ্যসমূহ ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে এবং তা নিয়মিত হালনাগাদ করা হচ্ছে।

১২. SDG অর্জনের অগ্রগতি:

বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিলের সাথে সম্পৃক্ত SDG-এর Goal এবং Target ম্যাপিং করা হয়েছে। ম্যাপিং অনুযায়ী টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে অগ্রাধিকার ক্ষেত্রসমুহকে বিবেচনায় নিয়ে খসড়া Action plan প্রণয়ণ করা হয়েছে।

SL.	8th five year Plan Targets (Quantitative or qualitative with page no	Baseline (2020)	Target (2021)	Target (2022)	Target (2023)	Target (2024)	Target (2025)	SDG Goad / Target	Cross cutting Ministry /Division	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Provide Policy support the accelerate the development of private and community-based veterinary services including compliant private veterinary diagnostic centers, clinics and hospitals[P 309] [Q]	-	-	-	-	-	-	-	Bangladesh Veterinary Council	
13.1	Professional Registration and ID Card	440	450	460	470	480	500	2.3		BVC Act 2019 clause 7a,19 & 25
13.2	Veterinary Educational Institute visit and accreditation.	3	3	4	4	5	5	4.3.4		BVC Act 2019 clause 15 & 24
13.3	Professional skill development and Continuing Education(CE)	480	500	525	560	600	650	4.4, 4.7.1		BVC Act 2019 clause 7h
13.4	Veterinary PrActice Centre Visit and accreditation	16	18	20	22	24	25	2.3		BVC Act 2019 clause 30
13.5	Awareness building of pre-veterinary female student in Veterinary Education and profession.	4	6	10	12	15	18	4.3		APA Program 5 & Master plan clause 27

১৩. ইনোভেশন/সেবা সহজীকরণ কার্যক্রম:

২০২২-২০২৩ অর্থবছরের ইনোভেশন পরিকল্পনা প্রণয়ন করে মন্ত্রীপরিষদ বিভাগে দাখিল করা হয়েছে। ইনোভেশন কার্যক্রম অব্যাহত আছে। সুফলভোগীদের কাছে কাউন্সিলের সেবা দ্রুত ও সহজে পৌছে দেয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট টিম কাজ করে যাচ্ছে। দাপ্তরিক কিছু কাজ সহজ করা হয়েছে; যেমন: প্রাণি চিকিৎসকদের ডাটাবেজ হালনাগাদকরণ, মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে Online এ সেবামূল্য প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এতে সেবা প্রত্যাশীরা সহজে কাঙ্খিত সেবা পাচ্ছেন।

১৪. আইসিটি/ডিজিটলাইজেশন কার্যক্রম:

২০২২-২৩ অর্থবছরে e-nothi এর মাধ্যমে ১৮০০ টি পত্র জারি করা হয়েছে এবং আর্থিক স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার জন্য ৪র্থ কোয়ার্টার (এপ্রিল-জুন'২৩) হতে পিএল একাউন্টের মাধ্যমে আর্থিক লেনদেন বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে।

১৫. স্মার্ট বাংলাদেশ-২০৪১ বাস্তবায়নে গৃহীত পদক্ষেপ:

- সেবামূল্য অনলাইনে গ্রহণের পদক্ষেপ;
- স্মার্ট ভেটেরিনারিয়ান তৈরির জন্য ভেটেরিনারিয়ানদের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সেমিনার, টক-শো ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ;
- বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিলের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প গ্রহণের প্রস্তাবনা প্রক্রিয়াধীন।

১৬. জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল চর্চার বিবরণ:

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল চর্চার নিমিত্ত শুদ্ধাচার কমিটি গঠন করা হয়েছে এবং কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ইন হাউজ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। উক্ত কর্মপরিকল্পনা শতভাগ পূরণ করা হয়েছে।

১৭. অভিযোগ/অসন্তুষ্টি নিস্পত্তির ব্যবস্থা:

কাউন্সিলের একটি অভিযোগ বক্স স্থাপন করা হয়েছে। গত বছর প্রাপ্ত অভিযোগসমূহ নিস্পত্তি করা হয়েছে।

১৮. উপসংহার:

ভেটেরিনারি পেশা, পেশাজীবি ও শিক্ষার নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠান হিসাবে কাউন্সিল বর্তমান সরকারের বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। আশা করছি সরকারের অব্যাহত সহযোগিতা নিয়ে আগামী দিনগুলোতে প্রতিষ্ঠানটি এ দেশে ভেটেরিনারি সেবা, পেশা ও শিক্ষার মান আরো উন্নয়ন করতে সক্ষম হবে।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর
www.flid.gov.bd

১. ভূমিকা:

বলা হয়ে থাকে, 'Connectivity is productivity' অর্থাৎ সংযুক্তিই উৎপাদনশীলতা। সংযুক্তি বাড়লে উৎপাদনশীলতা বাড়ে। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতের অংশীজনদের সঙ্গে সংযুক্তির এ মহামূল্যবান কাজটি করে যাচ্ছে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর। এ দপ্তর মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সমন্বিত প্রচার মাধ্যম হিসেবে এ খাতের বিভিন্ন অর্জন, উদ্ভাবন ও সাফল্য জনসাধারণের কাছে পৌঁছে দিতে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ফেসবুক, ইউটিউব, ওয়েব পোর্টাল, এন্ড্রয়েট অ্যাপস, নিউজ পোর্টাল, প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় প্রচারের মাধ্যমে সরকার ও জনগণের মধ্যে সেতুবন্ধন হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর।

২. রূপকল্প (Vision):

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ বিষয়ক আধুনিক লাগসই তথ্য সেবা সহজীকরণ।

৩. অভিলক্ষ্য (Mission):

গণমাধ্যম ও বিভিন্ন মুদ্রণ সামগীর সহায়তায় মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ বিষয়ক তথ্য ও প্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট উপকারভোগীদের কাছে সহজলভ্যকরণ এবং টেকসই মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উন্নয়নে জনসচেতনতা সৃষ্টি।

৪. লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য (Aims and Objectives):

লক্ষ্য:

সরকার ঘোষিত 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' থেকে "স্মার্ট বাংলাদেশ" অর্থাৎ 'ভিশন-২০৪১' বাস্তবায়নের প্রত্যয়কে এগিয়ে নেয়াই এ দপ্তরের মূল লক্ষ্য।

উদ্দেশ্য:

- মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ এর সর্বোচ্চ টেকসই (Sustainable) উৎপাদন, খাদ্য নিরাপত্তা (Food security) নিশ্চিতকরণসহ সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ও পুষ্টি চাহিদাপূরষে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ বিষয়ক তথ্য ও প্রযুক্তির (Technologies) সফল কার্যকর হস্তান্তরসহ জনগণকে উদ্বুদ্ধকরণ ও সচেতনতা সৃষ্টি;
- দিন বদলের সনদ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ সেক্টরের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড, টেকসই প্রযুক্তি সম্প্রসারণ ও গবেষণালব্ধ সাফল্য জনসম্মুখে তুলে ধরা;

- আধুনিক তথ্য ও প্রযুক্তি সংগ্রহ, সংরক্ষণ, মূল্যায়ন, বিশ্লেষণ এবং তদানুযায়ী তথ্য প্রযুক্তি সম্প্রসারণের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনে সহায়তামূলক কার্যক্রম গ্রহণ;
- মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ সেক্টরের সাথে সংশ্লিষ্ট সুফলভোগীদের স্থাপনে সহায়তা প্রদান;
- মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন বিষয়ক তথ্য সম্বলিত প্রচার/সম্প্রসারণ সামগ্রী প্রদর্শন ও সরবরাহ সেবা নিশ্চিতকরণ;
- জ্বলোচ্ছাস বন্যা ও খরাজনিত প্রাকৃতিক দুর্যোগসহ মৎস্য ও পশু-পাখির রোগব্যাধি মোকাবেলায় দুর্যোগ কবলিত এলাকায় চাষীদের করণীয় সম্পর্কে বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে ব্যাপক প্রচারণার ব্যবস্থা গ্রহণ ।

৫. প্রধান কার্যাবলী (Main Functions):

- পোস্টার, লিফলেট, ফোল্ডার, পুস্তক-পুস্তিকা ব্রুসিয়ার ইত্যাদি প্রয়োজন ও চাহিদা অনুযায়ী মুদ্রণ ও বিনামূল্যে সর্বসাধারণের মধ্যে বিতরণ;
- জাটকা নিধন প্রতিরোধ, মা-ইলিশ সংরক্ষণসহ দেশীয় প্রজাতির মৎস্য সংরক্ষণে রেডিও, টেলিভিশন ও পত্র-পত্রিকায় প্রচারণামূলক কার্যক্রম গ্রহণ;
- মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ, মুদ্রণ এবং অধিদপ্তর, দপ্তর ও সংস্থার পাশাপাশি গবেষক, শিক্ষার্থী এবং চাষী-খামারীদের মধ্যে বিতরণ করা;
- বিশ্ব জলাতঙ্ক দিবস, বিশ্ব ডিম দিবস, বিশ্ব দুগ্ধ দিবস, বিশ্ব এন্টিবায়োটিক সচেতনতা সপ্তাহ উপলক্ষ্যে রেডিও, টেলিভিশন ও পত্র-পত্রিকায় প্রচারণামূলক কার্যক্রম গ্রহণ;
- জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ, জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ, ইলিশ অভয়াশ্রম, ৬৫ দিন সাগরে মাছ ধরার উপর নিষেধাজ্ঞা, প্রাণিসেবা সপ্তাহ ইত্যাদি উপলক্ষ্যে রেডিও, টেলিভিশন ও পত্র-পত্রিকায় জনসচেতনতামূলক প্রচার কার্যক্রম গ্রহণ;
- মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ বিষয়ক বিভিন্ন সেমিনার, প্রশিক্ষণ, মেলা, কর্মশালা প্রভৃতির ভিডিও চিত্র ও স্থিরচিত্র ধারণ এবং সংরক্ষণ ও প্রচার ।
- নিরাপদ প্রাণিজ আমিষ-মাছ, মাংস, দুধ, ডিম ইত্যাদি উৎপাদন, বাজারজাতকরণ এবং দৈনন্দিন গ্রহণের প্রয়োজনীতা ব্যাপকভাবে প্রচার-প্রচারণা ;
- মৎস্য ও প্রাণিসম্পদের টেকসই উৎপাদন নিশ্চিতকরণে জনসচেতনতা সৃষ্টি;
- মৎস্য ও প্রাণিসম্পদের উন্নয়নে লাগসই প্রযুক্তি সম্প্রসারণে ব্যাপক জনগোষ্ঠীকে উদ্বুদ্ধকরণ;
- বিভিন্ন ধরণের জলজসম্পদের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিতকরণে জনসাধারনকে উদ্বুদ্ধকরণ;
- প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন বন্যা, জ্বলোচ্ছাস ও খরা পরবর্তী মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ পুনর্বাসনে করণীয় সম্পর্কে পত্র-পত্রিকা এবং ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় প্রচার কার্যক্রম;
- মৎস্য ও প্রাণিসম্পদের উন্নয়নকল্পে প্রযুক্তি নির্ভর বিভিন্ন প্রকাশনা সামগ্রী মুদ্রণ ও সরবরাহ;
- মৎস্য ও প্রাণিসম্পদের উন্নয়নকল্পে টিভি ফিলার, টেলপ, জিঙ্গেল ও তথ্যচিত্র তৈরি ও প্রচার/টিভিসি প্রামাণ্য চিত্র;

- তথ্য সরবরাহের মাধ্যমে চাষ ব্যবস্থাপনায় নতুন মৎস্য প্রজাতির অন্তর্ভুক্তিকরণ এবং এর চাষ পদ্ধতির সম্প্রসারণ;
- মাঠ পর্যায়ে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও চাষীদেরকে সর্বশেষ উদ্ভাবিত প্রযুক্তি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সরেজমিন পরিদর্শন;
- কৃষিজমিতে মাত্রাতিরিক্ত কীটনাশক ব্যবহারের কারণে জনসম্পদের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়ার বিষয়ে জনসাধারণকে অবহিতকরণ;
- মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ সংরক্ষণ, সম্প্রসারণসহ সকল আইন ও বিধিবিধান ব্যাপকভাবে প্রচার;
- মৎস্য ও পশু-পাখির বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে ব্যাপক প্রচার/প্রচারণা;
- সুফলভোগীদের সাথে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের যোগাযোগ নেটওয়ার্কিং গড়ে তোলা;
- কেন্দ্রীয় ও মাঠ পর্যায়ে কার্যক্রম পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন;
- গ্রামীণ জনগণকে মৎস্য চাষ ও পশুপাখি পালনে উদ্বুদ্ধকরণ এবং জনসচেতনতা সৃষ্টি;
- বাংলাদেশ বেতার ও টেলিভিশনে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ সম্পর্কে পরামর্শ ও উদ্বুদ্ধকরণ বিষয়ক অনুষ্ঠান প্রচারের ব্যবস্থা করা;
- প্রিন্ট ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ সংক্রান্ত অধিক সংখ্যক ফিচার প্রকাশের ব্যবস্থা করা;
- দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ বিষয়ক আধুনিক তথ্যাবলী প্রদর্শন;
- দেশের গণমাধ্যমকে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ সংক্রান্ত ইতিবাচক খবর প্রকাশের ক্ষেত্রে তথ্য প্রদানে সহায়তা করে থাকে;
- মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় টকশোর আয়োজন করা ।

৬. সাংগঠনিক কাঠামো (Organization Structure):

সরকার কর্তৃক নিয়োগকৃত একজন যুগ্ম-সচিব দপ্তর প্রধান হিসেবে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তরের সার্বিক কার্যক্রম পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত আছেন । এ দপ্তরের প্রধান কার্যালয় (১) প্রশাসন ও প্রকাশনা (২) তথ্য, পরিকল্পনা, গবেষণা ও প্রশিক্ষণ (৩) গণমাধ্যম-এ ৩টি শাখা নিয়ে গঠিত । ৫ জন প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তাসহ প্রধান কার্যালয়ের মোট লোকবল ৩৭ । এ ছাড়া প্রধান কার্যালয়ের অধীন ঢাকা, রাজশাহী, বরিশাল ও কুমিল্লা এ ৪টি আঞ্চলিক কার্যালয়ের প্রতিটিতে জনবল সংখ্যা ১১ ।

৭. মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তরের ২০২২-২৩ অর্থ বছরে উল্লেখযোগ্য কার্যাবলী নিম্নরূপ:

ক. মুদ্রণ সামগ্রী:

১. পোস্টার মুদ্রণ:

মা ইলিশ সংরক্ষণ অভিযান-২০২২ শীর্ষক-পোস্টার, বিশ্ব জলাতঙ্ক দিবস-২৮ সেপ্টেম্বর ২০২২ শীর্ষক পোস্টার, গবাদিপশুর ল্যাম্পি স্কিন ডিজিজ-বিষয়ে পোস্টার, কোরবানির জন্য সুস্থ সবল গবাদিপশু চেনার উপায় শীর্ষক পোস্টার, জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ-২০২২ শীর্ষক পোস্টার, জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ-২০২৩ শীর্ষক পোষ্টার, তড়কা রোগ ও তার প্রতিকার-শীর্ষক পোস্টার, বিশ্ব এন্টিবায়োটিক সচেতনতা সিপ্তাহ-২০২২ বিষয়ক পোস্টার, বিশ্ব দুগ্ধ দিবস ২০২৩ শীর্ষক পোস্টার মুদ্রণ ও বিতরণ ।

মাঠ পর্যায়ে পোস্টার বিতরণ

২. লিফলেট মুদ্রণ ও বিতরণ:

কোরবানির জন্য সুস্থ সবল গবাদিপশু চেনার উপায় এবং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে হৃষ্ট পুষ্টকরণ, পশুর চামড়া ছাড়ানো ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ে করণীয়, বিশ্ব জলাতঙ্ক দিবস, জাতীয় পুষ্টি সপ্তাহ, তড়কা রোগ ও তার প্রতিকার, বিশ্ব দুগ্ধ দিবস ২০২৩ এবং গবাদিপশুর লাম্পি স্কিন ডিজিজ সম্পর্কিত লিফলেট । এছাড়াও প্রাণিসেবা সপ্তাহ-২০২৩ উপলক্ষ্যে স্মার্ট লাইভস্টক স্মার্ট বাংলাদেশ, সবুজ ঘাস সংরক্ষণ (সাইলেজ) প্রযুক্তি সম্প্রসারণ: ঝুড়ি/ব্যাগ সাইলেজ, উন্নত জাতের ঘাস চাষ, গরু হৃষ্টপুষ্টকরণ প্রযুক্তি, গবাদিপশুর সুষম খাবার তৈরির উপকরণ ও খাওয়ার নিয়মাবলী শীর্ষক ৫ ধরণের লিফলেট মুদ্রণ করে বিতরণ করা হয়েছে ।

লিফলেট বিতরণ

৩. ফোল্ডার মুদ্রণ ও বিতরণ:

গ্রামীণ পরিবেশে হাঁস পালন, ছাগল পালন, বায়োফ্লক পদ্ধতিতে মাছ চাষ, একুরিয়ামে মাছ পালন পদ্ধতি, তড়কা রোগ ও তার তার প্রতিকার শীর্ষক ফোল্ডার, দেশি কৈ মাছের পোনা উৎপাদন ও চাষ ব্যবস্থাপনা শীর্ষক ফোল্ডার, গুতুম মাছের কৃত্রিম প্রজনন ও পোনা উৎপাদন প্রযুক্তি শীর্ষক ফোল্ডার ।

৪. বার্ষিক প্রতিবেদন:

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১-২২ মুদ্রণ ও বিতরণ ।

৫. বুকলেট:

গ্রীণহাউস কনসেপ্টের মাধ্যমে থাই পাঙ্গাস মাছের আগাম পরিপক্ক ব্রুড উন্নয়ণ ও রেনু উৎপাদন কলাকৌশল এবং চিত্রা মাছের কৃত্রিম প্রজনন, পোনা প্রতিপালন ও নার্সারী ব্যবস্থাপনা বিষয়ে ১টি বুকলেট মুদ্রণ পূর্বক জনগণের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে ।

৬. ফেস্টুন ও ড্রপ ডাউন ব্যানার তৈরি:

বিশ্ব জলাতঙ্ক দিবস-২৮ সেপ্টেম্বর ২০২২ উপলক্ষ্যে ড্রপ ডাউন ব্যানার ও বিভিন্ন ধরনের ফেস্টুন এবং কোরবানির জন্য সুস্থ সবল গবাদিপশু চেনার উপায় সম্পর্কিত ফেস্টুন তৈরি ও বিভিন্ন স্থানে প্রদর্শন ।

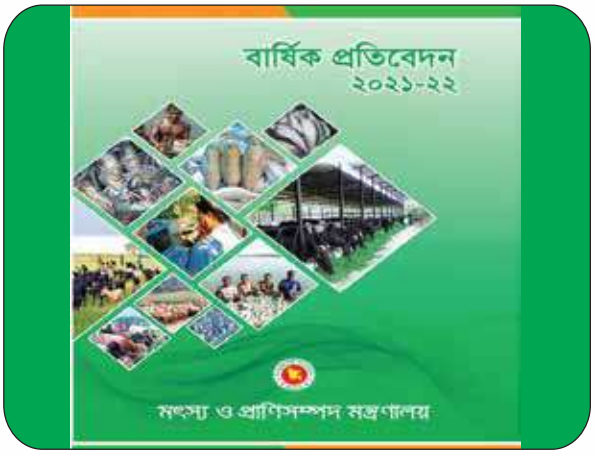

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১-২২

ব্যানার ও প্লেকার্ডসহ র‍্যালি

খ. ইলেকট্রনিক মিডিয়ার মাধ্যমে প্রচারের নিমিত্তে প্রচার সামগ্রি নির্মাণ:

বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার মাধ্যমে প্রচারের নিমিত্ত প্রামাণ্য চিত্র, টিভিসি ও জিঙ্গেল নির্মাণ করা হয় । যেমন-

১. কোরবানির জন্য সুস্থ সবল গবাদিপশু চেনার উপায় বিষয়ক প্রামাণ্য চিত্র;
২. অবৈধ জাল নির্মূলে বিষেশ কম্বিং অপারেশন বিষয়ক প্রামাণ্য চিত্র;
৩. জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ-২০২২ বিষয়ক জিঙ্গেল নির্মাণ;
৪. মা-ইলিশ সংরক্ষণ অভিযান-২০২২ বিষয়ক জিঙ্গেল নির্মাণ;
৫. "করলে জাটকা সংরক্ষণ, বাড়বে ইলিশের উৎপাদন" বিষয়ক জিঙ্গেল নির্মাণ;
৬. ২০ শে মে হতে ২৩ জুলাই ৬৫ দিন সাগরে মাছ ধরা নিষিদ্ধ বিষয়ক টিভিসি নির্মাণ;
৭. কোরবানির পশু উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ বাংলাদেশ বিষয়ক টিভিসি নির্মাণ ।

গ. প্রিন্ট মিডিয়ায় জনসচেতনতামূলক বিজ্ঞপ্তিঃ

মা ইলিশ সংরক্ষণ অভিযান-২০২২, ২০ মে হতে ২৩ জুলাই পর্যন্ত ৬৫ দিন সাগরে মাছ ধরার উপর নিষেধাজ্ঞা, অবৈধ জাল নির্মূলে বিষেশ কম্বিং অপারেশন-২০২৩, জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ-২০২৩ উপলক্ষ্যে জনসাধারণের মধ্যে সচেতনতা তৈরির লক্ষ্যে দেশের স্বনামধন্য ও বহুল প্রচারিত জাতীয় দৈনিকে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে ।

ঘ. ইলেকট্রনিক মিডিয়ার মাধ্যমে স্ক্রল প্রচারঃ

নিরাপদ মাছে ভরবো দেশ, বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ, আসুন মাছ চাষ করে বেকারত্ব দূর করি বিষয়ক স্ক্রল ৫টি বেসরকারী টেলিভিশনে ৬ দিন প্রচার, ৭ অক্টোবর থেকে ২৮ অক্টোবর ২২ দিন ইলিশ ধরা, পরিবহণ, বিক্রয় ও বাজারজাত নিষিদ্ব বিষয়ক স্ক্রল ৫টি টেলিভিশনে ৬ দিন ধরে প্রচার, "করলে জাটকা সংরক্ষণ, বাড়বে ইলিশের উৎপাদন" বিষয়ক স্ক্রল ৪টি বেসরকারী টেলিভিশনে ৬দিন ধরে প্রচার, বিশেষ কম্বিং অপারেশন "আসুন জাটকা ও সামুদ্রিক প্রজাতির মাছের ডিম লার্ভা ও পোনা রক্ষায় বেহুন্দি ও কারেন্ট জালসহ অবৈধ জাল দিয়ে মাছ ধরা থেকে বিরত থাকি" বিষয়ক স্ক্রল ৩টি বেসরকারি টেলিভিশনে ৫দিন ধরে প্রচার করা হয় ।

ঙ. ইলেকট্রনিক মিডিয়ার মাধ্যমে প্রচারঃ

কোরবানির জন্য সুস্থ গবাদিপশু চেনার উপায় বিষয়ক জিঙ্গেল ২টি বেসরকারি টিভি চ্যানেলে প্রচার, জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ-২০২২ বিষয়ক প্রামাণ্য চিত্র ৩টি বেসরকারি টিভি চ্যানেলে প্রচার, জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ-২০২৩ বিষয়ক জিঙ্গেল ৩ টি বেসরকারী টিভি চ্যানেলে প্রচার, মা ইলিশ সংরক্ষণ অভিযান-২০২২ বিষয়ক জিঙ্গেল ৩ টি বেসরকারি টিভি চ্যানেলে প্রচার, অবৈধ জাল নির্মূলে বিশেষ কম্বিং অপারেশন-২০২৩ বিষয়ক টিভিসি ৩টি বেসরকারি টিভি চ্যানেলে প্রচার, ২০ মে হতে ২৩ জুলাই ৬৫ দিন সাগরে মাছ ধরা নিষিদ্ধ ও দন্ডনীয় অপরাধ বিষয়ক জিঙ্গেল ৫টি বেসরকারি টিভি চ্যানেলে প্রচার করা হয় ।

চ. টক-শোঃ

বাংলাদেশ বেতার, বাংলাদেশ টেলিভিশন ও বিভিন্ন বেসরকারি চ্যানেলে জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ, জাটকা সপ্তাহ, মা ইলিশ সংরক্ষণ, বিশ্ব দুগ্ধ দিবস, বিশ্ব ডিম দিবস, বিশ্ব জলাতঙ্ক দিবস, বিশ্ব এন্টিবায়োটিক সচেতনতা সপ্তাহ প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে টকশো আয়োজন করা হয় । গত অর্থবছরে (২০২২-২৩) বাংলাদেশ টেলিভিশন ও চ্যানেল আই টেলিভিশনে জাটকা সংরক্ষণ অভিযান-২০২৩ উপলক্ষ্যে ২টি টকশোর আয়োজন করা হয়েছে ।

'টক শো'

ছ. এলএডি ডিজিটাল ডিসপ্লে বোর্ডে প্রচার:

টিভিসি, জিঙ্গেল, প্রামাণ্যচিত্র, টিভি ফিলার, ভিডিও কনটেন্ট ইত্যাদি জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ-২০২২ উপলক্ষ্যে রাজশাহী, ঢাকা, সিলেট, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা ও বগুড়ায় ৭ দিন ২০টি ডিসপ্লে বোর্ডে প্রচার করা হয় । জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ-২০২৩ এবং ২০ মে হতে ২৩ জুলাই পর্যন্ত ৬৫ দিন সাগরে মাছ ধরার উপর নিষেধাজ্ঞা উপলক্ষ্যে জনসাধারণের মধ্যে সচেতনতা তৈরির লক্ষ্যে কক্সবাজার, ঢাকা, মুন্সিগঞ্জ ও চট্টগ্রামে ১২টি ডিসপ্লে বোর্ডে টিভিসি, জিঙ্গেল, প্রামাণ্যচিত্র, টিভি ফিলার, ভিডিও কনটেন্ট ইত্যাদি প্রচার করা হয় ।

জ. প্রচার প্রসারের কাজকে গতিশীল করার লক্ষ্যে গৃহীত কার্যক্রম:

১. "মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ সংবাদ" নামে একটি নিউজ পোর্টাল চলমান রয়েছে । যার মাধ্যমে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী, সম্মানীত সচিব ও বিভিন্ন দপ্তর, সংস্থার সভা, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম ও ওয়ার্কসপের খবর, স্থিরচিত্র ও ভিডিও প্রচারসহ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতের সমস্ত উন্নয়নমূলক কার্যক্রম ও হালনাগাদ তথ্যাদি প্রচার করা হচ্ছে । নিউজ পোর্টাল এর লিংক: motshoprani.org.

২. "মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর-অফিসিয়াল পেইজ" নামে ফেইসবুক পেইজ চলমান রয়েছে । যার মাধ্যমে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতে বিভিন্ন উদ্যোক্তোর সফলতার খবর, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদখাতের নতুন নতুন লাগসই প্রযুক্তির খবর ও বিভিন্ন মিডিয়ায় প্রকাশিত মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ সেক্টরের ইতিবাচক খবরের লিংক প্রচার করা হচ্ছে । যার লিংক: flid20

৩. মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তরের নিজস্ব ইউটিউব চলমান রয়েছে । যার মাধ্যমে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর কর্তৃক নির্মিত মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতের বিভিন্ন বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধিমূলক টিভিসি, ডকুমেন্টারি, জিঙ্গেল ও নাটিকাসহ বিভিন্ন ভিডিও প্রচার করা হয় । যার লিংক: FLID Bangladesh

৪. মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন সকল দপ্তর-সংস্থার জনকল্যাণমুখী সকল তথ্য এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ বিষয়ক সকল লাগসই প্রযুক্তি, জাত উদ্ভাবন এবং আধুনিক গবেষণাসহ সকল তথ্য জনগণের দোরগোড়ায় সহজে, স্বল্প সময়ে পৌঁছে দিতে "মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য ভান্ডার" নামে একটি অ্যান্ড্রয়েড ও ওয়েববেইজড অ্যাপ তৈরি করা হয়েছে।

৫. মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ বিষয়ক সকল উন্নয়নমূলক ও সচেতনতামূলক তথ্য জনগণের নিকট সচিত্র ও ভিডিও আকারে তুলে ধরতে তথ্য দপ্তরের প্রধান কার্যালয়ের সম্মুখপ্রান্তে একটি এলইডি স্মার্ট মনিটর স্থাপন করা হয়েছে।

৬. জেলা, উপজেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ের মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ বিষয়ক সকল উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের খবর তুলে এনে তথ্য দপ্তরের নিজস্ব নিউজ পোর্টালসহ দেশের অন্যান্য প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার মাধ্যমে জনগণের কাছে পৌঁছে দেওয়ার কাজকে আরো বেগবান করতে তথ্য দপ্তরের আঞ্চলিক অফিসগুলোতে ষান্মাষিক রিপোর্ট প্রদানের ভিত্তিতে "সেরা অফিস অ্যাওয়ার্ড" চালু করা হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় ২০২৩ সালে কুমিল্লা আঞ্চলিক অফিসকে সেরা অফিস হিসেবে নির্বাচিত করে সেরা অফিস অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়েছে।

৭. "মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর-অফিসিয়াল পেইজ" নামে ফেইসবুক পেইজের মেসেঞ্জারে জনসাধারণের নিকট থেকে আসা মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ বিষয়ক বিভিন্ন প্রশ্নের যথাযত উত্তর প্রদানের লক্ষ্যে ৫ সদস্যের কমিটি গঠন করা হয়েছে। যারা সার্বক্ষণিক প্রাসঙ্গিক উত্তর প্রদান করে থাকেন।

ঝ. আধুনিক কনফারেন্স রুম নির্মাণঃ

সর্বাধুনিক ইনটেরিয়র ডিজাইন, এলএডি মনিটর ও সাউন্ডসিস্টেম সমৃদ্ধ, আধুনিক আসন বিন্যাস এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধাসহ একটি কনফারেন্স রুম নির্মাণ করা হয়েছে। ভিডিয়ো কনফারেন্স এর মাধ্যমে মিটিং ও ওয়েবিনার আয়োজন। বর্তমানে এ দপ্তরের সকল প্রশিক্ষণ, সভা, সেমিনার, কর্মশালা এবং অনুষ্ঠান এই আধুনিক কনফারেন্স রুমে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এর মাধ্যমে দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলা সম্ভব হচ্ছে।

ঞ. প্রাথমিক সম্প্রসারণ সেবাঃ

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তরের আঞ্চলিক অফিসসমুহ সিটিজেন চার্টার অনুযায়ী সাধারণ নাগরিকদের মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ বিষয়ে পরামর্শমূলক বিভিন্ন ধরনের তথ্য সেবা ও মুদ্রণ সামগ্রি প্রদান করে থাকে। গত ২০২২-২৩ অর্থবছরে সেবা সম্প্রসারণ কার্যক্রমের আওতায় মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তরের ৪টি আঞ্চলিক অফিসের পক্ষ থেকে প্রায় ৪৫০০ জন চাষী/খামারীকে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ বিষয়ে পরামর্শমূলক তথ্য সেবা এবং প্রায় ১২০০০ কপি মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ বিষয়ক বুকলেট, লিফলেট, ফোল্ডার ও পোস্টার প্রদান করা হয়েছে। এ ছাড়াও জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ, জাটকা সপ্তাহ, মা ইলিশ সংরক্ষণ, বিশ্ব দুগ্ধ দিবস, বিশ্ব ডিম দিবস, বিশ্ব জলাতঙ্ক দিবস, বিশ্ব এন্টিবায়োটিক সচেতনতা সপ্তাহ প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মাইকিং করা হয়েছে। সাধারণ নাগরিকদের জন্য মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ বিষয়ে সেবা প্রাপ্তিকে সহজ করতে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তরের ৪টি আঞ্চলিক অফিসের ওয়েবসাইট খোলা হয়েছে, পাশাপাশি ঢাকা, বরিশাল, কুমিল্লা ও রাজশাহীতে অবস্থিত ৪টি আঞ্চলিক অফিসের নামে ফেইসবুক পেইজ ও ইউটিউব খোলা হয়েছে। তাছাড়া ৪টি আঞ্চলিক অফিসের খোলা জায়গায় "সেবা প্রদান প্রুতিশ্রুতি চাট" প্রদর্শন করা হয়েছে।

৮. বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির (APA) বাস্তবায়ন অগ্রগতি:

প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা জোরদার করা, সুশাসন বাস্তবায়ন এবং সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে রূপকল্প-২০৪১ এর যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সাথে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি সম্পন্ন করে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে ৩টি কৌশলগত উদ্দেশ্যের বিপরীতে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ বিষয়ক তথ্য প্রচার-প্রচারণার উদ্দেশ্যে মোট ৫টি কার্যক্রমের জন্য লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয় এবং সকলের সম্মিলিত প্রচারের কার্যক্রম সমূহের সফল বাস্তবায়ন করা হয়।

৯. টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDG) বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম:

- ক্ষুধার অবসান, খাদ্য নিরাপত্তা ও উন্নত পুষ্টিমান অর্জন এবং টেকসই কৃষির সম্প্রসারণের জন্য মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতের বিভিন্ন পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে জনসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন ধরনের প্রচার-প্রচারণা কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।
- সকলের জন্য পূর্ণাঙ্গ ও উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান, শোভন কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহিত কার্যক্রম সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন ধরনের প্রচার প্রচারণা কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।
- টেকসই উন্নয়নের জন্য সাগর, মহাসাগর ও সামুদ্রিক সম্পদের সংরক্ষণ ও টেকসই ব্যবহারের নিমিত্ত প্রচার-প্রচারণা কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

১০. অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির বিবরণ:

অডিট আপত্তির সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	ব্রডশীট জবাবের সংখ্যা	নিষ্পত্তির সংখ্যা	জের	মন্তব্য
০২	৫৯,৭৪,১৫০/-	০২	০২	০২	২০১৯-২০২০ অর্থবছর পর্যন্ত অডিট সম্পন্ন হয়েছে। ২টি আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে ত্রিপক্ষীয় সভায় উত্থাপন করা হচ্ছে।

১১. মানবসম্পদ উন্নয়নে গৃহীত পদক্ষেপ:

২০২২-২৩ অর্থবছরে মানবসম্পদ উন্নয়নের নিমিত্তে সর্বমোট ১৪টি ইন-হাউস প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। তন্মধ্যে ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত-৩টি, বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত-১টি, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা বিষয়ক-২টি, তথ্য অধিকার আইন বিষয়ক-২টি, সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বিষয়ক-২টি, ৪র্থ শিল্পবিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বিষয়ভিত্তিক কর্মশালা-২টি এবং সেবা সহজিকরণ/ডিজিটালাইজেশনের মাধ্যমে উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত-১টি প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়। এছাড়াও নব নিয়োগপ্রাপ্ত ২০তম গ্রেডের অফিস সহায়কদের নিয়ে ৪ দিনব্যাপী মৌলিক প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করা হয়।

প্রশিক্ষণ

১২. তথ্য অধিকার আইনের আওতায় গৃহীত কার্যক্রম:

২০২২-২৩ অর্থবছরে অত্র দপ্তর হতে তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে স্বপ্রণোদিত ভাবে প্রকাশযোগ্য তথ্য ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে হালনাগাদ করে ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে। তথ্য অধিকার আইন ও বিধি বিধান সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধিকরণের লক্ষ্যে ৫ (পাঁচ) টি প্রচার কার্যক্রম যথাক্রমে ঢাকা, কুমিল্লা, বরিশাল, নোয়াখালি এবং কুয়াকাটা-পটুয়াখালিতে সম্পন্ন করা হয়েছে। এ সকল কার্যক্রমে জনগণের মাঝে লিফলেট বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়াও, ২০২২-২৩ অর্থবছরে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ ও এর বিধিমালা, প্রবিধান প্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকাসহ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের নিয়ে ২টি প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়েছে।

তথ্য অধিকার আইন ও বিধি বিধান সম্পর্কে জনগণের মাঝে লিফলেট বিতরণ

১৩.আইসিটি/ডিজিটালাইজেশন কার্যক্রম:

- মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তরের ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী দপ্তরের ছুটি ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম ডিজিটালাইজশনের নিমিত্তে "অনলাইন ছুটি ব্যবস্থাপনা" সফটওয়্যার তৈরি করা হয়েছে এবং বর্তমানে এই সফটওয়্যার এর কার্যক্রম চলমান রয়েছে;
- দপ্তরের সম্মুখভাগে একটি ডিসপ্লে বোর্ড স্থাপন করা হয়েছে যার মাধ্যমে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ বিষয়ক প্রয়োজনীয় তথ্য ডিসপ্লে করা হচ্ছে;

- ই-নথি ব্যবস্থাপনা;
- ই-প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনা;
- ডিজিটাল কন্টেন্ট ও ওয়েবসাইটে লিংক সংযোজন;
- ভিডিও কনফারেন্সিং স্থাপন;
- দাপ্তরিক ইমেইল সিস্টেম ডেভেলপমেন্ট;
- ওয়েব পোর্টাল হালনাগাদকরন;
- "মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ সংবাদ" নামে একটি নিউজ পোর্টাল চালুকরণ;
- "মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য ভান্ডার" নামে একটি অ্যান্ড্রয়েট ও ওয়েববেইজড অ্যাপ চালুকরণ;

১৪. সেবা সহজিকরণ:

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর কর্তৃক "অনলাইন ছুটি ব্যবস্থাপনা" নামে একটি সেবা সহজিকরণ/ডিজিটালাইজ করা হয়েছে। এর মাধ্যমে তথ্য দপ্তরের মোট ৬৭ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী সহজে, স্বল্প সময়ে যে কোন জায়গা থেকে ছুটির জন্য আবেদন করতে পারবেন। এতে করে বর্তমান সরকারের গৃহিত স্মার্ট বাংলাদেশ গঠনের প্রক্রিয়া আরো সহজ হবে, পাশাপাশি পেপারলেস অফিসও বাস্তবায়ন হবে। ফলশ্রুতিতে সরকারের এসডিজি বাস্তবায়নের প্রক্রিয়াও ত্বরান্বিত হবে।

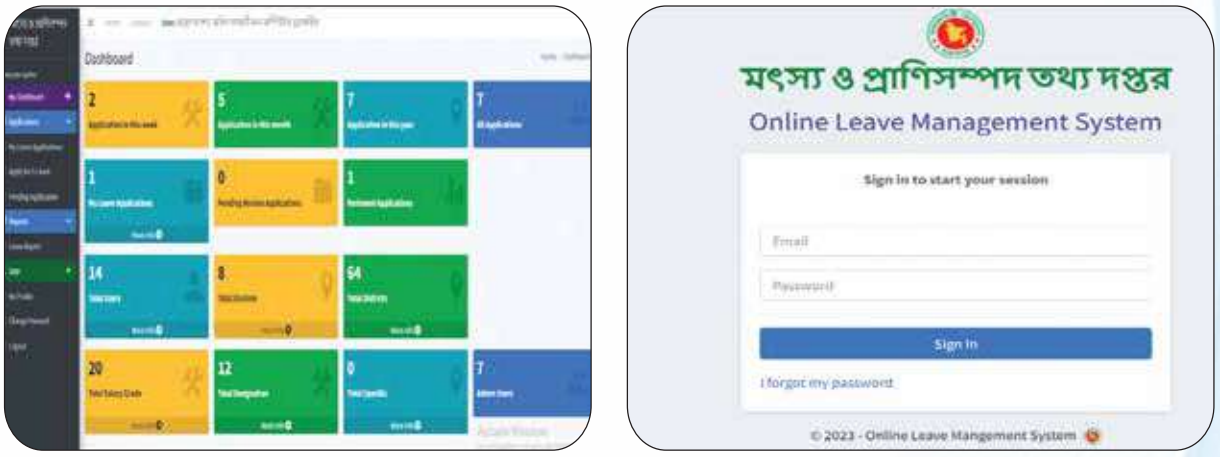

অনলাইন ছুটি ব্যবস্থাপনা

১৫. ইনোভেশন:

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর কর্তৃক ২০২১-২২ অর্থবছরে "মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য ভান্ডার" নামে একটি নতুন অ্যাপ উদ্ভাবন করা হয়েছে। অ্যাপটির মাধ্যমে মৎস্য ও গবাদিপশু-পাখির লালন পালন ব্যবস্থা ও নানা প্রযুক্তি তথ্য প্রচার করার কাজ চলমান রয়েছে এবং অনলাইন নিউজ পোর্টাল "মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ সংবাদ" এর মাধ্যমে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ বিষয়ক বিভিন্ন উন্নয়নমূলক এবং জনসচেতনতামূলক হালনাগাদ তথ্য প্রচার কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

অনলাইন নিউজ পোর্টাল "মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ সংবাদ"

"মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য ভান্ডার" অ্যাপ

১৬. স্মার্ট বাংলাদেশ-২০৪১ বাস্তবায়নে গৃহীত কার্যক্রম:

- অনলাইন ছুটি ব্যবস্থাপনার জন্য "Online Leave Management Software" সিস্টেম চালু করা হয়েছে;
- 'মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য ভান্ডার' অ্যাপস চালু করা হয়েছে;
- স্মার্ট বাংলাদেশ বির্নিমাণে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর কর্তৃক নতুন প্রকল্পের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে;
- নতুন অর্গানোগ্রাম প্রণয়নের মাধ্যমে জনবল নিয়োগ এবং নতুনভাবে ৭টি আঞ্চলিক অফিস সৃষ্টির উদ্যোগ গ্রহণ;
- এলইডি বোর্ড স্থাপন এবং নিউজ পোর্টাল চালু করা হয়েছে;
- "মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ সংবাদ" নামে নিউজ পোর্টাল চালু করা হয়েছে ।

১৭. জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল চর্চার বিবরণ:

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল চর্চার নিমিত্ত নৈতিকতা কমিটি গঠন করা হয়েছে এবং অত্র দপ্তরে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিভিন্ন ইন হাউজ প্রশিক্ষণে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থ বছরে শুদ্ধাচার সংক্রান্ত ২টি প্রশিক্ষণ, সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজনের অংশগ্রহণে ২টি সভা এবং ২টি প্রাতিষ্ঠানিক গণশুনানির আয়োজন করা হয়েছে। সদর দপ্তরসহ আঞ্চলিক দপ্তরের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী বিভিন্ন সময়ে এতে অংশগ্রহণ করেন। এছাড়াও জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল চর্চার অংশ হিসেবে ২০২২-২৩ অর্থ বছরে এই দপ্তর কর্তৃক ১০-১৬ তম গ্রেডের একজন কর্মকর্তাকে এবং ১৭-২০ গ্রেডের একজন কর্মচারীকে জাতীয় শুদ্ধাচার পুরস্কার ২০২৩ প্রদান করা হয়েছে।

১৮.অভিযোগ/অসন্তুষ্টি নিষ্পত্তির ব্যবস্থা :

অভিযোগ/অসন্তুষ্টি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে একজন কর্মকর্তাকে ফোকাল পয়েন্ট নিয়োগ করা হয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থ বছরে কোনো অভিযোগ/অসন্তুষ্টি নেই। এছাড়াও ২০২২-২৩ অর্থ বছরে অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা এবং জিআরএস সফটওয়্যার বিষয়ক ২টি প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করা হয়।

১৯. উপসংহার:

দেশের সার্বিক উন্নয়ন এবং টেকসই লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের মাধ্যমে স্মার্ট বাংলাদেশ গঠনের ক্ষেত্রে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতের গুরুত্ব সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করে তোলার জন্য মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় কাজ করে যাচ্ছে। আমাদের দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সঙ্গে প্রাণিজ আমিষের চাহিদা বাড়লেও দেশের সব মানুষ সমান হারে প্রাণিজ আমিষ গ্রহণ করতে পারছে না, বিশেষ করে গ্রামীণ জনগোষ্ঠী এ ক্ষেত্রে পিছিয়ে আছে। প্রাণিজ আমিষ সম্পর্কে মানুষের মধ্যে সচেতনতা, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতে উদ্ভাবিত জনকল্যাণমুখী বিভিন্ন প্রযুক্তি সাধারণ মানুষের মাঝে ছড়িয়ে দিতে এবং বেকার কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীকে মাছ চাষ ও গবাদিপশু-পাখি পালনে উদ্বুদ্ধ করতে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।